বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

সেবা প্রকাশনা

শুভম

শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন-৭৮

এক খন্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

স্বপ্ননগরী

রওশন জামিল

বব ওসমান যখন ডিকিনসন সিটিতে আসে
তার সম্বল ছিল একুশটা গাভী, শ-চারেক ডলার,
তার ঘোড়া, একটা পিস্তল আর একরাশ দুর্ভাগ্য।
শহরটা তার পছন্দ হল।
তার চেয়েও বড় ব্যাপার, বেন ডিকিনসনের দেয়া
ব্যবসার প্রস্তাবটা পছন্দ হল আরো বেশি।

কিন্তু যা পছন্দ হল না ববের ঃ
শহরবাসীদের চেহারায় আতঙ্ক
আর তাদের দণ্ডমুণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি
লোকটার সীমাহীন লোভ।

চব্বিশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শুভম

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন : আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র-১ ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো-পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট।

খোন্দকার আলী আশরাফ : কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল : ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান-১, ২ নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা-১ ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ-১, ২।

শওকত হোসেন : প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রু শিবির, ত্রাহি।

আলীমুজ্জামান : মরুসৈনিক।
রকিব হাসান : তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান : শিকারী।
জাহিদ হাসান : স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান : দুর্বৃত্ত।
আলীম আজিজ : সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।
বজলুর রহমান : বাজি।

SUVOM

ওয়েস্টার্ন— ৭৮

স্বপ্ননগরী

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

রওশন জামিল

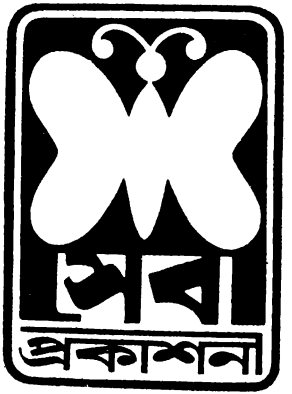

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৯১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

রচনা বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SWAPNANAGARI
By Raoshan Jamil

স্বপ্ননগরী

রওশন জামিল

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন।

প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। লেখক।

এক

ডিকিনসন সিটির তুষারে ছাওয়া রাস্তা। মাথা নিচু করে এগিয়ে চলেছে একুশটা গাভী। ওদের পেছনে বব ওসমান। ঘোড়ার পিঠে বসে, হ্যাটের কানা ভুরু অবধি নামান। টেরিটোরিতে ব্যস্ত যেসব শহর রয়েছে ডিকিনসন সিটি সেগুলোর একটা। কিন্তু আজ রাতে শহরটা ঝিমোচ্ছে। আর এর পল্লবহীন গাছপালার ফাঁকে মাথা কুটে মরছে ঝোড়ো হাওয়া।

লিভারি স্ট্যাবলে বাতি জ্বলছে একটা। স্যাডল থেকে নেমে পড়ল বব, ঠাণ্ডায় পা অসাড়। মৃদু স্বরে নাক ঝাড়ল ওর ক্লান্ত বে। আস্তাবলের দরজা খুলে এক লোক বাইরে উঁকি দিল। চল্লিশোর্ধ্ব বয়স, চুল আর দাড়ি প্রথম শীতের গাছের পাতার মত হলদে। আস্তাবলের বাইরের দেয়ালে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে, তাতে লেখা: 'র‍্যামসে বুচানন–স্।' বব অনুমান করল এ লোকই বুচানন।

বিশালায়তন আস্তাবলটা গোলাঘর ধাঁচের। ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে ভেতরে ঢোকার সময়ে নিজের পরিচয় দিল বব, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'গরু রাখার জায়গা হবে?'

'খুব কাহিল অবস্থা বেচারাদের, না?'

'মাত্র ওই কটাই বেঁচে আছে। মাদি···ব্রিডার,' সংক্ষেপে সারল বব।

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বুচানন, দৃষ্টিতে সমীহ। 'তুমি টেক্সাস ছেড়ে আসার সময় নিশ্চয় আরো ছিল।'

ঘোড়ার সাজ খুলতে সাহায্য করল আস্তাবল-মালিক। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে হাত-পা ঝাড়া দিল বব। স্যাডল হর্ন থেকে বেড রোল খুলে নিতে নিতে টের পেল সাড়া ফিরে আসছে।

'ছিল।'

'সময়টা খারাপ। যারা দেরিতে রওনা হয়েছে তাদের জন্যে।'

'তাই। ঝড় তুফান মড়ক এগুলো লেগেই আছে। এ কটা যে বাঁচাতে পেরেছি এই ঢের।'

'তুমি জান কোথায় এসেছ?' কৌতূহলী চোখে ববকে জরিপ করে বুচানন।

'জানি।'

'কাছেপিঠে ভাল জমি নেই। বেন ডিকিনসনের-গুলো ছাড়া।'

'শুনেছি।'

'ডিকিনসনও বোধহয় টেক্সাসেরই লোক। বহুকাল আগে এসেছে।'

'হতে পারে।'

'তুমি তাহলে ওর বন্ধু নও?'

'দেখিওনি কোনদিন।'

নিজের সাথে একটুক্ষণ বোঝাপড়া করল বুচানন। দরজা বন্ধ করে এসে ববের মুখোমুখি হল আবার। 'আইনের লোক হয়ে থাকলে, তোমার এই বিপদগ্রস্ত র‍্যাঞ্চারের ভূমিকাটা কিন্তু মন্দ নয়।'

বব বিস্মিত হল। 'ডিকিনসন সিটির ব্যাপারে কোন ল-অফিসারের মাথাব্যথা হবে কেন?'

শব্দ করে নিশ্বাস ছাড়ল আস্তাবল-মালিক, আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। 'গরু রাখার জায়গা পেছনে। তুমি ব্যবহার করতে পার—তবে অন্যকে

দেব না। অন্তত বছরের এ সময়ে। ঘোড়ার জন্যে দিনে একডলার পড়বে।'

চারশ ডলার আছে মানি বেল্টে। পকেটে সম্ভবত খুচরো আরো কিছু। পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবসা শুরু করার জন্যে এ টাকা যথেষ্ট নয়, তবে নিঃস্বও তাকে বলা যাবে না। আস্তাবলের পাওনা মিটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল বব, ভাবছে বুচানন ওর সাথে হুট করে ওরকম শীতল ব্যবহার করল কেন।

শহরে আর একটিমাত্র বাতি জ্বলছে যেখানে সেটা একটা স্যালুন। নাম, দ্য ফোর এসেস বা চার টেক্কা। তুষার-পিচ্ছিল ফুটপাত ধরে এগোল বব। ওর পরনের জামাকাপড় মলিন, চিতি পড়া। দৃঢ়বদ্ধ সজীব মুখখানা ফ্রস্টবাইটে ক্ষতবিক্ষত। দীর্ঘ পথশ্রমে ধূসর চোখজোড়া ঈষৎ নিষ্প্রভ, তবে কাঁধ ঝুলে পড়েনি।

স্যাঁতস্যাঁতে জামাকাপড়, ভেজা চামড়া আর অপরিষ্কার লোকজনের ঘামের বোঁটকা একটা গন্ধ ভাসছে ফোর এসেস-এর বদ্ধ পরিবেশে। ল্যাম্পের আলোয় এসে বারকতক চোখের পাতা ফেলল বব, চেরি-লাল ফায়ারপ্লেসের পাশ দিয়ে বারের দিকে এগোল। ব্রিম আর তোবড়ান চূড়ায় জমে থাকা তুষারটুকু ঝেড়ে টুপিটা ঝুলিয়ে রাখল স্ট্যাণ্ডে, হাত ইশারায় খর্বাকৃতি গড়নের বারটেণ্ডারকে ডাকল।

বোতল আর গ্লাস হাজির হল। কিন্তু পয়সার মুখ না দেখা অবধি নিজের দখলেই ওগুলো রেখে দিল বিরলকেশ লোকটা। সীমান্ত শহরের বিবেচনায় ফোর এসেস রীতিমত জমকাল স্যালুন। বারের পেছনে লম্বা আয়না ঝোলান, পাশেই পুরুষ্টু যৌবন নগ্ন এক রমণীর তৈলচিত্র। গ্লাসে পানীয় ঢেলে নিল বব, ঘুরে আশেপাশে নজর বোলাল।

যেমন হয় পশ্চিমের মানুষ, ডিকিনসন সিটির অধিবাসীরা তার ব্যতিক্রম নয়। অধিকাংশেরই মনোযোগ কোণের একটা টেবিলের দিকে,

পোকার খেলা দেখছে।

আরেক কোণে বড় একটা গোল টেবিলে এক মহিলা বসে। একা। তার নিস্পৃহ দৃষ্টি ববকে স্পর্শ করল একবার, তারপর আবার দূর থেকে খেলা বিচারে ব্যস্ত হল। মেয়েটির গায়ের রঙ শ্যামলা, চোখ দুটো মুখ অনুপাতে বড়। তবু সুশ্রী সে নিঃসন্দেহে, এবং বাহ্যত যা মনে হয় ওর বয়স তারচেয়ে কম। স্যালুনের মেয়েগুলো এ ধরনেরই হয়ে থাকে সাধারণত। আর তাই যখন এসব মেয়ের সঙ্গ উপভোগ করে তখনো এদের জন্যে দুঃখ বোধ করে বব। মেয়েটির দিকে পা বাড়াচ্ছিল সে এমন সময়ে ও আবার তাকাল তার পানে। ওর ডাগর খয়েরি চোখে লালবাতি। নিমেষে থমকে গেল বব।

কারো মেয়েমানুষ হয়ে থাকবে। সে লোক নিশ্চয় স্যালুনেই আছে এখন। যাক, এ নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে। একটা কথা স্বীকার না করে উপায় নেই, মেয়েটির চেহারায় সম্মোহন আছে। মুখের আদলে ইণ্ডিয়ান রক্তের আভাস মেলে। এর কারণ বব জানে না, তবে টের পায় ওর মস্তিষ্ক কোষের ভেতর একটা বিপদসংকেত বেজে উঠেছে।

বারের উদ্দেশে ফিরল সে। বোতল উধাও। আঙুলের গাঁট দিয়ে মেহগনি কাঠের ওপর টাট্টু বাজাল ও। বারকিপার বলল, 'আরো দুডলার লাগবে।'

দুঃখের মধ্যেও হাসল বব। এমনিতেই অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তাকে। পথে কাটিয়েছে বহু বিনিদ্র নিঃসঙ্গ রজনী। কিন্তু ওগুলোয় তার কোন হাত ছিল না। তাই পালটা আঘাত হানবার মওকা পেয়ে আনন্দিত বোধ করল। 'প্রথমেই তোমাকে চার ডলার দিয়েছি।'

'ঘোড়ার ডিম দিয়েছ।'

হাসিটা বিস্তৃত হল। 'বাছা, তুমি নিশ্চয় আমাকে মিথ্যুক বলছ না?'

'এর অর্থ তুমি আমাকে মিথ্যুক বলতে চাইছ?' ভাগাড়ের কুকুরের

মত গরগর করে উঠল বারকিপার।

'নাহ্, ঘোড়াটা দেখছি বেজায় বেয়াড়া,' টেক্সান উচ্চারণে মিহি স্বরে টেনে টেনে বলল বব। 'হ্যাঁ, তুমি একটা মিথ্যুকই বটে।'

কথা বলতে বলতে বার থেকে ও সরে দাঁড়িয়েছে। ওর কোল্ট কোমরে নিচু করে ঝোলান, হোলস্টারটা চামড়ার ফিতে দিয়ে উরুর সাথে বাঁধা। ঠাণ্ডা চোখে বারকিপারের দিকে চেয়ে রইল বব। দীর্ঘ একহারা গড়ন ওর। ডান হাতখানা পিস্তলের বাঁটের কাছে নিশপিশ করছে। ঘরসুদ্ধ লোক সমীহের দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

নীরবে কেটে গেল অস্বস্তিকর একটা মুহূর্ত। নিজের ওজন বুঝে লেজ গুটিয়ে নিল ভাগাড়ের কুকুর। ফের হাজির হল বোতল আর গ্লাস। বারকিপার বলল, 'তা···তোমার কথাই বোধহয় ঠিক। মানুষ মাত্রেই ভুল হয়।'

ববকে হতাশ দেখাল। 'স্বীকার করছ তাহলে, তুমি একটা মিথ্যুক?'

'টাকা গুনতে ভুল করেছিলাম।' বোতল আর বেঁটে গ্লাসটা খদ্দেরের সামনে রেখে পিছু হটল বারটেণ্ডার।

'মিথ্যুক,' পুনরাবৃত্তি করল বব।

আবার নীরবতা। এক কদম এগোল বব। বারকিপার তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'আচ্ছা, বাপু, আচ্ছা। তোমার কথাই ঠিক।'

বেঁটে গ্লাসটা ভরে নিল বব, পুরো চার আউন্স। তারপর, 'ধন্যবাদ, বাছা। আমিও আসলে গোলমাল চাই না,' বলে গ্লাস হাতে পোকার টেবিলে গিয়ে দাঁড়াল। ওর পেছনে শ্যামলা মেয়েটির চোখ দুটো সংকুচিত হল সামান্য, এরপর ওগুলো আবার নিবদ্ধ হল বিশালদেহী এক জুয়াড়ির ওপর। সেই সন্ধে থেকে লোকটাকে লক্ষ করছে সে, আর তার মাথার ভেতর একটা চিন্তা অবিরাম ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।

বিশালদেহীর নাম বেন ডিকিনসন, শিগগিরই জানা গেল, কারণে

অকারণে বন্ধুরা ওকে তোতাপাখির মত 'বেন' বলে ডাকে। ওর নামেই এ শহরের নামকরণ। লোকটার চেহারা মাথায় গেঁথে নিল বব। উজ্জ্বল গায়ের রঙ, মাংসল চর্বিযুক্ত শরীর, মোটা গর্দান। চঞ্চল চোখ দুটো বেশ অনেকটা ব্যবধানে কোটরে বসান। ভুরুজোড়া সিংহের মত, বাইরের দুই প্রান্ত বাঁক খেয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে। লম্বাটে আঙুলগুলো ধবধবে সাদা, শরীরের অবশিষ্ট অংশের তুলনায় বেখাপ্পা গড়নের। নিচের চোয়াল সামনে ঈষৎ ঠেলে বেরোন, তবে কদাকার নয়।

ডিকিনসনের পাশে মোটামত এক লোক বসে। ববের স্মৃতিতে কম্পন উঠল। লোকটাকে সে চেনে। 'ক্যালহুন' বলে ডাকছে কেউ কেউ, তবে ওটা ওর নাম নয়। স্মৃতির পাতা হাতড়ায় বব, এল প্যাসোর দিনগুলো মনে করতে চেষ্টা করে যখন সে কাজের অভাবে পোকার খেলাকেই রুজি হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

এটা ওরা টেনেসি থেকে আসার বহু পরের ঘটনা। মায়ের মুখ মনে পড়ে ওর, বয়সের অসংখ্য ভাঁজ কিন্তু সৌম্যতা হারায়নি। হু-হু করে ওঠে মন, কতদিন মাকে দেখে না সে। বড় তিন ভাই—ওরিন অ্যাঞ্জেল আর ও'নীল এদের সাথেও দেখা নেই অনেককাল। কেমন আছে ওরা? ওর পিঠাপিঠি ভাই, জো, গেল বছর মারা গেছে অপঘাতে।

ওরিন আর অ্যাঞ্জেল বাড়ি থাকে না। ওরিন সবার বড়, ফেয়ারওয়েল সিটির মার্শাল হয়েছে সম্প্রতি। ফাস্টগান, আচার-আচরণে মার্জিত কিন্তু স্বাধীনচেতা। অ্যাঞ্জেল রাজনীতিক, ওয়াশিংটনের উঁচু মহলে তার অবাধ গতি। সদা-উচ্ছল ছটফটে মানুষ, তবে প্রয়োজনে কঠোর হতে জানে। ও'নীল র‍্যাঞ্চার, মোরা এবং এর আশেপাশের এলাকায় একডাকে সবাই চেনে ওকে। মার্শাল ছিল একসময়। অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ, ভাইদের মধ্যে পিস্তলে ওর হাতই সবচেয়ে চালু।

ওরা সবাই দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যতিক্রম কেবল বব। দেরিতে হলেও

যাও–বা মাথা তোলার একটা সুযোগ পেয়েছিল, ভাগ্য সহায় হয়নি। এখন পর্যন্ত। তার সম্বল বলতে এখন মানি বেল্টের ওই ডলারগুলো, একুশটা গাভী, পিস্তল এবং একটা বে ঘোড়া।

এল প্যাসোর দিনগুলোয় আবার ফিরে গেল সে। আর তখনই মনে পড়ল নামটা। ক্যালাহান। লোকটা আগের চেয়ে রোগা হয়েছে একটু, দক্ষতাও কমেছে। মাত্রাতিরিক্ত সুরাপানের ফলে ওর হাতের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে নীল হয়ে, চোখের পাতা নড়ে যাচ্ছে অনবরত। হ্যাঁ, লোকটা ক্যালাহানই। ওর সাথে এখানে দেখা হয়ে যাওয়াটা, বব ভাবে, সন্দেহ নেই মজার হবে।

ক্যালাহানের পাশে রয়েছে মাঝবয়সী এক লোক। নাম লোনলি। প্রসপেক্টরসুলভ গম্ভীর চেহারা। খাড়া নাকের নিচে ঝাঁটা গোঁফ।

লোনলির পরে এক ইংরেজ, নাম মন্টি। চোস্ত উচ্চারণে কথা বলে। মাঝারি গড়ন। চেহারায় সুরাসক্তির প্রভাব স্পষ্ট। ওর ত্বক গোলাপি, বাচ্চাদের মত কোমল। টেবিলে একমাত্র সে–ই হারছে। দান দুই খেলা দেখে বব বুঝল লোকটা পোকারে নেহাত আনাড়ি।

আর একজন যে–জুয়াড়ি রয়েছে সে এ শহরের মার্শাল। চামড়ার ভেস্টের নিচে পশমি শার্টের বুকে ব্যাজ সাঁটা। খানিক বাদে বোঝা গেল লোকটার নাম বার্ট ম্যানাস। আরো একজন বসতে পারে। দর্শকদের অবাক করে দিয়ে সেই খালি চেয়ারখানায় বসে পড়ল বব, একটা ভুরু উঁচু করল বেন ডিকিনসনের উদ্দেশে।

'আমার নাম রবার্ট ওসমান। বসলে আপত্তি আছে?'

ইতস্তত করছে ডিকিনসন। ববের মলিন বেশভূষা নিরীক্ষণ করল তার চোখ, কোমরে বাঁধা মানি বেল্টটা দেখল একবার, তারপর খাপখোলা পিস্তল হয়ে ওটার মালিকের মুখে এসে থামল। কেউ কোন কথা বলছে না, ডিকিনসনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।

লোকটার কণ্ঠস্বর রীতিমত বাজখাঁই। 'স্বচ্ছন্দে, ওসমান। টাকা থাকলে যে কেউ খেলতে পারে।'

ময়লা নোটগুলো ভাঁজে ভাঁজে সাজিয়ে রাখল বব। ম্যানাসের ডিল এবার। চট করে হাতটা দেখে নিল বব। চার বিবির ফ্ল্যাশ। পাস দিল ও। ঘাঘু চেহারা ম্যানাসের, ছুঁচোর মত সরু মুখ। বয়স ডিকিনসনের কাছাকাছি, মধ্য-ত্রিশ।

অবস্থা দেখে বোঝা যায় ক্যালাহানই একচেটিয়া জিতছে। লোনলি, মন্টি আর ম্যানাস হারের দলে । ডিকিনসন বরাবর। সযত্নে, ধীরে ধীরে, অনুরোধের তাস বাটল ম্যানাস। মোটা ভোঁতা আঙুল ওর, ছলচাতুরীর ছাপ নেই।

ছোটখাট একটা দান জিতল ডিকিনসন। এবার ববের পালা। প্রথমে আঙুল মটকে আড়ষ্টতা দূর করল সে, তারপর সাবধানে শাফল করল তাস। ম্যানাস কেটে দিলে, বব মাঝারি গতিতে বাটা শেষ করল। ডিকিনসন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে দুডলার ফেলল বোর্ডে।

ক্যালাহান অপলকে তাকিয়ে ছিল ববের হাতের দিকে। এভাবে মাথা ঝাঁকাল সে যেন মনস্থির করছে, তারপর দুটো ডলার সামনে ঠেলল।

লোনলি বোর্ড দিল। মন্টি দ্বিধা করল একমুহূর্ত, নিশ্চয় টান পড়েছে তহবিলে, তারপর সেও রয়ে গেল। ম্যানাস নিজের তাস দেখল একবার, রুক্ষ স্বরে বলল, 'দান বাড়াচ্ছি।'

দশ ডলার রাখল সে। বব নিজের তাস দেখল। দুটো টেক্কা আর তিনের জোড়া। বিনা দ্বিধায় সাড়া দিল ও। অন্যদের হাত বিচার করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে সে, নানান কৌশলে খেলা চালিয়ে যেতে পারবে।

ডিকিনসন দশ ডলার ফেলল বোর্ডে, স্বভাবসুলভ ভারিক্কি চালে বলল, 'এই তো জমে উঠেছে। ওসমান, তুমি বোধহয় সত্যিই প্রাণ

ফিরিয়ে আনলে খেলায়।'

'অথবা ঝামেলা কিনতে যাচ্ছি,' বব বলল, নজর ক্যালাহানের দিকে। গুনে গুনে দশটা ডলার বোর্ডে রাখল জুয়াড়ি। লোনলি বসে গেল।

মন্টি একবার যাচাই করল তার তহবিল, ছাদ পানে তাকাল, তারপর তাস ছুড়ে ফেলে দিল। ফায়ারপ্লেসটা যথেষ্ট উত্তাপ ছড়াচ্ছে, বব ভাবল, তবে এতখানি নয় যে লোকটা অমন ঘেমে উঠবে।

'তাস লাগবে কারো?' বব জিজ্ঞেস করল। নিজের পাঁচটা সামান্য ফাঁক অবস্থায় উপুড় করে রেখেছে, ওপরে একটা আধুলি চাপা দেয়া।

'তিনটে,' ডিকিনসন বলল।

ফরমাস অনুযায়ী তাস বাটল বব। জানে, মাত্র দুটো কারণে ডিকিনসন খেলছে। বড়লোকি দেখাতে এবং দুই, একঘেয়েমি দূর করতে।

'আমাকে দুটো,' দাঁড়কাকের মত কা-কা করে উঠল ক্যালাহান।

ম্যানাস নীরব রইল। এবার নিজেকে ফাঁদে পড়া ইঁদুর মনে হল ববের। টেবিলের চারপাশে নজর বোলাল ও। ভাবল গভীরভাবে। অন্য কোন অবস্থায় তিনের জোড়াটা বদলে নিত সে। এখানে অসুবিধা, ম্যানাস তাস নেয়নি। যাতে কেউ ধাপ্পা দিতে না পারে সেজন্যে, অথবা অন্যরা কেমন খেলে এটা জানা থাকলে সে নিজেও হয়ত তাস বদলাত না এবং দান চড়াত। কিন্তু এখন, এক রাউণ্ড তাস টানার পর, তার হাত দুর্বল হয়ে গেছে। এ অবস্থার উন্নতি দরকার। এক্ষেত্রে একটি কাজই করতে পারে সে।

'ডিলার একটা,' স্পষ্ট গলায় বলল বব। টের পেল ম্যানাস নড়েচড়ে বসল ওর পাশে। ও অনুমান করল মার্শাল রান পেয়েছে। এবার টেবিলের ওপাশে বসা জুয়াড়ির হাত বোঝার প্রয়াস পেল সে। কড়া নজর রাখল

লোকটার প্রতি।

ডিকিনসন বলল, 'ওপ্‌নার চেকস।'

'চেক টু রেইজ,' ক্যালাহান বলল।

টোপ ফেলতে হবে বুঝতে পেরে তৈরি হয়েই ছিল ম্যানাস। 'দশ ডলার।'

তাস টানার পর আর দেখেনি বব। ও বলল, 'এবং আরো পঞ্চাশ।'

ডিকিনসন হাসল। 'সাবাস, টেক্সাস, এই না হলে জুয়া।'

ক্যালাহান শাফল করছিল ওর পাঁচটা তাস। চোখ কুঁচকে আবার সে একবার দেখল ববকে। শেষমেষ বলল, 'অফ।'

ম্যানাস ঘামতে শুরু করেছে এরইমধ্যে। পঞ্চাশ ডলার অনেক বড় ঝুঁকি। বিশেষ করে অরিজিন্যাল হাতে। তবে, বব টানার পর আর তাস দেখেনি···রান নিয়ে তারই জেতার কথা। এ অবস্থায় তার উচিত হবে ববের মুখের ওপর আরো পঞ্চাশ ডলার দান বাড়ান। অন্যদিকে, ববের হাতে যদি চার তাসের ফ্লাশ উঠে থাকে, তার রান কোন উপকারেই আসবে না। ম্যানাস দ্রুত চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু সবদিক বিবেচনা করতে জানে। তার সমস্যা একটাই: কস্মিনকালেও ভাল পোকার খেলুড়ে সে ছিল না।

বোর্ডে পঞ্চাশটা ডলার দিয়ে ও বলল, 'শো।'

এক-এক করে তাসগুলো চিত করল বব। টেক্কা, টেক্কা, তিন, তিন···এবং আরেকটা তিন। 'কী মনে হয় তোমার? আমি জিতেছি।'

টাকাকড়ি কোলের কাছে টেনে নিল ও। উৎফুল্ল সুরে ডিকিনসন চেঁচিয়ে উঠল। 'জেতার কপাল নিয়েই তুমি খেলতে বসেছ মনে হচ্ছে, টেক্সাস!'

'বব ওসমান,' ও বলল। 'যারা টেক্সাস নামে পরিচয় দেয়, তাদের আসলে ধার-ভার কোনটাই নেই।'

'তাসগুলো আমাকে দাও, বব, একটু বড়দরের খেলা করা যাক।'

দক্ষহাতে বাটল বিশালদেহী, কারচুপির আশ্রয় না নিয়ে। ববের দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকাল মন্টি, যেন ওর ভাগ্য ধার চাইবে খানিকটা। লোনলি স্রেফ বসে রইল নীরবে। টেবিলে টাট্টু বাজাল ম্যানাস, হেরে যাওয়ায় রেগে গেছে নিজের ওপর। যদিও জানে তার আসলে করার কিছু ছিল না। পশ্চিমের সীমান্ত শহরগুলোয় যে ধরনের পোকার খেলা হয় এখানেও তেমনি হচ্ছে। পার্থক্য শুধু একটি উপাদানের—ক্যালাহানের উপস্থিতি।

স্থূলদেহী জুয়াড়ি যখন পাঁচ ডলার দিয়ে খেলা চালু করল, বব অনুমান করল এবার বোর্ডে অনেক টাকার ছড়াছড়ি হবে। লোনলি খেলল, মন্টিও। ম্যানাস খেপে উঠল হারের টাকা ফেরত পাবার জন্যে।

সাজান তাস? বব ভাবল। জালিয়াতি হলে ধরতে পারবে এ আত্মবিশ্বাস তার আছে, তবু অতীতের অভিজ্ঞতা তাকে সতর্ক করে তুলল। নিজের তাস দেখল সে। জোড়া দশ। সম্ভবত সাজান হাত নয়। কারণ, পাঁচ হাতের মত ছয় হাতেও জালিয়াতি করা সোজা। ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়াল বব, তাস ফেলে দিল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল, অর্ধনিমীলিত চোখের ফাঁকে খেলা দেখছে।

দশ ডলার দান চড়াল ডিকিনসন। প্রত্যেকেই খেলল। শুরুতে যা অনুমান করেছিল বব, এবারের বোর্ডটা তেমনি। সবাই যখন ভাল তাস পায়, এভাবেই জমে ওঠে খেলা।

ক্যালাহান দুটো তাস নিল। লোনলি একটা। মন্টি আর ম্যানাসও তা-ই। ডিকিনসন দুটো।

এল প্যাসো, বব ভাবল, বহু বছর আগে। হ্যারি হ্যাট নামের সেই বোকা জুয়াড়িটা, টম ডিউক যাকে গুলি করেছিল, ডিউকেরা দুভাই এবং আরেক লোক খেলছিল। সাইডলাইন থেকে সুন্দর দেখা যাচ্ছিল খেলা।

কেউই ধরতে পারেনি। আর ছোট হলেও এটা বোঝার মত বুদ্ধি ববের হয়েছে তখন, মুখ খোলাটা বিপজ্জনক হবে, তার জন্যে।

ক্যালাহানের শার্টের চওড়া আস্তিন দুটো বেজায় নোংরা। কোটের হাতাগুলো ঢোলা। ঘরে আলো কম, খেলোয়াড়রা সবাই যার যার তাসের ওপর ঝুঁকে আছে।

স্থূলদেহী বলল, 'পঞ্চাশ।'

লোনলি তর্জনীর টোকায় টাকা ফেলল বোর্ডে। মন্টি বড়সড় ঢোক গিলল একটা, শেষ নোটগুলো বোর্ডে রাখল। ম্যানাস গুঙিয়ে উঠল, নোটের একটা তাড়া তুলে নিল।

'পঞ্চাশ বাড়াচ্ছি।'

ডিকিনসন বলল, 'খোদা, আমি আরো পঞ্চাশ।'

এল প্যাসোর দিনগুলোর তুলনায় যথেষ্ট হালকাপাতলা হয়েছে ক্যালাহান। তবে অন্য কয়েকটা জিনিস হারিয়েছে, বব ভাবল। আগের সেই ক্ষিপ্রতা নেই। সম্ভবত সাহসও কমে গেছে কিছুটা। দান চড়াবার জন্যে একশ ডলারের দুটো নোট তুলে নেয়ার সময়ে ওর আঙুল ঈষৎ কেঁপে গেল। সবার অলক্ষে চেয়ার ছাড়ল বব।

নিজের তাস দেখছিল লোনলি, ঝাঁটা গোঁফের আড়ালে চেহারা দুর্বোধ্য। শেষমেষ মাথা নাড়ল সে, টেবিলের মাঝখানে তাস রেখে দিল। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মন্টি, তারপর সেও বসে গেল।

ডিকিনসন, 'দেড়শ, গ্যাম্বলার।'

ক্যালাহান বলল, 'এবং আরো একশ, বেন।'

'যাঁতাকলে পড়লাম দেখছি,' খেদ প্রকাশ করল ম্যানাস। 'অফ।'

'অনেক হয়েছে, আর না,' ঠোঁট উলটে হাসল ডিকিনসন। 'শো।'

তাস মেলে ধরল ক্যালাহান। 'চার টেক্কা।'

ল্যাম্পের আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠল টেক্কা চারটে। সামনে হাত

বাড়াল জুয়াড়ি, বোঝাই যায় না এভাবে। অন্যরা চেপে রাখা নিশ্বাস ছাড়ল সশব্দে। বব টেবিলের ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল।

মাংসল কবজিটা চেপে ধরল সে। মোচড় দিল জোরে, ঢোলা অপরিচ্ছন্ন আস্তিনের বাইরে উঁকি মারল একটা চিমটা, আর তা থেকে ক্যালাহানের আসল হাত খসে পড়ল। সম্পর্কহীন পাঁচটা বাজে তাস।

'তাসের প্যাকেটটা তোমরা একবার গুনে দেখ, বন্ধুগণ,' বব বলল অন্য খেলোয়াড়দের।

বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল কেউ কেউ, খিস্তি শোনা গেল, ছোটখাট ভিড় জমে উঠল টেবিলের চারপাশে। লৌহ কঠিন মুঠিতে কবজিটা ধরে রাখল বব, তাকিয়ে আছে কোণঠাসা জুয়াড়ির দিকে, ওর চোখে নগ্ন বিদ্বেষ দেখছে।

'খোদা,' হুঙ্কার ছাড়ল বেন ডিকিনসন। 'আমরা দুধকলা দিয়ে সাপ পুষছিলাম। ওর পকেট খালি কর, ম্যানাস। কে কত হেরেছে হিসেব করে ফিরিয়ে দাও। তারপর ব্যাটাকে হাজতে ঢোকাও, পচুক হারামজাদা।'

চোখজোড়া লক্ষ করছিল বব। কোটরে বসান, গনগনে কয়লার মত জ্বলছে। 'তোমার বোঝা উচিত ছিল, ক্যালাহান। তুমি আর আগের মত চালু নেই।'

বব জানে, মার্শালের হাতে জুয়াড়িকে সোপর্দ করে এবার ওকে সরে আসতে হবে। তাই দুর্বৃত্ত যাতে ফণা ধরার সাহস না পায় সেজন্যে হুঁশিয়ারি হিসেবে কথাটা বলেছিল। তবে সে এও বুঝতে পেরেছিল তার বক্তব্য জায়গামত পৌঁছয়নি, ক্যালাহান সবরকম যুক্তিবুদ্ধি হারিয়েছে। হয়ত পশ্চিমের অন্য কোন কারাগারে এর আগেও ছিল লোকটা, জানে বার্ট ম্যানাসের জেল সেগুলোর চেয়েও ভয়ংকর হবে।

জুয়াড়ির ডেরিঞ্জারটা অপর আস্তিনের ভেতরে ছিল। চকিতে বেরিয়ে এল ওটা। ভয়ে চিৎকার করে লোকজন ছিটকে সরে গেল দুপাশে।

দোনলা খুদে ওই পিস্তল অস্ত্র হিসেবে মারাত্মক, স্বল্প দূরত্বে বিশ্রী গর্ত সৃষ্টি করে।

একপাশে সরে দাঁড়াল বব, ইতিমধ্যে কোল্টখানা বার করে ফেলেছে। সশব্দে গর্জে উঠল ডেরিঞ্জারটা, লোকজন প্রাণভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেঝেয়।

নিশানা স্থির করল বব, ট্রিগারটা টেনে দিল। পেছনে তীব্র একটা ঝাঁকি খেল ক্যালাহানের মাথা, রক্তের আকস্মিক বন্যায় অদৃশ্য হয়ে গেছে মুখ। চিত হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল জুয়াড়ি, আগেই মারা গেছে। ঘরে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল।

কোণের সেই মহিলার মাঝে সামান্যতম প্রতিক্রিয়া হয়নি, বব লক্ষ করল। মহিলার সামনে ওয়াইন গ্লাস ছিল একটা। সেটা উঁচু করল সে, চুমুক দেয়ার সময়ে তাকাল ববের চোখে, কিন্তু আর কোন আভাস ইঙ্গিত দিল না।

দুই

বেন ডিকিনসন আগে আগে এগিয়ে গেল কোণের টেবিলটার দিকে। মেয়েটা চোখ তুলে একবার দেখল ববকে। বব নিশ্চিত হয়ে গেল এবার, মেয়েটির দেহে ইণ্ডিয়ান রক্ত বইছে, বাঁকান ভুরু আর গায়ের রঙ থেকে অনুমান করল নাভাহো গোত্রের হবে।

'বব ওসমান, এর নাম সুসান কার্টার।'

'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস।'

আলতো মাথা ঝাঁকালো মেয়েটি, নীরবে ওয়াইন গ্লাসটা উঁচু করল আবার। আয়েস করে ওর পাশে বসল ডিকিনসন, বারকিপারকে ইশারা করল। 'মাসখানেক হয় ক্যালাহান এসেছিল এখানে। খুব বেশি জিততে পারেনি। তুমি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছ। ওকে তুমি চেন বলছিলে না? কোথায় পরিচয়?'

'এল প্যাসোয়।' বব বলল। 'ঠিক পরিচয় না, বছর কয়েক আগে ওকে দেখেছিলাম ওখানে।'

'তুমি এল প্যাসোর ছেলে?'

'না। চাকরির খোঁজে গিয়েছিলাম।'

'ওখানে চিনতে না কাউকে?'

'হ্যারি হ্যাট আর ডিউক ভাইদের সাথে জানাশোনা হয়েছিল···

পরে।'

'ওই যমজ ভাইয়েরা?' সশব্দে হাসল ডিকিনসন। 'বুঝেছি, এজন্যেই তুমি এত ভাল পোকার খেল।'

'এটা আমার পেশা না। আমি গরু ব্যবসায়ী।'

'হুম।' বোতল হাজির হল, লেবেল আঁটা উন্নত মানের। সুন্দর গন্ধ ড্যইস্কিটার। অন্য একটি বোতল থেকে ওয়াইন পান করছে মেয়েটি। গোমড়ামুখ বারকিপারের হাসি দুকান ছুঁয়েছে, অহেতুক হাত কচলাচ্ছে ঘনঘন, যেন বিনয়ের অবতার।

বব বলল, 'একুশটা ব্রিডার অবশিষ্ট আছে, আস্তাবলে রেখে এসেছি। আর শ পাঁচেক ডলার আছে সাথে। তুমি জান এদিকে কোথায় জমি লিজ নেয়া যাবে?'

'তুমি জান আমি কে?' প্রশ্ন করল বিশালদেহী।

'এটা তোমার শহর। ডিকিনসন সিটি।'

'ওহ, খোদা, জান তাহলে। তোমার চেয়েও খারাপ অবস্থায় এসেছিলাম। তখন মাইনিং টাউন ছিল এটা। আমিই প্রথম গরু আনি।'

'শুনেছি।'

'এখানে আসার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য?'

ফ্রস্টবাইটে ক্ষতবিক্ষত হাত দুটো টেবিলের ওপর মেলে ধরল বব। কড়া পড়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়, গরমে চুলকাচ্ছে এখন। 'আর কোথায় যাব বল?'

'ঠিক। নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে, এখানে আসতে।'

'দেরিতে রওনা হলে যা হয়।'

সামান্য নীরবতা। ববের পাশ দিয়ে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, যেখানে ক্যালাহানের অন্তিম যাত্রার ব্যবস্থা করছে লোকজন। লাশটা ধরাধরি করে তোলার সময়ে খিস্তি করল ওরা, কাঁধের ধাক্কায় ব্যাটউইং দোর

ঠেলে ওকে বাইরের চালাঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু সুসান কার্টারের অভিব্যক্তি বদলাল না।

বেন ডিকিনসন বলল, 'লিজ নয়, তোমার আসলে জমির মালিক হওয়া দরকার।'

'অত টাকা নেই আমার।'

'আমার আছে।' ডিকিনসন হাসল। 'আমি একজন ব্যাংকার। সুদে টাকা ধার দিই। তোমার আসলে ঋণ দরকার।'

'ধার করাটা একটা রোগ, আমার বাবা বলতেন। অবশ্যি বাবা কখনই ভাল ব্যবসায়ী ছিলেন না।'

'ঋণ। ব্যবসাবুদ্ধির গোপন কথা এটাই। আমার ব্যাংক লোক বুঝে ধার দেয় এবং তার অবস্থা নেহাত শোচনীয় না হলে সম্পত্তি ক্রোক করে না। আমাদের এখানে ক্যাটলমেন দরকার। সাহসী টেক্সানদের আমি পছন্দ করি। তো··· জেনকিনসের জায়গাটা তুমি নিতে পার।'

সুস্বাদু উ্যইস্কিতে চুমুক দেয় বব। 'মিস্টার ডিকিনসন, একটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার। এইমাত্র বাধ্য হয়ে একটা লোককে আমি খুন করেছি। এটা আমার স্বভাব নয়। ঘটনাটা স্রেফ একটা দুর্ঘটনা। এর আগে আর মাত্র একজনকেই খুন করেছি—একটা ঘোড়াচোরকে। মানুষ মারতে আমার ভাল লাগে না।'

'কাউকে খুন করতে হলে আমি লোক ভাড়া করি,' ডিকিনসন বলল। চোখ ঘুরে গেল ওর, মুখ নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেছে।

ডিকিনসনের দৃষ্টি অনুসরণ করে বব দেখল তিনজন রাইডার দাঁড়িয়ে দেয়ালের ধারে। স্যালুনে ঢুকেই ওদের খেয়াল করেছিল সে। নিহত জুয়াড়ির লাশ সরাবার কাজে কোনরকম সাহায্য করেনি ওরা। হালকা চালে এতক্ষণ বিয়র পান করছিল বোতলে মুখ লাগিয়ে। এখন ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে কোণের এই টেবিল বরাবর।

'আমার লোক। র‍্যাঞ্চের কাজ করে। র‍্যাগ শেড, গুবার হ্যালিডে এবং আর্নি ফ্রে। টপ হ্যাণ্ড, অবশ্য গরু সামলাবার ব্যাপারে তেমন দক্ষ না,' ডিকিনসন ব্যাখ্যা করল। 'তবে ডেরিঞ্জারটা আমার দিকে তাক করলে, ওরাই উড়িয়ে দিত ক্যালাহানের খুলি।'

মাথা দোলাল বব। 'যা বলেছি, এটা তোমার শহর।'

'আমার সার্কল এফ পাদ্রে রেঞ্জে, জেনকিনসের জমির উত্তরে। বার্ট ম্যানাসের কিছু গরু চরে রেঞ্জের নিচের অংশে। তুমি এ ব্যাপারে রফা করে নিতে পারবে ওর সাথে। মিলেমিশে থাকতে চাইলে ঘাসের অভাব হবে না। সাহসী কর্মঠ লোক পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে এখানে বড়লোক হয়ে যেতে পারবে।'

'টাকা দেবে কী শর্তে?' জানতে চাইল বব।

'বাড়ি মেরামত করাতে হবে। এখন যেহেতু শীত, মেরামতের কাজ এই ফাঁকে সেরে ফেলতে পারবে তুমি। বেড়া, গোলাঘর সবই ভেঙে পড়েছে। ব্যাংক নগদ ঋণ দেবে কিছু, বিনিময়ে পাঁচ হাজার ডলারের সমপরিমাণ জিনিস বন্ধক রাখতে হবে। ওই টাকা গরু কেনার জন্যে, যাতে ব্যবসাটা তুমি ভালমত শুরু করতে পার।'

চমৎকার প্রস্তাব,' বব বলল।

'মানুষ না থাকলে জায়গা-জমির দাম নেই। মানে, কাজের মানুষ আরকি। আমি দানসত্র খুলে বসিনি। এটা আমার ব্যবসা। তুমি জমি চাও, আমি তোমাকে এর মালিক হবার সুযোগ দিচ্ছি।'

বব বলল, 'বেশ, এটাই যদি তোমার প্রস্তাব হয়—আমি কৃতজ্ঞ।'

'এখানে শীত বেশি, তবে টিকে থাকা সম্ভব। রেলরাস্তা শেষ হয়েছে এখানে, গরুর চালান যায়, ভাল দাম পাই আমরা। শহরের উন্নতির জন্যে সবাই কাজ করি একত্রে। ফলে খরচ কমে যায়।' বিশাল হাতটা বাতাসে খেলিয়ে আনল ব্যাংকার, হাসল একগাল। 'আজ রাতটা তুমি

হোটেলেই থাকতে পার, শুধু আমার নাম বলবে। চিংক ব্যবস্থা করে দেবে তোমার গোসলের। নাপিতের কাছে কাল যেয়ো। দুপুরে আমরা একসঙ্গে খাব? ঠিক আছে?'

বব বুঝল ওকে এখন যেতে বলা হচ্ছে। বিশালদেহীকে দোষ দিল না ও। গত কমাসে তার দেখায় সুসান কার্টার সেরা সুন্দরী। উঠে পড়ল সে, বলল, 'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

'আমাকে না, ধন্যবাদ দাও ক্যালাহানকে।'

একথার জবাব দিল না বব। আলতো নড করল সুসানকে, শিপস্কিনের কোটখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে পা বাড়াল বাইরের অন্ধকার কনকনে রাতের ভেতর।

চেয়ারে হেলান দিল বেন ডিকিনসন, নজর বোলাচ্ছে আশেপাশে। বার্ট ম্যানাসের সঙ্গে চোখাচোখি হল, ইশারায় ডাকল লোকটাকে। কিছু টাকা আর একটা ওঅলেট হাতে করে টেবিলে এসে বসল মার্শাল। ওর গ্লাসে উ্যইস্কি ঢেলে দিল ডিকিনসন।

'মিস কার্টার,' মেয়েটির উদ্দেশে নড করে বলল ম্যানাস। টাকাগুলো ঠেলে দিল ডিকিনসনের দিকে। 'দিল টেক্সান ব্যাটা সব ভণ্ডুল করে। যা দেখছি, তেমন একটা কামাই হয়নি আমাদের।'

'ওই হোঁৎকা ছিল গর্দভের একশেষ। ওকে আমরা এমনিতেও আর বেশিদিন কাজে লাগাতে পারতাম না। মদই খেয়েছিল ওকে।'

'তবু বুদ্ধিখানা ভাল বের করেছিলে তুমি। সবাইকে দুইয়ে নিতে পারতাম।'

ডিকিনসন কাঁধ ঝাঁকাল। 'চিন্তার কিছু নেই। আবার কোন টিনের বাঁশি ঠিকই এসে পড়বে।'

ম্যানাস জিজ্ঞেস করল, 'টেক্সান সম্পর্কে কী ভাবলে?'

'এল প্যাসোর আশেপাশে ওসমান বলে কারো নাম শুনেছ তুমি?'

কপাল কুঁচকে এক মুহূর্ত ভাবল ম্যানাস। বলল, 'মনে পড়ছে না। এরকম কোন পরিবার থাকলে আমি জানতাম।'

'নিশ্চয় আমরা চলে আসার পর এসেছে। আমার বিশ্বাস। তবু খোঁজ নাও, বার্ট। ওকে আমি জেনকিনসের জায়গায় বসাচ্ছি।'

মেঘ ঘনাল ম্যানাসের মুখে। প্রতিবাদ করল, 'একেবারে আমার পাশের দরজায় একটা অচেনা লোককে? কাজটা উচিত হবে?'

'জেনকিনসকে পেয়েছিলে তুমি। সে অচেনা ছিল না।'

'ব্যাটা দুমুখো বেজন্মা!' হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মার্শাল। 'হ্যাঁ, তোমার কথাই বোধহয় ঠিক। নজর রাখলেই হল।'

'ওকে আমরা সাহায্য করব, বার্ট। বাড়তে দেব। এরকম লোকেরা কেমন হয় তুমি জান। পিস্তলে চালু, শক্ত পিঠ, কিন্তু মনটা দুর্বল। বড় হবার নেশায় প্রচণ্ড খাটতে পারে এরা। অল্পদিনের ভেতর এমন একটা বাথান গড়ে তুলবে যার মালিক হতে আমাদের ভালই লাগবে···মানে যখন আমরা কেড়ে নিতে চাইব ওটা।'

'তাই। আমি আসলে একটু বেশি সাবধানী।' ড্রিংক সেরে উঠে পড়ল ম্যানাস। সুসানকে আরেক দফা কুর্নিশ করে বিদায় নিল। মেয়েটি নির্লিপ্ত চোখে ওর যাওয়া দেখল।

'কী ভাবছ এত?' ডিকিনসন প্রশ্ন করল।

সুসানের কণ্ঠস্বর আশ্চর্য রকমের হালকা আর রিনঝিনে, সঙ্গীতের মূর্ছনার মত। 'অবশ্যই বার্টের কথা নয়।'

'ও সতর্ক থাকলে তখনকার ওই ঘটনা ঘটত না। জুয়াড়িকে ওসমান মেরে ফেলার আগেই ম্যানাসের উচিত ছিল হস্তক্ষেপ করা। তবে ও অনেকদিন হল আছে আমার সাথে। ওর পিস্তল বহুবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে।'

'নিশ্চয় পিঠে গুলি করেছে প্রত্যেকবার,' মেয়েটি বলল।

'সফল হওয়াটাই আসল।'

গ্লাসের পানীয় শেষ করল সুসান। 'তাই।'

ভ্রূ কোঁচকাল ডিকিনসন। 'দেখ, আমি খুনোখুনি পছন্দ করি না। কখনই না। এ নিয়ে তুমি বৃথা দুশ্চিন্তা কোর না।'

'জানি। তুমি কাউকে খুন করতে পার না।'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল ডিকিনসন। 'আমাকে কেউ কোনদিন ফাঁসাতে পারবে না। এ ব্যাপারে আমি হুঁশিয়ার।'

সুসান বলল, 'বুঝেছি।'

'তুমিও নিরাপদ। তোমার সেটা বোঝা উচিত।'

জবাব দেয় না মেয়েটি, সুগঠিত তামাটে হাতের ফাঁকে ওয়াইন গ্লাসটা ঘোরাচ্ছে।

ডিকিনসন বলল, 'তুমি আর আমি—আমরা দুজন মানিকজোড়।'

এবারও নিরুত্তর থাকল সুসান, ওর চোখ বারের ওপাশের একটা টেবিলে যেখানে লোনলি উইলিস বসে মন্টির সাথে।

'হ্যাঁ, আমাদের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তুমি তা প্রথম থেকেই জান।' ডিকিনসনের কণ্ঠ নিচু, নিষ্ঠুর।

'জানতাম। কিন্তু তাতে সবকিছু সহজ হয়ে যায়নি।'

'তোমাকে আরো শক্ত হতে হবে, সুসান। এক্ষেত্রে তোমার ওটারই প্রয়োজন।'

'আমি শক্ত আছি।'

গ্লাসে চার আঙুল পরিমাণ উ্যইস্কি ঢেলে নিল ডিকিনসন, একচুমুকে সাবাড় করল সবটুকু। 'তুমি এবার ওপরে যাও। আমি আসছি।'

লক্ষ্মী মেয়ের মত উঠে দাঁড়ায় সুসান, ঘরের কারো পানে তাকায় না মন্থর অথচ বেড়ালের মত সাবলীল ভঙ্গিতে এগোয় দরজার দিকে। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শোনে ডিকিনসন, দোতলায় ওদের

অ্যাপার্টমেন্টে উঠে যাচ্ছে। অস্বস্তিটা লেগে থাকে ওর মনে। ওই মেয়েটার একটা ঠিকানা লাগাতে হবে এটা ভাবতে তার ভাল লাগে না। সুসানকে সে ভীষণ পছন্দ করে।

স্যান ফ্র্যান্সিসকোর বারবারি কোস্টে সুসানের সাথে তার পরিচয়। মেয়েটি ওর পকেট মারছিল। মলিন বেশভূষা ছিল সুসানের, তবে ইংরেজি বলত তার চেয়ে ভাল। ইয়াংকি পিতার ঔরসে ওর জন্ম, লেখাপড়া করেছে কনভেন্টে। তারপর সেই লোক একদিন ওর নাভাহো মা-কে ফেলে পালিয়ে যায়! শেষজীবন খুব কষ্টে কেটেছে বুড়ির। একরকম ধুঁকে ধুঁকে মরেছে। এ ধরনের ভাঙা সংসারের সন্তানদের যা হয়, অল্পবয়সে বখে যায় সুসানা। মদ আর আফিমের পয়সা জোগাতে চুরি করতে শেখে। অবশ্য এখন আর এসব অভ্যেস নেই। এক-আধটু শাসন আর জবরদস্তিতে অল্পদিনের মধ্যে সুমতি ফিরে এসেছে ওর।

তবে সমস্যা পুরোপুরি কাটেনি, সুসানার কথা ভাবতে গিয়ে নতুন করে মনে পড়ে ডিকিনসনের। মেয়েটা বড্ড তাড়াতাড়ি ওর বশ মেনেছে। যদিও এর শুরুটা হয়েছিল ঘৃণার মধ্যে।

এখন সুসানা অসুখী কারণ ওদের বিয়ে অসম্ভব। সুসানার অতীত ইতিহাসে কালিমা আছে—ওর উচ্ছৃঙ্খলতার কথা স্যান ফ্র্যান্সিসকোর অনেকে জানে। মুখে যা-ই বলুক, সুসানার অশান্তি থাকবেই। ওকে আঘাত না দিয়ে এ সমস্যার একটা সুরাহা তাকে করতে হবে।

হয়ত একটা বাড়ি, ভাবল ডিকিনসন, এবং বুদ্ধিটা তার মনে ধরল। ভাল বাড়িউলি হবার যোগ্যতা সুসানার নেই সত্যি, কিন্তু ডিকিনসন সিটির সমৃদ্ধি দিনদিন বাড়ছে আর তাছাড়া এভাবে ওর ওপর সে নজর রাখতে পারবে। এ নিয়ে যত ভাবল ততই আইডিয়াটা পছন্দ হল ডিকিনসনের। এ থেকে লাভের সামান্য কিছু বখরাও নিজের জন্যে রাখতে পারবে সে। এটা তো ঠিক, সুসানাকে সে পতিতালয়েই

আবিষ্কার করেছিল। সুসানা অন্তত এ অভিযোগ করতে পারবে না যে সমাজে ওর সম্মানের হানি ঘটেছে।

আর যদি অভিযোগ নেহাত করেই, সে যুক্তিতে পরাস্ত করবে। আসলে যেটা সবচেয়ে ভাল সেটাই করতে হবে, সুসানাকে আঘাত না দিয়ে এবং নিজেকে বিপদে না জড়িয়ে।

সেই এল প্যাসো থেকে বিপদের সাথে ঘর করছে সে। এটা কঠিন দেশ, মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্যে মানুষকে এখানে অনেককিছু করতে হয়। লড়াই করে এতটা ওপরে উঠে এসেছে সে, এখন আরো উঠতে চায়।

উঠে দাঁড়াল ডিকিনসন, দুশ পাউণ্ড ওজনের বপুখানা স্বচ্ছন্দে টেনে নিয়ে এগোল কামরার আরেক প্রান্তে। লোনলি উইলিসকে ইশারায় ডাকল না, লোক বুঝে আচরণ করতে সে জানে। প্রসপেক্টর যেখানে বসেছে সেখানে গেল ডিকিনসন, মন্টির উদ্দেশে ভ্রূ তেরছা করল একটা।

'লোনলি।'

'বেন।' বুড়ো বসতে বলল না, কিন্তু ডিকিনসন নিজেই টেনে নিল একটা চেয়ার। বারটেণ্ডার উ্যইস্কির বোতল আর গ্লাস এনে রাখল টেবিলে, তিনজনের জন্যেই খানিকটা করে পানীয় ঢালল। মন্টি অস্ফুটে বলল কী যেন, কিন্তু অন্যরা তার কথায় মাথা ঘামাল না।

'অ্যান কেমন আছে?' জানতে চাইল ডিকিনসন।

'ভাল।'

অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে টেবিলে। মাঝে মাঝে পানীয়ে চুমুক দিচ্ছে ওরা। মন্টিকে দেখে মনে হচ্ছে টানটান বসে ঘুমিয়ে পড়েছে, সাদা অকর্মণ্য হাত দুটো মদের গ্লাস ধরে আছে ।

'আমার প্রস্তাবটা সম্পর্কে ভেবেছ কিছু?' ডিকিনসন জিজ্ঞেস করল।

খোঁচা খোঁচা গোঁফের পেছন থেকে লোনলি বলল, 'না।'

কৃত্রিম মমতা মেশান গলায় ডিকিনসন বলল, 'প্রায় চল্লিশটা বছর তো পাহাড়ে কাটালে, লোনলি, কিন্তু কী পেয়েছ বল? একটা বাড়ি আর ছোট্ট একখণ্ড জমি—এই তো মাত্র সম্বল। তোমার আর অ্যানের কোনমতে চলে যায়। এবার সব ছেড়ে বাড়ি ফিরে এস, অ্যানের ভার নাও।'

লোনলির হালকা নীল চোখ তন্দ্রাচ্ছন্ন মন্টির ওপর। ওর কণ্ঠস্বর এভাবে পৌঁছল ডিকিনসনের কানে যেন দূর থেকে ভেসে আসছে। 'ঝেড়ে কাশ, বেন।'

'না, আমি সিরিয়াস। তোমার মত অভিজ্ঞ লোক দরকার ব্যাংকে। নতুন নতুন মানুষ আসছে শহরে। তোমার সাথেই ওদের কথা বলা উচিত হবে।'

'আরো স্পষ্ট করে বল।'

'কেন, তোমার ছেলে, অ্যানের বাবা, পত্তন করেছিল এ শহরের। আমার প্রস্তাব মেনে নিলে টেরিটোরির অন্যতম দামি মানুষে পরিণত হতে পারবে তুমি।'

'তুমিই এখানে দামি লোক, বেন।'

'ঠিক। সম্মানটা আমি অর্জন করেছি।'

'তুমি চতুর।'

'আমি বুদ্ধি খাটিয়েছি।'

'তুমি নিজের নিয়মে চালাও সবকিছু।'

'ডিকিনসন সিটির ভালর জন্যেই, তুমি তা জান।'

এবার পূর্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লোনলি। 'বেন, তুমি একটা মিথ্যুক, চোর এবং গুণ্ডা। আমার আর অ্যানের সামনে তা লুকিয়ে লাভ কী বল?'

ডিকিনসন খিকখিক হাসল। 'তুমি আসলে বদ্ধ উন্মাদ, লোনলি।'

'হ্যাঁ। আমি উন্মাদ।'

'অ্যান আমাকে তাড়িয়ে দেয় না।'

'বাবার নির্বোধ স্বভাবের খানিকটা পেয়েছে অ্যান।'

'ও যদ্দিন দেখা দেবে, আমি আসব।'

'অ্যান নরম হতে পারে, কিন্তু এত বোকা নয়। তোমার সময় আর শক্তি অপচয় না করলেই ভাল করবে।'

'আমাকে বিয়ে করলে একদিন টেরিটোরির সবচেয়ে ধনী মহিলা হয়ে যাবে অ্যান।'

'না। বরং এক বছরের মধ্যে ওকে কবরে যেতে হবে।'

মুহূর্তের জন্যে ক্রোধে আচ্ছন্ন হল ডিকিনসন, তারপর হাসল আবার। 'তুমি সত্যিই একটা পাগল, লোনলি। এখনো সময় আছে, ভেবে দেখ। আমি পরে কথা বলবখন আবার।'

চেয়ার ছাড়ল ডিকিনসন, কোণের টেবিলটা পেরিয়ে পেছনে গেল, ফুঁ দিয়ে ব্র্যাকেট ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল। একটা থলেয় রাতের বিক্রির টাকাপয়সাসহ ওর কাছে এল বারকিপার। আজ রাতের মত ফোর এসেস বার বন্ধ হতে যাচ্ছে।

মন্টির হাত ধরল লোনলি উইলিস। উঠে পড়ল দুজনা, সদর দরজার দিকে এগোল। যান্ত্রিক পুতুলের মত হাঁটছে মন্টি, তবে ওর বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীর সাহায্য না নিয়ে। অবশিষ্ট খদ্দেররা পিছু নিল ওদের। ডিকিনসন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, দৃষ্টি বাইরে।

'বুড়ো বেজন্মা,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'ব্যাটা ওই পাহাড়েই মরবে একদিন। কষ্ট করে আমাকে কিছু করতে হবে না।'

দোতলার সিঁড়িতে উঠল ডিকিনসন, ঘরে অপেক্ষমাণ মহিলার সুগন্ধির সুবাস নাকে আসছে। থলেটা বইতে কষ্ট হচ্ছে ওর, অনর্থক একটা হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও ভালই হয়েছে ব্যবসা। অবশ্য ফোর এসেস

সর্বদাই সরগরম থাকে, কৌশলে সে অপর দুটো স্যালুন বন্ধ করে দেয়ার পর থেকে। এখন শুধু মেক্সিক্যান ক্যান্টিনা দুটো রয়েছে। আর প্রয়োজনও আছে ওগুলো থাকার: সমাজের ইতরশ্রেণীর লোকদের বিনোদনের জন্যে।

অন্য সকলের মত ওই ক্যান্টিনা দুটোর খদ্দেরদেরও ভোট আছে, এবং সংখ্যায়ও ওরা বেশি।

এল প্যাসো ছাড়ার পর বহুকিছু শিখেছে সে। লেখাপড়া জানায় শেখাটা সহজ হয়েছে। এর কৃতিত্ব যদি কারো পাওনা হয় সে ম্যানি ফ্রেড। ওই আউট-ল বুড়ো বইয়ের পোকা ছিল। ম্যানিই ওকে বুঝিয়ে বলেছিল পুবের খবরকাগজগুলো পড়লে দীনদুনিয়ার হাল-হকিকত জানা যায়। ন্যু ইয়র্কের কাগজ রাখে ডিকিনসন সিটিতে এরকম আর একটি লোকও নেই।

হ্যাঁ, সে ভালভাবে গুছিয়েছে সব। এ শহরটা ছোট, তবে ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠবে। নিজের জন্যে গর্ব হয় তার। ডলারভর্তি থলে হাতে করিডর ধরে এগোল ডিকিনসন, হাঁটার তালে তালে বুকের পেশিগুলো নাচছে। বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টটার দরজায় গিয়ে থামল ও। আজতক সুসান কার্টার, একজন পরিচারিকা আর সে ছাড়া এর ঘরগুলো দেখার সৌভাগ্য কারো হয়নি।

তিন

জানালাপথে একরাশ ঘোলাটে রোদ ঢুকে খাটের ওপর আড়াআড়ি লুটিয়ে পড়েছে। একটা অপরাধবোধ নিয়ে স্বপ্নের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বব ওসমান: আরো আগেই তার পথে নামা উচিত ছিল। পরক্ষণে বব উপলব্ধি করল গত কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম সত্যিকার বিছানায় শুয়ে আছে সে। কামরাটা সুপরিসর। হাঁসের পালকের নরম বালিশে মাথা রেখে উঁচু ছাত পানে চেয়ে রইল বব।

স্বপ্নে ওর বাবা দেখা দিয়েছিলেন। চিরাচরিত শাসনের সুরে ছেলেকে বলেছেন, 'ভেব না বিনা মূল্যে কিছু পাওয়া যায় জীবনে।'

ঠিক, ভাবে বব। তবে আমি এর দাম শোধ করেছি বুড়ো ক্যালাহানকে হত্যা করে। কাজটা আমি করতে চাইনি, জুয়াড়ি আমাকে গুলি করায় বাধ্য হয়েছি। আর বেন ডিকিনসনের খেলায় উপস্থিত থাকাটাও নেহাত কাকতালীয় ঘটনা।

ঠিক আছে, অবশেষে স্বপ্নের ভূতটার কাছে হার মানে ও, স্বীকার করছি ডিকিনসনের হয়ত গোপন কোন মতলব আছে। তবে এটাও সমান সত্যি, দরজায় যখন সুযোগ কড়া নাড়ে তখন সাড়া দিতে হয়। খতিয়ে বিচার না করে কোন প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া বোকামির নামান্তর।

ক্যালাহানকে হত্যা করার ঘটনাটা দুঃখজনকই বলতে হবে, তবে

ওটা ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়নি। জীবনে অনেক খুন-জখম দেখেছে সে, এর বেশির ভাগই ছিল ওই টিনের বাঁশির মৃত্যুর মত অর্থহীন।

শয্যা ত্যাগ করল বব। কাঁপতে লাগল শীতে, ঝটপট মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে ওঅর ব্যাগ থেকে ধোয়া জামাকাপড় বার করল। নাপিতের দোকান এতক্ষণে নিশ্চয় খুলেছে। গরম পানিতে গোসল করা যাবে ওখানে। রাতে বিছানায় ওঠার আগে গা ধুয়েছিল সে, কিন্তু টাবে গোসল করার আরামই আলাদা।

ঘরের ভেতরটা যেমন করিডর তেমনি পরিষ্কার। এমনকি এরইমধ্যে সিঁড়ির কার্পেটটাও ঝাড় দেয়া হয়েছে। লবিতে গুটিকতক লেদার চেয়ার পাতা, ডেস্কের পেছনে খর্বকায় এক লোক দাঁড়িয়ে। বেজার মুখ ওই কেরানির নাম কটন, একটা হাত প্যাকাটির মত। আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল বব, সদর রাস্তায় বেরিয়ে এল।

নির্মল, তরতাজা আবহাওয়া, ওর নিশ্বাস ছোটখাট মেঘ সৃষ্টি করল একটা। রাস্তাঘাট ঝকঝক করছে। দালানগুলো আয়তকার, সমান ব্যবধানে দাঁড়ান। গত রাতে ভুতুড়ে দেখাচ্ছিল শহরটাকে, আজ সকালে খুঁটিনাটি প্রতিটা জিনিস চোখে পড়ছে, একজন অচেনা লোকের কাছে যা উৎসাহব্যঞ্জক মনে হবে। ব্যাংক ভবন পাথরে তৈরি, জেনারেল স্টোর আর ওঅ্যারহাউস ইটের।

যেটা সবচেয়ে দর্শনীয়, শহরের মাঝখানে খোলামেলা চত্বর আছে একটা। চারপাশের বাড়িঘর এর দিকে মুখ করা। নাপিতের দোকানটা এক প্রান্তে।

রাস্তার ভাটিতে, শহর থেকে পশ্চিমের পথে, গির্জা। সাদা রঙ করা দালান, বিশেষ বড় নয়, তবে চূড়াবিশিষ্ট। যা আশা করেছিল, নাপিতের দোকানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বব ভাবল, ডিকিনসন সিটি তারচেয়ে আকর্ষণীয়।

নাপিতের নাম সায়মন জ্যারেট। লম্বা, হালকাপাতলা গড়ন। মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। চোখ ধূসর। খাড়া নাক। কপালের ডান পাশে সুপুরিমত একটা টিউমার। আরো দুজন লোক রয়েছে দোকানে লোনলি উইলিস আর লিভারি আস্তাবলের মালিক, র‍্যামসে বুচানন।

জ্যারেট বললো, 'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, ওসমান পিস্তল রেখে এসেছ দেখছি, ভাল করেছ। রোববারে লোহা ঝোলান উচিত নয়। তা আগে গোসল, না শেভ? আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই।'

একটামাত্র চেয়ার ঘরে। পাশের কামরায় পুল টেবিল আর কলের গান, পয়সা ফেললে বাজে। বারে বড় একটা পাত্রে হালকা পানীয় আর বিয়রের বোতল বরফে ডোবান। জায়গাটার তকতকে চেহারা দেখে মুগ্ধ হল বব।

ও বলল, 'টেক্সাসের কাদাগুলো আগে ধুয়ে ফেলাই বোধহয় ভাল হবে।'

'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম,' মিহি সুরে পুনরাবৃত্তি করল জ্যারেট। 'বেন একটু আগে এসেছিল, বলল তুমি আসবে। র‍্যামসেকে তাই আটকে রেখেছি, অনুমান করেছিলাম তোমার দেরি হবে না।'

আস্তাবল-মালিককে বব বলল, 'তোমার অসুবিধার জন্যে আমি দুঃখিত।'

'না-না, ঠিক আছে। বেনের লোকদের জন্যে আমি সব করতে পারি।' সৌজন্যের আড়ালে খোঁচাটা পরিষ্কার।

এক মুহূর্ত নিজের সাথে তর্ক করল বব। জানে, লোনলি তার জবাব আশা করছে, দেখল বুড়ো প্রসপেক্টরের মরাটে নীল চোখে কৌতূহল।

কেশে গলা সাফ করে নিল ও। বলল, 'তোমাদের একটা কথা এখুনি জানা দরকার। ওসমানরা কখনো কারো আস্তিন ধরে চলে না।'

ত্বরিতে হস্তক্ষেপ করল জ্যারেট। 'র‍্যামসের মাথায় পোকা আছে। ওর কথায় তুমি কান দিয়ো না। গোসলখানা ওই পথে।'

একটা চুলো জ্বলছে গোসলখানায়। পানির ওভারহেড ট্যাংকট কাঠের, চারটে লোহার পায়ার ওপর বসান। দুটো পাইপ ট্যাংকে গিয়ে ঢুকেছে এবং বেরিয়ে এসেছে, কলের ঠিক নিচে ওক কাঠের বিশাল এক গামলা।

ট্যাপ খুলে দিল বব, জামাকাপড় ছেড়ে ঝুলিয়ে রাখল হুকে। ওর পা লম্বা, নিতম্ব পেশিবহুল। পানিতে এক টুকরো সাবান ফেলল ও। ভীষণ তেতে ছিল গামলা, ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে গা-সওয়া করে নিল, তারপর নেমে পড়ল বাথটাবে।

র‍্যামসে বুচানন আর লোনলি উইলিস, ভাবল ও, ডিকিনসনের লোক নয়। এরকম একটা শহরে, একজনের কথাই যেখানে আইন, বিরোধী দল থাকতে বাধ্য। একজন মানুষ যত ভাল কাজই করুক, কিছু লোক থাকবে একনায়কের বিরোধিতা করতে।

তবে শহরটা গোছাল। রাস্তাঘাট পরিষ্কার, ময়লা প্রকাশ্যে ফেলা হয় না, বাসিন্দারাও মনে হয় বিত্তবান। বেন ডিকিনসন হয়ত কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করে সব, তবে এর ফল, আপাতদৃষ্টিতে, সন্তোষজনক।

ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার ব্যাপারটা নিছক ব্যবসায়িক পদক্ষেপ, ডিকিনসনের কাছে সে বাঁধা পড়ছে না। সম্পত্তি বন্ধক থাকছে, কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে তা উদ্ধার করতে হবে। নিঃসঙ্গ, হাড়ভাঙা পরিশ্রম।

মাথায় সাবান মাখল ও, আঙুল চালিয়ে খুলি ঘষল। গামলার পাশ থেকে খোসা তুলে নিয়ে গোড়ালি, হাঁটু আর কবজির ময়লা সাফ করল ডলে। ওর হাত-পায়ের আড়ষ্টভাব দূর হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, তবে ক্ষারযুক্ত সাবান আর গরম পানি লাগায় ফ্রস্টবাইটের জায়গাগুলো চুলকাচ্ছে।

ব্যাপারটা বেশ মজার, বব ভাবল। র‍্যামসে বুচানন আর লোনলি

উইলিসের মত লোকদের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হচ্ছে। বেন ডিকিনসনের কথা ঠিক হয়ে থাকলে, এই শহর আরো বড় হবে। বসন্তকালীন চালান শুরু হওয়ার আগে গরুবাছুর শীতের সময়টা এখানে থেকে মোটাতাজা হতে পারবে। তার ওপর যদি খনি আবিষ্কৃত হয় কাছেপিঠে, ডিকিনসন সিটি হয়ে উঠবে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। এবং এরকম একটা সুযোগের মাঝখানে থাকতে পারলে, ভাগ্য বদলাতে দেরি হবে না।

গোসলখানার দরজা খোলা ও বন্ধ হবার শব্দ হল। সাবান মাখান চোখের পাতা ফাঁক করল বব, গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কে, অ, মিস্টার উইলিস?'

'হ্যাঁ।' দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল প্রসপেক্টর, দরজা থেকে অল্প তফাতে।

'এক্ষুণি হয়ে যাবে।'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দীর্ঘ পথ চলার পর অবস্থা কেমন হয় আমি জানি।' উইলিসের কণ্ঠস্বর মরচেপড়া কবজার মত খরখরে।

'টেইলে চলার সময়ে মানুষ স্বপ্ন দেখে এরকম গোসলের জন্যে।'

'মরুভূমিতেও। পাহাড়ে অবশ্যি পানি মেলে।'

পানিতে ডুব দিল বব, ভেসে উঠল খানিক বাদে। স্টপার খুলে দিল। ঝরঝর করে ঠাণ্ডা পানি পড়তে লাগল ওর গায়ে, সাবানের ফেনা ধুয়ে গেল। মৃদু স্বরে শিস বাজাতে লাগল ও, গা-পিঠ চাপড়াল বার কয়েক, তারপর গামলা থেকে উঠে পরিষ্কার একটা তোয়ালে নিয়ে জোরে জোরে শরীর মুছতে শুরু করল।

'শুনলাম তুমি জেনকিন্সের বাড়িতে উঠছ,' লোনলি বলল।

'ডিকিনসন সিটিতে খবর বেশ দ্রুত ছড়ায় মনে হচ্ছে।'

'ঠিক।'

'দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেব,' জবাব দিল বব। 'ডিকিনসন আমাকে চমৎকার একটা প্রস্তাব দিয়েছে।'

'বাড়িটা ভাঙাচোরা।'

'ডিকিনসন বলেছে।'

'একটা কথা ভাবছিলাম।'

'আমি শুনছি।'

'মন্টি ক্যারুথার্স,' প্রসপেক্টর বলল, 'ভাল এঞ্জিনিয়ার।'

'কে, ওই ইংরেজ?'

মাথা দোলাল লোনলি। 'একসময় আর্কিটেকচার আর এঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশুনো করেছে। ওর একটা চাকরি দরকার।'

পা মুছল বব, তোয়ালে নামিয়ে রেখে ধোয়া ড্রয়ারখানা পরে নিল। 'কিন্তু আমি যে মাতাল বরদাশত করতে পারি না, মিস্টার উইলিস।'

'লোকটা সত্যি মাতাল।'

'সেটা যে কেউ বুঝবে।'

'ওর সাহায্য দরকার।'

উলেন গেঞ্জিটা মাথায় গলিয়ে টেনে নামাল বব। 'তোমার বন্ধু?'

'ভাল মানুষ। সৎ। কখনো মিথ্যে বলে না।'

'তোমার বন্ধু?' পুনরাবৃত্তি করল বব।

'ভাল বন্ধু,' দৃঢ় স্বরে বলল লোনলি। 'ওকে মদ ছাড়াতে আমি টাকা খরচ করতেও রাজি।'

'ও কি ছাড়তে চায়?'

'জানি না,' লোনলি বলল, 'সুযোগ দেয়া দরকার।'

আঁটসাঁট প্যান্টের ভেতর পা গলাল বব, টেনে তুলল কোমর অবধি। তোমার ধারণা মেরামতের কাজে ও সাহায্য করতে পারবে?'

'আন্দাজ করে নিয়েছি হাতুড়ি-করাত চালাতে তুমি জান না।'

'নির্ভুল অনুমান,' সখেদে স্বীকার করল বব।

'টেক্সাসের বেশির ভাগ লোক বড়জোর বেড়াটা বাঁধতে জানে।'

'আমিও তাই।' ইতস্তত করল ও। বুড়োর ধূসর চোখে কিসের যেন প্রত্যাশা। 'বেশ। কাজ দিয়ে দেখব।'

'ঘর ভাড়া থেকে ওর আয় হয় কিছু,' লোনলি বলল। 'বেশি না, তবে দুবেলার খাওয়া চলে যায়। ওকে তোমার মজুরি দিতে হবে না।'

'যোগ্যতা অনুযায়ী মজুরি সে পাবে, বব বলল।

মাথা নাড়াল লোনলি। 'আমার মতে, হয় এক পয়সাও পাবে না, অথবা মজুরি এত হবে যে তা দেয়ার সমর্থ হবে না তোমার।'

'বুঝেছি, মাথা দোলাল বব। ঘাড়ের ওপর কোট ফেলে দরজার দিকে পা বাড়াল। 'ঠিক আছে, তোমার কথাই রইল।'

'পরে আফসোস হতে পারে তোমার। আবার নাও পারে। নির্ভর করবে কোথায় তুমি দাঁড়াবে শেষপর্যন্ত।'

'নিজের এই দুখানা পায়ের ওপর।'

'সময়ে প্রমাণ হবে সেটা।' দরজা খুলল লোনলি, ববকে আগে বেরোতে দিল। র‍্যামসে বুচানন চলে গেছে। জ্যারেট অপেক্ষা করছে রেজর হাতে, মুখে হাসি। ডিকিনসনের দুই কর্মচারি, শেড আর হ্যালিডে, পাশের কামরায় পুল বল খেলছে। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে ববের দিকে তাকাল ওরা কিন্তু লোনলির সাথে কথা বলল না। প্রসপেক্টর, ষণ্ডা দুটোকে না দেখার ভান করে, সোজা বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

চেয়ারে উঠে হেলান দিয়ে বসল বব। জ্যারেট বলল, 'চুলগুলো ছাঁটা দরকার না?'

'একদম ভুলে গিয়েছিলাম।' বব পিঠ টান করে বসল এবার। পুলরুমে ডিকিনসন রাইডারদের হট্টগোল বিরক্তি উৎপাদন করছে ওর। চুলকাটার সময়ে আলো পড়ে কাঁচিটা ঝিকিয়ে উঠল একবার। ঝিমুনি

এসে গেল ববের। ওদিকে জ্যারেট অনর্গল বকে চলেছে কিন্তু সেগুলোর অল্পই পৌঁছুচ্ছে তার কানে।

'তো বেন গড়ল শহরটা। ধোয়া কাপড়ের মত জায়গাটাকে ইস্ত্রি করেছে ও···এখানে ভাল যা কিছু আছে সব বেনের অবদান ··বেনের মত মানুষের সাথে শেষতক লেগে থাকতে হয়, নরক ভেঙে না পড়া অবধি ··কক্ষনো ভুলে যেয়ো না, বেনই এখানে কর্তা··বেন তোমার পক্ষে থাকলে এবং তুমি যদি জেনকিন্সের মত অপরিণামদর্শী না হও, ওই জায়গা থেকে প্রচুর রোজগার করতে পারবে।'

ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেল একটা, শেড আর হ্যালিডে খেলা নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে নিজেদের মধ্যে। অনর্গল বকে চলল জ্যারেট, কিন্তু এখন ঘুম এসে গেছে ববের। চোখ বুজল ও।

দেয়ালে আছড়ে পড়ল একটা পুল বল। বব জেগে উঠল ধড়মড় করে। জ্যারেটের কাঁচির খোঁচা লেগে ওর বাঁ কান ছড়ে গেছে, তোয়ালেতে রক্ত।

'দুঃখিত, মিস্টার ওসমান। আমি ঠিক করে দিচ্ছি' জ্যারেট বলল। হাত কাঁপছে ওর। আড়চোখে পুলরুমের দিকে তাকাল বব। টেবিলের ধারে দাঙ্গা বাধিয়েছে লোক দুটো। পেছন দরজা দিয়ে আর্নি ফ্রে ঢুকল ভেতরে, মারপিটে যোগ দিল।

জ্যারেটের সাথে কথা বলে লাভ হবে না। তোয়ালেটা কানে চেপে ধরল বব, পুলরুমের দরজার দিকে এগোল।

ধমকের সুরে ও বলল, 'অনেক হয়েছে। থামাও এসব।'

একযোগে লাটিমের মত ঘুরে দাঁড়াল তিনজন। ওরা, বব বুঝল, দল বেঁধে কাজ করে। পিস্তল ঝোলায়নি কেউ, ফলে অর্ধনগ্ন মনে হচ্ছে লোকগুলোকে।

ও বলল আবার, 'তোমাদের হল্লায় নাপিত বেচারা ভয়ে কাঁপছে।

কান কেটে ফেলেছে আমার। তোমরা এবার যাও এখান থেকে।'

শেড ওদের নেতা। এক কদম আগে বেড়ে সে বলল, 'দেখ, ওসমান, বেনের সাথে তোমার রফা হয়েছে বলেই ভেব না, তুমি আমাদের অপমান করার অধিকার পেয়েছ।'

'বেনকে এর বাইরে রাখ,' পরামর্শ দিল বব। 'তোমাদের আচরণে নাপিত ভয় পাচ্ছে। স্রেফ এজন্যেই তোমাদের এখন যেতে হবে।'

আরেক কদম এগোল শেড। 'আশ্চর্য, তুমি বিনীতভাবে কথা বলতেও শেখনি নাকি, টেক্সাস?'

হ্যালিডে আর আর্নি ফ্রে যখন দুপাশ থেকে এগিয়ে এসে অর্ধবৃত্ত রচনা করল, বব বুঝল এটা একটা ফাঁদ। নাপিতের বড় তোয়ালেখানা ওর বাঁ হাতে ধরা। শুনতে পাচ্ছে জ্যারেট পেছনে কী যেন বলছে বিড়বিড় করে। ওরা ওকে ফাঁদে ফেলেছে, বব ভাবল, এবং কাজটা করেছে সম্ভবত ওর মনে বেন ডিকিনসনের ভয় ঢুকিয়ে দিতেই।

শেডকে আরো এক পা সামনে আসতে দিল বব। তারপর আগে বেড়ে বলল, 'বেশ, বিনীতভাবেই বলছি। দয়া করে তোমরা এবার কেটে পড়।'

তোয়ালে দিয়ে শেডকে আঘাত করল ও, এভাবে যেন ওটা মুখে জড়িয়ে গিয়ে ক্ষণিকের তরে অন্ধ করে দেয় লোকটাকে। এরপর ডিকিনসন ফোরম্যানকে পাশ কাটাল ও, পুল টেবিল থেকে কিউ বল তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল। ভারি মার্বেল বলটা সজোরে আছড়ে পড়ল শেডের পিঠে, 'অঁক' করে বিজাতীয় একটা শব্দ বেরিয়ে এল দাঙ্গাবাজের গলা চিরে, হুড়মুড়িয়ে সামনে এগোল কয়েক পা, কাঁশছে। ইতিমধ্যে আরেকটা বল তুলে নিয়েছে বব, ওটা ছুড়ে মারল হ্যালিডের উদ্দেশে। মারমুখী ভঙ্গিতে ছুটে আসছিল দ্বিতীয় গুণ্ডা, বলের বাড়ি খেয়ে ঘুরে গেল আধপাক, আর্নি ফ্রে-র সাথে ধাক্কা খেল। এরপর বব দেখল ফ্রে ছুরি বাগ

করেছে।

হাত বাড়িয়ে একটা পুল কিউ তুলে নিল ও। ছোট বৃত্তচাপের আকারে ঘুরিয়ে নিল জিনিসটাকে, লাঠির মত করে ব্যবহার করল। বাঁটের আঘাতে ধরাশায়ী হল আর্নি, ফলার বাড়ি খেয়ে আহত ঈগলের মত আর্তনাদ করে উঠল হ্যালিডে।

শেড এখনো কাশছে। পুল স্টিকটা হাতে করে ওর পাশ দিয়ে এগোল বব, বসে পড়ল চেয়ারে এসে। আমুদে গলায় বলল, 'নতুন তোয়ালে লাগাও।'

তোতলাতে লাগল জ্যারেট, 'আ···আমি···'

ওকে থামিয়ে বব বলল, 'ক্ষুরটা তাহলে আমাকেই দাও।'

রাশে সাবান ঘষতে শুরু করল ও, ডিকিনসন রাইডারদের লক্ষ করছে। সুস্থ হতে সময় নিচ্ছে ওরা। পুল হলের সরঞ্জামগুলো অস্ত্র হিসেবে চমৎকার, বব ভাবল। মনে পড়ল ওর ভাই ও'নীল কীভাবে স্যান্তা ফে-র এক স্যালুনে ষোলটা বল আর পুল কিউ-র বাঁট দিয়ে শায়েস্তা করেছিল দশজন দুর্বৃত্তকে।

মুখে ফেনা মাখিয়ে ক্ষৌরি শুরু করল ও। আয়নায় পুলরুমটা দেখতে পাচ্ছে। শেডই সোজা হল আগে, অপর দুজন টলছে টেবিল ধরে।

ওদের উদ্দেশে বব বলল, 'লজ্জা করে না তোমাদের রোববারের সকালটা এভাবে মাটি করতে?'

জবাবে অশাব্য খিস্তি করল ডিকিনসনের রাইডার তিনজন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বব, আক্রমণাত্মকভাবে ক্ষুরটা ধরে আছে। 'শোন, ছুরিঅলা, আমি তোমাকে আরো ধোলাই দিতে পারতাম। এবার ভাগ। ফের যদি লড়াই করার শখ হয়—পিস্তল নিয়ে এস।'

শেষের কথাটা চাবুক মারার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল ও। চমকে উঠল তিনদাঙ্গাবাজ, তাকাল ওর দিকে, দৃষ্টিতে নগ্ন বিদ্বেষ।

'যখন তা করব,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল শেড, 'তখন কবর খুঁড়তে হবে।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল বব, 'তবে আমার না, তোমাদের জন্যে।'

মুখ খুলেছিল শেড, কিন্তু ক্রস-আই ফ্রে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল। থেমে গেল ডিকিনসন ফোরম্যান, সজোরে ঢোক গিলল। টলতে টলতে তিনজনই বেরিয়ে গেল রাস্তায়, ফোর এসেস-এর দিকে এগোল। লোক তিনটে যখন দৃষ্টির আড়াল হল কেবল তখনই আবার দাড়িতে ক্ষুর ছোঁয়াল বব।

জ্যারেট নিচু গলায় বলল, বেনের এই একটাই ভুল, গুণ্ডাবদমাসদের চাকরি দেয়া। বন্দুকের কোন প্রয়োজন নেই ওর। তবু কেন যে সঙ্গে রাখে এদের?'

'তখন থেকে লোকটা সম্বন্ধে এভাবে সাফাই গাইছ তুমি যেন ও ফেরেশতা,' বব টিপ্পনী কাটল। 'উত্তরটা তুমি নিজে জান না কেন?'

'বার্ট ম্যানাস এ শহরের আইন। কোন গানম্যান আমাদের প্রয়োজন নেই।'

মুখ থেকে সাবানের ফেনা মুছল বব। আয়নায় তাকিয়ে ভাবল সে দেখতে খুব খারাপ না। অ্যাঞ্জেলের মত সুদর্শন বা ও'নীলের মত বেপরোয়া নয় সে। বড় ভাই ওরিনের সাথেই ওর চেহারা আর স্বভাবের মিল বেশি।

জিজ্ঞেস করল ও, 'ভাঙচুরের জন্যে কত দিতে হবে তোমাকে?'

'কিছু না,' জ্যারেট বলল। 'বরং জায়গাটা বাঁচিয়েছ বলে আমি কৃতজ্ঞ। ওরা সব শেষ করে দিত।'

শেলফের ওপর ক্ষুর আর মগের পাশে রূপোর একটা ডলার রাখল বব। 'ভুলে যাও। তখনকার ওই গোসলটা এক ডলারের চেয়ে দামি মনে হয়েছে আমার। ধন্যবাদ।'

'তোমাকেও ধন্যবাদ, মিস্টার ওসমান,' বলল নাপিত। 'আমি জানি ওই ছোকরাগুলোকে পিটিয়েছ বলে ডিকিনসন তোমার ওপর খুশি হবে যদিও জানি না, কাজটা কোন্ সাহসে করলে তুমি।'

'একটা কথা শুনবে?' মাথার একপাশে ওর টুপিখানা বসাল বব। 'ডিকিনসনের সাহায্য ছাড়াই আমি চলতে পারব। শান্তি বজায় রাখ, বন্ধু।'

সদর রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। ধীর পায়ে মানুষজন গির্জায় যাচ্ছে। অলসভাবে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল ও, সতেজ হাওয়া লাগছে গায়ে, লক্ষ রাখছে ডিকিনসন, লোনলি বা সুসান কার্টারের দেখা মেলে কিনা, যদিও ওর ধারণা গির্জায় মিস কার্টারের যাওয়া ভাল নজরে দেখবে না কেউ। হাঁটতে হাঁটতে ববের মনে হল এ শহরে থিতু হতে তার ভালই লাগবে, টেক্সাস বা অন্য কোথাও এমন সুন্দর-শান্ত পরিবেশ সে দেখেনি।

আরেকটু হলেই লোনলির সাথে ওর ধাক্কা লাগত। প্রসপেক্টরের সাথে এক যুবতী রয়েছে এখন। টুপি নামাল বব।

'বব ওসমান,' লোনলি বলল। 'আর এটি আমার নাতনি—অ্যান উইলিস।'

ছোট্ট নিখুঁত বনেটের নিচে মেয়েটির তামাটে চুল উঁকি দিচ্ছে। ওর চোখজোড়া আয়ত, এর রঙ আর গভীরতায় আমন্ত্রণ নেই কিন্তু প্রতিশ্রুতি আছে। আবহাওয়া উপযোগী লম্বা একটা ক্লোক গায়ে জড়িয়েছে। কাঁধ দুটো উঁচু, তনু ধারাল এবং একহারা। মেয়েটির মুখ চওড়া, স্ফুরিত অধর সুগঠিত।

'তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি আনন্দিত, মিস উইলিস।' বব দেখল সরাসরি মেয়েটির চোখে তাকাতে পারছে সে, প্রতিপক্ষ দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে না।

'মিস্টার ওসমান। শুনলাম তুমি এখানে থাকছ?'

'সম্ভবত।'

লোনলি বলল, 'ওকে আমি সবসময় গির্জার দরজা অবধি পৌঁছে দিই। কক্ষনো ভেতরে যাই না, পাছে ছাদ ভেঙে পড়ে সবাই মারা যায়।'

'আমি খুশি মনে পৌঁছে দিতে পারি,' বব বলল। 'পরের দুঃখ নিয়ে ভাবি না। আমার নিজেরই হাজার ঝামেলা।'

লোনলি যেন উবে গেল। বব হাঁটতে লাগল মেয়েটির সঙ্গে। বছর বাইশ হবে বয়স, ও ভাবল। এ দেশের বিচারে বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো ট্রেক্সাসের হলুদ গোলাপের মত সতেজ আর মোহনীয় আছে। গতরাতের বিষণ্ন-মুখ সেই মেয়েটির কথা ভাবল সে, পাশাপাশি দুজনকে কল্পনা করে মাথা নাড়ল ডাইনে-বাঁয়ে।

অ্যান বলল, 'একজন মহিলাকে এভাবে চার্চে পৌঁছে দিতে নিশ্চয়ই ভাল লাগছে না তোমার?'

'উল্টোটাই বরং সত্যি,' তড়িঘড়ি বলল বব। 'আমি আসলে অন্য কথা ভাবছিলাম।'

'তাই?' জবাবের জন্যে অপেক্ষা করছে অ্যান।

এ অবস্থায় যা করে ওসমানরা, স্মিত হাসল বব, বলল, 'আমি ভাবছিলাম হঠাৎ করেই আমার ভাগ্যটা কেমন ভাল হয়ে উঠেছে। কাল রাতে বাবাকে স্বপ্নে দেখেছি। আমাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। এখন দেখছি তিনিই ভুল। এই যে তোমার সাথে আমার দেখা হল, বাড়তি কোন ঝামেলা ছাড়াই।'

'কোন খরচ ছাড়া, এটাই বলতে চাইছ?'

'একেবারে বিনে পয়সায়। এ অনুভূতিটা অত্যন্ত আনন্দের,' বব বলল মেয়েটিকে।

উদারভাবে হাসল অ্যান, কিন্তু দৃষ্টিতে কোন ভাবান্তর ঘটল না। দূরে তাকিয়ে আছে ও। বব দেখল ফোর এসেস-এর পেছন থেকে বেরিয়ে আসছে বেন ডিকিনসন। ববের মনে হল এই দেখা হয়ে যাওয়াটা হয়ত অস্বস্তিকর হতে পারে, যেহেতু দোতলার মহিলার কথা সবাই জানে। কিন্তু ও অবাক হয়ে গেল যখন দেখল বেন ডিকিনসন দ্রুত পা ফেলে অ্যান উইলিসের পাশাপাশি হল।

অ্যান বলল, 'সুপ্রভাত, বেন।' হাসল মেয়েটি, শীতের সুন্দর কোন রোববারের সকালে পুরোন বন্ধুকে দেখে কোন মানুষ যেভাবে হাসবে।

'অ্যান, মাই ডিয়ার।' মেয়েটির বাহু নিজের হাতের ভেতর টেনে নিল ডিকিনসন, চোখ ববের দিকে। 'আমাদের নতুন প্রতিবেশীর সাথে এরইমধ্যে তোমার পরিচয় হয়েছে দেখছি।'

'হয়েছে। দাদু, জানই তো।'

দিলদরিয়া মেজাজে হাসল বেন। 'হ্যাঁ, জানি।'

দুজনকেই অতি-উৎসাহী দেখাচ্ছে কিন্তু বব এর অন্তর্নিহিত অর্থ ধরতে পারল না। ও বলল, 'দুঃখিত, মাত্র মনে পড়ল একজনের সাথে দেখা করতে হবে আমার।'

টুপি খুলে ওদেরকে নড করল ও, দুটো বাড়ির মধ্যবর্তী গলিপথে ঢুকে পড়ল তাড়াতাড়ি। সবে ঠোঁট থেকে ছোট একটা বোতল নামিয়েছে মন্টি ক্যারুথার্স এই সময়ে ব্রিটনের নাগাল পেল বব।

'খারাপ দৃশ্য···না?' মুখ আটকে ফ্লাস্কটা ক্যারুথার্স রেখে দিল পকেটে। 'ভেবেছিলাম ছেড়ে দেব। কিন্তু আজ বোধহয় সম্ভব হচ্ছে না।'

অর্থপূর্ণ গলায় বব বলল, 'এর সাথে অ্যান উইলিস আর বেন ডিকিনসনের কি কোন যোগ আছে?'

প্রচুর সময় নিয়ে ওকে জরিপ করল মন্টি। তারপর বলল, 'লোনলির অনুমানই বোধহয় ঠিক।'

'ডিকিনসন সিটিতে মানুষ আর ঘটনা ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়,' বব বলল। 'গির্জায় যাবার ব্যাপারে আমিও মত বদলেছি। এখন সোজা জেনকিন্সদের বাড়ি যাব।'

'আমি সম্ভবত যেতে পারছি না, মন্টি বলল। 'দুপুরের আগেই বোতলটা খালি করতে হবে।'

'এ নিয়ে পরে আলাপ করব আমরা। তোমার মত লোক আধপাঁইট খেয়ে মাতাল হয়ে যাবে এ আমি বিশ্বাস করি না। যাই হোক, সৌজন্য বলেও তো একটা কথা আছে, নাকি। আমাকে এক চুমুক দেবে না?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বোতলটা বার করল ক্যারুথার্স। একঢোকে অনেকটা সাবাড় করল বব, চোখের কোণে লক্ষ করছে বন্ধুকে। মন্টি যখন মুখ বিকৃত করল, প্রায় খালি হয়ে আসা ফ্লাস্কটা ফেরত দিল ও।

'আমরা বাগি ভাড়া করতে পারি,' বব বলল, 'ঘোড়ায় চড়তে যদি তোমার আপত্তি না থাকে।'

'বাগি,' তাড়াতাড়ি বলল মন্টি। 'বেন কিন্তু পছন্দ করবে না ব্যাপারটা।'

'তোমার ওপর রাগ কেন ওর?'

'বহু কারণ আছে। তোমার কোন অসুবিধে?'

'বারবার একই কথা বলতে হচ্ছে,' অভিযোগ করল বব। 'কতবার বলব আমি নিজের পায়ে চলি?'

'চলতে পার। কিন্তু কথাটা যখন বেন ডিকিনসনকে জানাতে বাধ্য করা হবে তোমাকে তখন?'

অহেতুক তর্কে জড়িয়ে পড়ার অর্থ হয় না, তাই বব নীরবে লিভারি স্ট্যাবলের দিকে এগোল।

চার

খাড়া, সংকীর্ণ পাহাড়ী পথে বাগি চালিয়ে যাচ্ছে বব আর মন্টি। ওদের গন্তব্য জেনকিন্সের বাড়ি, সমতল একটা মালভূমিতে অবস্থিত ওটা। এক জোড়া তাগড়া হ্যামারহেড বাকস্কিন টানছে বাগি। মাঝারি কদমে ছুটছে ঘোড়া দুটো, এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ির চাকাগুলো প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

অবশিষ্ট উইস্কিটুকু শেষ করে মরা একটা ঝোপের ভেতর বোতলটা নিক্ষেপ করল মন্টি। বব বলল ওকে, 'ওদিকে কাক দেখতে পাচ্ছি একটা।' ঝরনার খলখল শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও, ভাসমান বরফের চাঁইয়ে চুমু খেয়ে তীব্র গতিতে ছুটছে পাহাড়ি স্রোত। 'পানিটা ভালই মনে হচ্ছে।'

'বেন ডিকিনসনের জমির মধ্য দিয়ে এসেছে,' মন্তব্য করল মন্টি। 'ও ইচ্ছে করলে যে-কোন সময়ে বাঁধ তুলে বন্ধ করে দিতে পারে ওটা।'

'সম্ভব, যদি ওর লোকেরা বাঁধ আগলে রাখতে পারে।'

'সে ক্ষমতা ওদের আছে।'

চড়াইয়ের মাথায় উঠল জোড়া বাকস্কিন, ডানে মোড় নিল। জেনকিন্সের বাড়ি চোখে পড়ল ওদের। রাশ টানল বব, পেছনে ঢালের

নিচে তাকাল, তারপর পালা করে ঝরনা আর শ–খানেক গজ দূরে দাঁড়ান দালানকোঠাগুলো জরিপ করল। 'এ জায়গাটাও রক্ষা করা সম্ভব, যদি কখনো সে প্রয়োজন দেখা দেয়।'

মন্টি বলল, 'জেনকিন্সও তাই ভেবেছিল।'

এগোয় ওরা। সামনের বিল্ডিংটা কাঠের, ভারি মজবুত গাছের গুঁড়ি কেটে বানান। বার্নটা অপরিসর, কোরালের খুঁটিগুলো পড়ে আছে যত্রতত্র। গোটা দৃশ্যপট কেমন যেন বেখাপ্পা, খুঁটিনাটি প্রতিটি জিনিস সন্দেহ জাগায় মনে। ছাতে অসংখ্য ফুটো, তবে ঝড়বাদলের সৃষ্টি নয়। জানালার কাঠামগুলো কালো হয়ে আছে কয়লার মত, শূন্য কোঠরে তাকিয়ে আছে ড্যাবড্যাব করে।

মন্টি অস্ফুট স্বরে বলল, 'অমঙ্গলের ছবি।'

'কদ্দিন হল খালি পড়ে আছে এভাবে?'

'শরৎকালীন রাউণ্ড–আপের পর থেকে।'

'খুব বেশিদিন নয় তাহলে।'

'ঠিক। কেন, দেখে অনেক দিন মনে হয় বুঝি? কারণ আছে, বাছা। সময়ে সবই জানবে।'

উঠনে কুয়ো রয়েছে। বব তাকাল ভেতরে, পরিষ্কার মনে হল। কম্বল দিয়ে ঘোড়াগুলোর গা ঢেকে দিল ওরা, তারপর পিকেট করে বাড়ির পেছনের অংশে গেল।

মন্টি বলল, 'বার্নটা মেরামত করতে হবে। দুজনের কাজ না, লোক লাগবে আরো। অবশ্য তাই বলে খুব পরিশ্রমেরও নয়। আমরা কি রান্নাঘর হয়ে ভেতরে ঢুকব?'

খর্বাকৃতি ব্রিটনের পিছু নিল বব। জায়গাটা সম্বন্ধে কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে। দরজার কবজাগুলো ভাঙা, ওগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সে। চৌকাঠের গোল গোল গর্তে আঙুল ঢোকাল।

'রাইফেলের বুলেট,' বলল।

'তুমি অন্যকিছু আশা করেছিলে? জেনকিন্স বেয়াড়া টাইপের লোক ছিল। সাহসীও।'

'ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে?'

'বুট হিলে কবর দিয়েছে, শহরের পুবে।'

'বুঝেছি,' বব বলল। রান্নাঘরে ঢুকল ও। সিংকটা খটখট করছে শুকিয়ে, স্টোভের পাইপগুলো ভাঙাচোরা, একটা চেয়ার উলটে পড়ে আছে। ছাতে বড়সড় একটা গর্ত, বরফ জমাট বেঁধেছে চারপাশে। দেয়ালে মরচে পড়া বাসন ঝুলছে গোটা তিনেক। টেবিলটা পাথরের, বুলেটের ঘায়ে কয়েক জায়গায় চটা উঠে গেছে। 'রীতিমত একটা যুদ্ধ হয়েছিল মনে হচ্ছে।'

ভেতরের কামরার আসবাবগুলোর দশাও শোচনীয়। খাটটা কয়লা হয়ে গেছে পুড়ে। চেস্ট অভ ড্রয়ারস, কাপড়ে ক্যাবিনেট সর্বত্র বুলেটের গর্ত। টান মেরে একটা ড্রয়ার খুলে ফেলল বব, ছোট্ট একখানা নোটবুক মেঝের ওপর পড়ল।

প্রয়াত জেনকিন্সের হিসেব খাতা ওটা। সকৌতূহলে পাতা ওলটাল বব। বৃষ্টির পানিতে বেশির ভাগ লেখাই ঝাপসা, তবে শেষ এন্ট্রিটা স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। 'বেন ডিকিনসনকে পুরো দুহাজারই শোধ করলাম। জাহান্নামে যাক হারামজাদার আত্মা।'

লেখাটা দেখে মন্টি বলল, 'ব্যাংক থেকে যথারীতি ঋণ নিয়েছিল জেনকিন্স। ওর দোষ ছিল একটাই, নিজেকে স্বাধীন ভাবত। নির্বিচারে পরের গরু চুরি করত। মন্ট্যানার দুই লোককে কর্মচারি রেখেছিল, কঠিন ছিল ওরা, তবে লড়াই শুরু হবার পর পালিয়ে যায়।'

বাড়ির পরিবেশ হঠাৎ করে গুমট ঠেকল। বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। বার্নের পেছনে আকাশছোঁয়া দুরারোহ ক্লিফ, উত্তরদিক থেকে রক্ষা করছে

জায়গাটাকে। ওই পাহাড়-প্রাচীর থাকায় স্বস্তি বোধ করল বব। ওটা তার আরু রক্ষা করবে।

ক্রীক লাগোয়া উপত্যকায় ঘাস আছে প্রচুর। এরপর আগাছায়ভরা মেসা, বহুদূর অবধি প্রসারিত। পরিশ্রম করলে এখানে একজন লোকের ভাগ্য ফেরান সম্ভব। উত্তর আর পশ্চিমে আকাশের পটভূমিতে পরিষ্কার চোখে পড়ে পাহাড়ি রেঞ্জ, এখন অমলধবল বরফের চাদরে আবৃত।

'এখানকার অবস্থা তোমাকে বুঝতে হবে আগে,' মন্টি বলল 'জান, তোমার সম্পর্কে লোনলি খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে।'

'লোনলি মানুষটাই আসলে ভাল।'

'হ্যাঁ। ওর ছেলে পত্তন করেছিল এ শহরের। নাম রেখেছিল হোপ সিটি। মজার নাম, তাই না?'

'হোপ সিটি? কেমন মানুষ ছিল সে?'

'ভাবুক ধরনের। ডেনভারে ওর স্ত্রী মারা যাবার পর আসে এখানে। লোনলি তখন মরুভূমিতে, সোনা খুঁজছে। তারপর অ্যানকে রেখে হ্যারি যখন মারা গেল, ও এসে হাল ধরল পরিবারের।'

'এবারও বেন ডিকিনসন?'

'ডিকিনসনের আসলে কিছু করতে হয়নি। হ্যারির বাস্তববুদ্ধির অভাব ছিল। ওর মত মানুষ বসবাসের উপযোগী এখনো হয়নি সীমান্ত।'

'ডিকিনসন তাহলে এসেই দখল করে নিয়েছে সব?'

'লোনলি বলে, কারো যদি বিবেকের বালাই না থাকে এবং লোকটা যথেষ্ট সাহসী হয়, মৃতপ্রায় একটা শহরকে সে সহজেই কবজা করে ফেলতে পারে। মাইনিং ব্যবসা তখন ভেঙে গেছে। ডিকিনসন গরু আনল। ফলে ডিকিনসনই হল ত্রাতা।'

বার্নে গেল বব, বিধ্বস্ত ব্যাংকহাউসের ভেতর নজর বোলাল। উঠনে ফিরে এল ও, চেয়ে রইল ক্রীকের দিকে।

মন্টি বলল, 'কথায় বলে সাবধানীর মার নেই জেনকিন্স বোকা ছিল।'

'ডিকিনসনের লোকেরা খুন করেছে?'

'চেনা যায়নি, রাতে হামলা হয়েছিল। ম্যানাস কোন সূত্র খুঁজে পায়নি। শেরিফ বুদ্ধিমানের মত ডিকিনসন সিটি থেকে দূরে থেকেছে। নির্বাচনের নামে যা হয় তা আসলে প্রহসন।'

'পরবর্তী নির্বাচন কবে?'

'বসন্তকালে, পনের মে।'

'তোমার অভিমত, ডিকিনসনের প্রস্তাবে রাজি না হওয়াই আমার উচিত হবে?'

'মানুষ কোন পথ গ্রহণ করবে তা কি কেউ বলে দিতে পারে? শহরে র‍্যামসে বুচানন আর মেক্সিক্যান যুবক পেদ্রো আর্মান্দেজ আছে হয়ত আরো অনেকেই ক্ষমতার বিরুদ্ধে কিন্তু ভয়ে মুখ খোলে না। আছে লোনলি উইলিস।'

'এবং তুমি?'

'আমি মাতাল।' মন্টির গোলাপি দুই গাল কালচে লাল হয়ে গেল। 'আমার ওপর ভরসা কোর না, মেরামতির কাজ ছাড়া।'

'বেন ডিকিনসন আর অ্যান উইলিসের মধ্যে সম্পর্কটা কী?'

উদাস হয়ে যায় মন্টির দৃষ্টি। 'অ্যান ওর বাবার ধাত পেয়েছে। ও বিশ্বাস করে সবার মধ্যেই ভালমানুষ আছে।'

একটুক্ষণ ভাবল বব। তারপর বলল, 'শোন, আমার মত হচ্ছে ভিক্ষুকের কোন পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে না। হয়ত অ্যান উইলিসই ঠিক, উদ্যোগী না হলে আমরা তা কখনো জানতে পারব না। তোমার যদি সাহস থাকে সাহায্য করার, নিজের মত করে চলার সাহস আমি দেখাব।'

হাত বাড়িয়ে দিল ও। মন্টি পরাজিতের ভঙ্গিতে গ্রহণ করল সেটা, কিন্তু টানটান হয়ে গেছে ওর ন্যুব্জ কাঁধ দুটো, চোখ উজ্জ্বল।

'বেশ,' বলল ব্রিটন।

বাগিতে ফিরে গেল ওরা। জোড়া বাকস্কিনের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল বব, গভীর চিন্তায় মগ্ন। মন্টিও আনমনে ভাবছে কিছু।

নীরব ব্রিটনকে পাশে বসিয়ে ডিকিনসন সিটিতে প্রত্যাবর্তন করল বব, র‍্যামসে বুচাননের আস্তাবলে ঘোড়া তুলে রেখে ফোর এসেস স্যালুনের দিকে এগোল। বেলা পড়ে এসেছে ইতিমধ্যে। দরজার বাইরে মন্টি দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমি লোনলির বাসায় যাব। আলাপ আছে।'

'গলা ভেজাবে না?'

'আশ্চর্য, জান। ওই জায়গাটা দেখে, ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে আমার পিপাসা মরে গেছে।' পরক্ষণে তড়িঘড়ি যোগ করল মন্টি, 'আজ রাতের মত, কালকের কথা জানি না।'

'ঠিক আছে,' বব বলল। 'কাল ডিকিনসনের সাথে কাজ সেরে তোমাকে আমি তুলে নেব। একটা ফর্দ রেডি রেখ, আচ্ছা?'

'পেদ্রো সাহায্য করবে,' মন্টি বলল। 'উপযুক্ত লোক দেবে। নগদ টাকার টানাটানি আছে ওদের। রাজি?'

'স্বচ্ছন্দে।' স্যালুনে প্রবেশ করল বব। কোণের টেবিলে সুসান কার্টার বসে। সায়মন জ্যারেট বারে, টেকো স্যালুন মালিকের সাথে গল্প করছে। জুয়া খেলা থামিয়ে চারজন খদ্দের তাকাল ওর পানে, পরক্ষণে চোখ সরিয়ে নিল দ্রুত যেন নিজের চরকায় তেল দিতেই ওরা বেশি আগ্রহী।

বব গটগট করে সুসানের টেবিলে গিয়ে বসে পড়ল। মেয়েটি ঝট

করে তাকাল ওর দিকে, হাসি নেই মুখে কিন্তু দৃষ্টি অচঞ্চল।

'গুড ইভনিং, মিস কার্টার,' বব বলল। 'তোমাকে এক গ্লাস ওয়াইন খাওয়াতে পারি?'

'আমি অন্যের পয়সায় খাই না,' জবাব দিল মেয়েটি। 'তুমিই খাও তোমারটা।'

হাত তুলল বব। তক্ষুনি হাজির হল বারটেণ্ডার, অভিব্যক্তিহীন চেহারা। 'এই মহিলার জন্যে ওয়াইন আর আমাকে উইস্কি। স্পেশ্যাল উইস্কি।'

সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশিত হল পানীয়। ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ল শ্যামাঙ্গিনী, সুগঠিত একটা কাঁধ উঁচু-নিচু করল।

'টেক্সানরা,' বলল সে, 'সবসময় ঝামেলা পছন্দ করে।'

'হতে পারে,' বব হাসল। 'তুমি বেন ডিকিনসনকে আশা করছ?'

'আশা? কথাটা যথার্থ হল না। সে আসবে।'

'তাহলে আমি অপেক্ষা করব।'

'দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে। উইলিসদের বাসা হয়ে ও ক্যান্টিনায় গেছে।'

এ শহরে মনে হচ্ছে সবাই সবার হাঁড়ির খবর রাখে,' বলল বব। 'এই একটা কারণেই শহরে থাকা আমার পছন্দ না।'

'বেন ডিকনসন যখন কিছু করে, সবাই তা দেখতে পায়।'

'এবং তারা তোমার কানে তোলে সেটা।'

'না।'

'অ।' মেয়েটির কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা আর হতাশার সুর ববের কান এড়াল না। ও দেখল মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল সুসান কার্টারের ইণ্ডিয়ান চোখ, তারপর নিভে গেল আবার। ওয়াইন গ্লাস উঁচু করল মেয়েটি। বব বলল, 'ডিকিনসনের সঙ্গে আমি একটা চুক্তি করতে যাচ্ছি।'

'আমি জানি।'

'আমাকে তোমার কিছু জানাবার আছে?' সরাসরি ওর কালো চোখের তারায় তাকাল বব।

প্রথমে ওর মনে হল সুসান রেগে গেছে, তারপর প্রায় ফিসফিসিয়ে মেয়েটি বলল, 'তোমার কাপড় সামলে রেখ, বাছা, বেন ওগুলোও খুলে নিতে পারে।'

জোরে হেসে উঠল বব, ভেতরে ভেতরে অবাক হয়েছে। 'আমারও তাই ধারণা।'

'নিছক ধারণায় পার পাবে না তুমি।' সুসানার দৃষ্টি নড়ে গেল, বব দেখল শিশিরের শব্দের মত কখন যেন হাজির হয়েছে বেন ডিকিনসন। চেয়ারে ঘুরে বসলো বব। তিন রাইডার—শেড হ্যালিডে আর ফ্রে—ডিকিনসনের পেছনে এসে থামল। সে নিরস্ত্র এটা বোঝাতে কোটের ঝুল একপাশে সরিয়ে দিল বব, চেয়ার থেকে উঠে পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

ডিকিনসন বলল, 'না, বব। আমার কথা শোন আগে।' ইশারা করল সে। শেডের নেতৃত্বে এগিয়ে এল অপর দুই রাইডার। প্রথমে ভীতসন্ত্রস্ত জ্যারেটের সাথে কথা বলল ওরা।

'আমরা দুঃখিত, সিম, সত্যি দুঃখিত। যা কিছু ক্ষতি হয়েছে তার দাম আমরা মিটিয়ে দেব।' এরপর ববের মুখোমুখি হল ওরা। শেড বলল তোতাপাখির ভঙ্গিতে, 'গতরাতে বোধহয় একটু বেশি টেনে ফেলেছিলাম। আমাদের কোন খারাপ মতলব ছিল না।'

'ঠিক আছে, ভুলে যাও,' বলল বব।

'হ্যাঁ···সেটাই ভাল।' অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে উঠল শেড, তারপর ঘুরে সদলে বেরিয়ে গেল স্যালুন থেকে।

বারটেণ্ডারের উদ্দেশে বিয়রস্কিনের ভারি কোটখানা ছুড়ে দিল ডিকিনসন, বসল টেবিলে এসে। 'শুনলাম তুমি জেনকিন্সের জায়গাটা

দেখতে গিয়েছিলে। তা, কেমন মনে হল?'

'কাজ চালিয়ে নেয়া যাবে।'

'চমৎকার র‍্যাঞ্চ হবে ওখানে।'

হবে,' একমত হল বব। 'বুলেটের গর্তগুলো বুজিয়ে ফেলার পরপরই আমরা উঠে যাব ওখানে।'

'আমরা? কে—বিটন?'

'ওকে নিয়েছি মেরামতের কাজের জন্যে।'

ও তো একটা মাতাল।'

তোমার বন্ধু লোনলি উইলিসও সেকথা বলেছে। তবে ও বলল মন্টি একটা সুযোগ চায়।'

'ওকে সুযোগ দেয়ার অর্থ অপাত্রে দান করা। আমিই প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা তোমাকে দিতে পারি।'

'ঋণ দিচ্ছ বলেই, বেন, নিশ্চয় আমার কর্মচারিও ঠিক করে দিতে চাইছ না তুমি? খোঁচা মারল বব। 'ব্যাপারটা কি ব্যক্তিগত?'

'মানে?'

'ব্যাংক জনগণের প্রতিষ্ঠান, বাবা বলতেন। ঋণের বদলে আমার র‍্যাঞ্চ, গরু বাছুর সব তুমি বন্ধক রাখছ। এরপরও যদি লোকসান মনে হয়, টাকা দিচ্ছ কেন?'

'তুমি ভাল করেই জান লোকসানের ঝুঁকি আছে,' ডিকিনসন বলল রাগতভাবে। 'আমি ধার দিচ্ছি মূলত তোমাকে দেখে।'

বিশালদেহীর দিকে ঝুঁকে মৃদু স্বরে বব জিজ্ঞেস করল 'আর জেনকিন্স? ওকে কী শর্তে দিয়েছিলে?'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিল ডিকিনসন, চোখ অন্যত্র। জেনকিন্স শত্রু বাড়াতে পছন্দ করত।'

'কিন্তু তাদের সংখ্যা বেড়ে যাবার আগেই তোমার পাওনা সে

মিটিয়ে দিয়েছিল

'হ্যাঁ। তা দিয়েছিল।'

'তোমার ধারণা টাকা বানাবার চেষ্টায় সে যেখানে-সেখানে ফাঁস ছুড়ত?'

'আমার ধারণা, ও আমাকেই আমার বেশকিছু গরু গছিয়েছে

'অথচ তুমি বা তোমার ওই পাওারা ওকে ধরতে পারোনি?'

তিরিক্ষে মেজাজে বেন ডিকিনসন বলল, জেনকিন্স ছিল চালু লোক। অবিশ্বস্ত, মিথ্যুক; কিন্তু চালাক।'

'বেশি চালাক?'

'যারাই খুন করে থাকুক ওকে তারা নিশ্চয় এটাই ভেবেছিল।'

'যারাই খুন করেছে ওকে তারা রাতের অন্ধকারে ওই পাহাড়ের মাথায় উঠেছিল, আর নয়ত ওই লোকদের সে চিনত এবং তাদেরকে ওখানে ওঠার অনুমতি দিয়েছিল, নিজের মত ব্যক্ত করল বব। 'ব্যাপারটা যে গোলমেলে তাতে কোন সন্দেহ নেই একজন চালাক লোকের এভাবে মৃত্যু হবার কথা নয়। আমার ধারণা, শত্রুকেই সে বন্ধু বলে বিশ্বাস করেছিল।'

'গরুচোরেরা কারো বন্ধু হয় না।'

'বুঝেছি। তোমার বিশ্বাস, রাসলারদের সাথে আঁতাত ছিল ওর এবং তারা বেঈমানি করেছে।

'এমনও হতে পারে বেঈমানিটা জেনকিন্সই করেছিল এবং তার মাশুল সে দিয়েছে।'

'থাক এসব কথা, বব বলল। 'আমি চোর নই। প্রথমে এটা বুঝতে হবে তোমাদের। আমি গরু কিনে তাদের বংশবৃদ্ধি করতে চাই।এজন্যে যাকে দিয়ে কাজ হবে ভাবব তাকেই আমি রাখব। এবং তারা এও লক্ষ রাখবে, অন্য কারো মাথায় যেন রাসলিংয়ের দুর্বুদ্ধি না চাপে। আর শেষ

কথা, আমি কারো ব্যাপারে নাক গলাব না এবং চাইব অন্যরাও যেন আমার ক্ষেত্রে না গলায়। তোমার কোন আপত্তি, বেন?'

'এতে আপত্তির কী আছে? এ শহরে এটাই দস্তুর।' চিরাচরিত পরিহাস-তারল্য ফিরে এসেছে আবার, হাসি দুকান ছুঁয়েছে।

তাহলে আমার লোকদের নিয়ে আর কোন কথা নয়।'

'অবশ্যই না। আমি তোমাকে স্রেফ সাবধান করে দিতে চাইছিলাম।'

'সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ,' ববের কণ্ঠে আন্তরিকতা।

'কাল সকাল দশটায় ব্যাংকে সব তৈরি থাকবে তোমার জন্যে।'

'চমৎকার,' বলে উইস্কির গ্লাসটা খালি করল বব। 'সকালেই দেখা হবে তাহলে।' শ্যামাঙ্গিনীর উদ্দেশে মাথা ঝোঁকাল ও, সাড়া দিল মেয়েটি, তারপর ওয়াইন গ্লাসটা আবার ঠোঁটে তুলল। বব উঠে হোটেলের দিকে পা বাড়াল।

ডেস্ক থেকে কাগজ পেন্সিল আর এনভেলাপ সংগ্রহ করল ও। দোতলায়, নিজের ঘরে গিয়ে জামাকাপড় বদলে চিঠি লিখতে বসল ও'নীলের কাছে।

পাঁচ

কৃশ গড়নের লোক পেদ্রো আর্মান্দেজ। বাঁ গালে চোখের নিচ থেকে হনু অবধি কোনাকুনি ক্ষত আছে একটা, ছুরি দিয়ে ঘাই মেরেছিল কেউ। মুখখানা লম্বাটে। মন্টি বা ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধুর সাথে কথা বলার সময়ে চোস্ত উচ্চারণে ইংরেজি বলে লোকটা।

পেদ্রো জানাল মানুয়েলিতো আর দিয়েগো নামে দুজনকে পাঠাবে সে, কাঠ কাটা আর পেরেক ঠোকার কাজে সাহায্য করবে। ওদের সঙ্গে আর একজন যাবে, নাম হোসে, ষাঁড়ের মত শক্তি গায়ে, সে খুঁটি পোঁতা আর বেড়া বাঁধার দায়িত্ব পালন করবে।

একথায় মন্টি বলল, 'ধন্যবাদ। খোদা তোমার মঙ্গল করুন।'

প্রশংসা শুনে কৃতার্থ হয়ে গেল পেদ্রো, বলল, 'আসলে আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে হয়ত একদিন মুক্তি লাভ করতে পারবে আমাদের সন্তানেরা।'

বব বলল, 'তবু আমার কিন্তু মনে হয়, আমি যেখান থেকে আসছি সেখানকার লোকেদের চেয়ে তোমরা সুখে আছ।'

'না,' দৃঢ় স্বরে বলল পেদ্রো আর্মান্দেজ। 'বেন ডিকিনসন আর র‍্যাগ শেডের মত লোকেরা যদ্দিন আছে এখানে ততদিন আমরা শান্তিতে থাকতে পারব না।'

'ইলেকশন হয় না? তোমরা সবাই এখানকার নাগরিক।'

'ভোট নেই,' পেদ্রো জবাব দিল। 'আমরা তো সে চেষ্টাই করছি—নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার।'

মন্টি ব্যাখ্যা করল, 'মেক্সিক্যান-আমেরিকানদের ওরা ভয় দেখিয়ে দূরে রাখে। পেদ্রো এবং ওর মত আরো কজন ভোট দেয়, কিন্তু বেশির ভাগই ভয়ে আসে না।'

'আচ্ছা।' ধীরে ধীরে বব জানতে পেল কীভাবে শহরটা চালায় বেন ডিকিনসন। এতে ওর কিছু যায় আসে না, নিজেকে শাসাল বব কিন্তু পরক্ষণে সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী আর অন্তরাত্মা প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হতে চাইছে। পেদ্রো আর ওর সুন্দরী যুবতী স্ত্রী কনসুয়েলার সাথে ওদের ক্যান্টিনায় বসে টেকুইলা পান করছে বব। ভাবছে এরা সবাই আপাদমস্তক ভদ্রলোক। লোনলি আর মন্টি অনুরোধ করতেই বিনা দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ও বলল, 'সময়ে সবই বদলায়। এখানে গুছিয়ে বসতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে আমার। কমপক্ষে একবছর, উর্ধ্বে তিন।'

'আমরা অপেক্ষা করতে পারব,' বলল পেদ্রো।

'এরপরও কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না আমি,' অপরাধীর সুরে বলল বব। 'শহর থেকে দূরে থাকব, ফলে কিছুই জানতে পাব না।'

'কেউই তা পায় না, বেন ডিকিনসন ছাড়া। আমরা অনুমান করে নিই,' বলল মন্টি ক্যারুথার্স। 'আমরা এই আশায় থাকব, তুমি একদিন ডিকিসনকে মোকাবেলা করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে।'

'তবু আমি যে ডিকিনসনের বিরুদ্ধে যাবই, এমন কথা দিতে পারছি না। এত সুন্দর শহরে এর আগে কখনো আমি থাকিনি। শহরটা ওরই গড়া, সবাই বলছে।'

'না, সিনর। এ শহর গড়েছে হ্যারি উইলিস,' প্রতিবাদ করল পেদ্রো। 'আর বেন ডিকিনসন তা ছিনিয়ে নিয়েছে।'

কথাটা হয়ত সত্যি, ক্লান্তভাবে ভাবল বব। সারাদিন আজ ওর অমানুষিক ধকল গেছে। ব্যাংকের টাকায় ওয়াগন আর ওটা টানতে ঘোড়া ভাড়া করেছে কয়েকটা, তারপর ঘুরে ঘুরে বাড়ি মেরামতির সাজসরঞ্জাম আর ঘর-সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনেছে।

আর্মান্দেজকে আরেক দফা ধন্যবাদ জানাল বব, বাইরে এসে ওয়াগনে চাপল। ব্যাংকে এল সে, সই করে কয়েকটা ভাউচার কেরানির কাছে জমা দিল। কেরানির নাম র‍্যাণ্ডলফ হোল্ট, বছর আঠার বয়স, শিশুসুলভ নিষ্পাপ চেহারা, চোখ দুটো গাঢ় নীল।

'আমি খাতায় সব লিখে রাখব, মিস্টার ওসমান, বলল সে। জেনকিন্সের বাড়িতে আবার কেউ থাকবে জেনে আমার ভাল লাগছে। চমৎকার জায়গা, বিশ্বাস কর।'

'তুমি চেন?'

'জেনকিন্সের আগে ওটা আমার বাবার ছিল,' হোল্ট বলল। 'উনি মারা যাবার পর মা বেচে দিয়েছিলেন, তারপর সেই টাকায় আমাকে স্কুলে পাঠান। মা চান না আমি র‍্যাঞ্চার হই।'

'আচ্ছা। তা এ কাজ তোমার কেমন লাগে···ভাল?' হোল্টের লিকলিকে শরীর আর সরু কাঁধজোড়া জরিপ করে বব।

লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল হোল্ট। '···হ্যাঁ।'

বব বুঝল মিসেস হোল্ট ছেলেকে র‍্যাঞ্চ করতে না দিয়ে ঠিকই করেছেন। এরকম সরল ছেলে বেন ডিকিনসনের সাথে কূটবুদ্ধিতে এঁটে উঠতে পারত না। 'সময় পেলে এস আমার বাসায়,' হোল্টকে আমন্ত্রণ জানাল ও।

উইলিসের বাড়িতে মন্টির সঙ্গে মিলিত হবার কথা ওর। সাদা কাঠামর বাড়িটা অনায়াসে খুঁজে পেল বব। নক করতে অ্যান উইলিস খুলল

দরজা, হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাল।

'একেবারে চায়ের সময়ে এসে পড়েছ।'

'একটু উইস্কি মিশিয়ে দিলে আরো ভাল হয়,' বব বলল। 'হাউডি, মিস্টার উইলিস।'

একটা ইজি চেয়ারে বসে আছে লোনলি, নাকের ডগায় চশমা বসান, হাতে একটা সাময়িকী। বদ্ধ জায়গায় মানুষটা কেমন যেন বেমানান।

'বস,' বলল বৃদ্ধ। 'শুনলাম কাল ঝামেলায় পড়েছিলে।'

'তেমন কিছু না,' বলল বব। অ্যানকে লক্ষ করছে ও। ছাইরঙা স্কার্ট পরেছে মেয়েটি, চলাফেরায় এক অনুপম ছন্দ আছে। চায়ে উইস্কি মেশানর সময় ঈষৎ স্ফুরিত হল ওর ভেজা ঠোঁট দুটো।

বিধাতার লীলা বোঝা ভার, বব ভাবে, সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দুই মহিলার বাস এই ডিকিনসন সিটিতে। পরক্ষণে লোনলি কী ভাবছে আঁচ করে ও বলল, 'তবে একটা ব্যাপারে আমার খটকা লেগেছে। বেন ওর লোকদের বাধ্য করেছে ক্ষমা চাইতে। ওদের চরিত্রের সাথে আমি ঠিক মেলাতে পারছি না এটা।'

'ওরা ক্ষমা চাওয়ার পাত্র না এটা ভেবে থাকলে ভুল করেছ। বেন ওদের ভেঙে ফেলেছে। একটা জিনিস ও জানে, মন থেকে বলার দরকার নেই, শুধু মুখে ক্ষমা চাইলেই বহু অপরাধ ঢাকা যায়।'

'তবু···ওই লোক তিনজন গানফাইটার। এ ধরনের লোকেরা নীচ হয়।'

'বিষাক্ত হয়। কিন্তু ওই যে বললাম, বেন ওদের পোষ মানিয়ে ফেলেছে। কিছু বুঝলে এ থেকে?'

'বেন ক্ষমতাবান লোক,' বলল বব। 'আমি খেয়াল করেছি মিস অ্যানের সাথে ওর বেশ মধুর সম্পর্ক।'

'আজ দুবছর হল অ্যানকে প্রেমনিবেদন করছে ও। বেন এখন মেয়র নির্বাচনে দাঁড়াতে চাইছে। ও বুঝতে পারছে টাকাই সব না, জাতে

উঠতে হলে আভিজাত্যেরও প্রয়োজন।'

দুহাঁটু জড় করে বসল অ্যান, স্মিত মুখ। 'এই শহরের প্রতিটি উন্নতি হয়েছে ওর কল্যাণে। যদ্দিন সে এর উন্নতির কথা ভাবছে ততদিন তাকে পুরোপুরি খারাপ লোক বলা যাবে না।'

'অ্যান এ শহরকে ওর আত্মার অংশ মনে করে,' লোনলি ব্যাখ্যা করল। 'রক্তের টান বলতে পার। ও হ্যাঁ, জ্যারেট তোমার সম্পর্কে অনেক গালগল্প করছিল···কালকের ব্যাপারে। মনে হয় তোমাকে ওর পছন্দ হয়েছে।'

ভেবেচিন্তে শব্দ বাছল বব। 'একটা কথা না বলে পারছি না,' বলল, 'আমি কিন্তু ডিকিনসনের বিপক্ষে না। আবার ওর মোসাহেবও নই। ওর ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়েছি, আমাদের সম্পর্ক মহাজন আর খাতকের—ব্যস।'

'দেখলে তো?' দাদুর উদ্দেশে বলল অ্যান, 'সব সময় হিসেব করে চলতে হয়।'

'আমি বাপু অতশত বুঝি না,' জবাব দিল প্রসপেক্টর। 'আমি এটুকু জানি, আবহাওয়া ভাল হলেই পথে নামব আবার। বসন্তকালে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানর আনন্দই আলাদা।' উঠে আড়মোড়া ভাঙল বৃদ্ধ। ষাটের ওপরে হবে বয়স, বব ভাবল, অথচ এখনো কেমন অটুট স্বাস্থ্য। 'ইতিমধ্যে, বাইরে কিছু কাজ আছে, যেগুলো সারব। বাড়িটা মেরামত করে নাও, বব, তারপর তোমার ওখানে একদিন বেড়াতে যাব আমরা।'

বেরিয়ে গেল লোনলি। অ্যান চোখ মটকাল ববের উদ্দেশে। 'আমাদেরকে সুযোগ দিয়ে গেল।'

মুহূর্তখানেক কোন কথা জোগাল না ববের মুখে। এসব সময়ে ওর বাকপটুত্ব হারিয়ে যায়। সামনে বসা ওই মেয়েটির চোখে কী এক আন্তরিকতা আছে, সহসা ওর মনে হল অ্যান উইলিস যদি তার সমস্ত সুখদুঃখের ভাগিদার হত।

যখন মুখ খুলল অস্বাভাবিক রকমের ভরাট আর গম্ভীর শোনাল গলা। 'সবকিছুরই একটা শুরু থাকতে হয়।'

চায়ের কাপ হাতে তুলেছিল অ্যান, চুমুক না দিয়েই নামিয়ে রাখল।প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে ওর চোখের ভাষা, রঙ বদলে গেছে মুখের। 'একথা আমি বলব না, যে, তুমি কী বোঝাতে চাইছ আমি তা জানি না।'

'কাল সকালে বেনকে ওভাবে আসতে দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল কেন?' নিজেকেই যেন শুধাল বব। 'তখন কেবল আমাদের পরিচয় হয়েছে।'

'তুমি ওভাবে হুট করে চলে যাওয়ায় আমি–বা হতাশ হয়েছিলাম কেন?'

'তোমার দাদু জ্যোতিষ।'

'সেয়ানা লোক।' এখনো ববকে দেখছে অ্যান,এভাবে যেন ওর ভূত–ভবিষ্যৎ, এবং বর্তমান, সব পড়তে পারছে।

ববের মনেও ঝড় উঠেছে; অ্যানকে পাবার আকাঙ্ক্ষায়, ওর খোলামেলা স্বভাবের প্রশংসায়। জীবনে বহু মেয়ে দেখেছে সে কিন্তু তাদের কেউই এত সৎ আর অকপট ছিল না। ও বলল, 'সবচেয়ে মজার ব্যাপার, কথাটা তুমি মন থেকে বলেছ।'

'অবশ্যই। এ আমার বাবার শিক্ষা। আমাকে তিনিই শিখিয়েছেন নিজেকে প্রকাশ করতে, নির্ভয়ে। যে মুহূর্তে আমরা পরিচিত হলাম কী যেন একটা ঘটে গেল।'

'কী হতে পারে সেটা? আমি ভাবছি ' দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ছেদ পড়ল কথায়।

ঘুরল দুজনেই, ভ্রূ কোঁচকাল, যেন সুখস্মৃতি রোমন্থনে ব্যাঘাত ঘটেছে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল অ্যান, দরজায় গেল।

বেন ডিকিনসন দাঁড়িয়ে দোরগোড়ায়। মন্টি ক্যারুথার্সের ক্ষুদ্র

শিথিল দেহখানা সোজা করে রেখেছে। মদে চুর হয়ে আছে রিটন।

ডিকিনসন বলল গম্ভীর স্বরে, 'বব, ও বলল এখানে তোমার সাথে ওর মিলিত হবার কথা।'

'ঠিক।' দুজনকে জরিপ করল বব। কোথায় পেলে ওকে?'

'স্যালুনের পেছনে। মেক্সিকান চোলাই কিনেছিল এক বোতল। অবশ্যই তোমার টাকায়।'

'কেন নয়? মন্টি আমার লোক।'

'এমন লোক যে কাজের চেয়ে অকাজ করে বেশি, ফোড়ন কাটল ডিকিনসন। 'ওর অবস্থাটা দেখেছ।'

নিঃসাড়ে ঘরের ওপাশ থেকে হাজির হল লোনলি উইলিস। 'আমি দেখছি ওকে।'

'না,' বলল বব। এটা আমার দায়িত্ব।'

'এ অবস্থায় ওকে তুমি ওখানে নিয়ে যেয়ো না, পরামর্শ দিল ডিকিনসন। 'কী লাভ হবে এতে?'

'শহরে রেখে যাবার চেয়ে লাভজনক অবশ্যই, বলল বব। যথেষ্ট খুশি-খুশি দেখাচ্ছে ওকে। 'তুমি বরং একটু হাত লাগাও, কেমন? সিটের নিচে বাফেলো রোব আছে একটা।'

বেন ডিকিনসন একাই অর্ধচেতন দেহখানা তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল ওয়াগনের পাটাতনে। বব রোবটা বার করল। গাড়ির পাশে একমুহূর্ত দাঁড়াল ওরা, সাঁঝের হাওয়ায় পরস্পর মিশে যাচ্ছে উভয়ের নিশ্বাস। দুষ্টু একটা ছেলের মত দেখাচ্ছে মন্টিকে, নাকটা শুধু বেরিয়ে আছে কম্বলের বাইরে।

ডিকিনসন বলল, 'তোমাকে আমি চালাক ভেবেছিলাম, টেক্সান। কিন্তু শুরুতেই গোলমাল করে ফেললে।

বব জবাব দিল, 'তুমি তোমার কাজ করেছ। আমি আমার-টা করব। ঠিক আছে, বেন?'

ঘুরে দাঁড়াল ও, ডিকিনসন কিছু বলতে পারার আগেই ঘরে ঢুকে সশব্দে বন্ধ করে দিল দরজা। অ্যানের কাছে গেল বব, ওর হাত থেকে নিজের কোটখানা নিল। লোনলি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, কান খাড়া, ধূসর চোখ জ্বলজ্বলে।

কার কাছে যেন কথাটা শুনেছিলাম একবার,' বব বলল,'মানুষ যখন জানে সবাই তাকে ভালবাসে তখন সে আপনা থেকেই শুধরে যায়। আমাদের সম্ভবত এ পথেই এগোতে হবে।'

লোনলি বলল, 'একটা চেষ্টা নিয়ে দেখ, বব। তারপরও যদি মন্টি না শোধরায়, সান্ত্বনা থাকবে আমরা চেষ্টা করেছিলাম।'

ববের পাশাপাশি দরজায় এল অ্যান। বলল, 'শিগগিরই আবার দেখা হবে আমাদের।'

'নিশ্চয়। তবে জরুরি কাজগুলো শেষ করার পর।' অ্যানের হাত স্পর্শ করল বব, মনে হল এত উষ্ণ আর পেলব ত্বকের পরশ এর আগে কখনো সে পায়নি। দ্রুত পায়ে ওয়াগনে এসে বসল ও। পরীক্ষা করে দেখল মন্টির গায়ে বাফেলো রোবটা ঠিকমত আছে কিনা, তারপর একটা হর্স ব্ল্যাংকেট টেনে নিল নিজের হাঁটুর ওপর। অ্যানের উদ্দেশে হাত নাড়ল ও। ধারেকাছে বেন ডিকিনসনের চিহ্নমাত্র নেই।

সোজা র‍্যাঞ্চের পথে ওয়াগন ছোটাল বব। বি ও র‍্যাঞ্চ, এখন থেকে নাম হবে ওটার, প্রত্যেকটা গরুর গায়ে থাকবে ওর মার্কা, নিজের বাড়ি হবে, বার্ন কোরাল এগুলো হবে, বাংকহাউস থাকবে সেখানে, থাকবে গাছপালা আর ঘাস···ভাবনাটা ছিঁড়ে গেল। সবই তার নিজের হবে, তবে বন্ধকের টাকায়।

শেষ পাহাড়ের পেছনে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। বাতাস ছেড়েছে। টুপিটা ভুরুর নিচে টেনে দিল বব। বাথানে পৌঁছতে পৌঁছতে শীতল হয়ে যাবে শরীর, কিন্তু এ মুহূর্তে যথেষ্ট উষ্ণ আছে ভেতরটা।

তখন মানুষকে বোঝা সম্পর্কে অনেক বড় কথা বলেছে সে। বব

জানে কোথায় শুনেছে ও কথাটা : অ্যাঞ্জেলের কাছে। বাড়ি বানাবার কথা ভাবতে গিয়ে এখন ওর নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ে। ওদের ভাইদের মধ্যে অ্যাঞ্জেলই মোটামুটি শিক্ষিত। কথার রাজা। ও'নীল পরিশ্রমী, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে জানে। ওরিন সাহসী, কিন্তু বোহেমিয়ান। কেমন আছে সবাই?

সে, বব, কি বোঝে ওদের? কিংবা মাকে? তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে?

বলা সহজ। হয়ত অ্যান উইলিসের মত একটি মেয়েকে বোঝাও সহজ, কেননা ওখানে আরেকটা স্বপ্নময় হাতছানি রয়েছে। কিন্তু ওর পরিবারকে বুঝতে পারা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

সবার ছোট বলেই জীবন যে সহজ হয়েছে ওর জন্যে তা নয়। ছুতোনাতায় ওকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করেছে ওরা, ভূতের মত খাটিয়ে মেরেছে। অনেক সময় ওর পক্ষে কঠিন হয়েছে ওদের তামাসা হজম করা।

অন্যদিকে, নতুন এক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বব এখন উপলব্ধি করে, যা কিছু সে শিখেছে তা ওই ভাইদের সহায়তায়। কাজ করার শক্তি, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, সততা—এগুলো ওরাই ওকে শিখিয়েছে। অসম্ভব বলে কোন কথা নেই, সর্বদা বলত ওরা। অন্যে যদি পারে, আমরা পারব না কেন? আর এভাবেই নিজেদের অধিকাংশ ইচ্ছার বাস্তবায়ন ওরা করেছে।

ভাইয়েদের কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলে বব, পাহাড়ে কয়োটের ফরিয়াদ শুনতে পাচ্ছে। খানিকবাদে খিদে অনুভব করল সে, কিন্তু ঘোড়াগুলোকে জোরে ছোটাতে পারল না। পথের অর্ধেকের বেশি চড়াই। নিজেকে ও রাতের ভাবনায় ভাবিত করল, কীভাবে ঠাণ্ডা খাবার আর কুয়োর পানি খেয়ে নিজের বাংকহাউসে ঘুমাবে। মন্টিকে নিয়ে সমস্যা হবে, ভাবল সে, গরম কিছু খাওয়ার জন্যে আগুন জ্বালতে হতে পারে। যা-ই করতে হোক না কেন, পিছপা সে হবে না।

কাল সকালে কাজে নামবে ওরা। থাকার জায়গার ব্যবস্থা যতদিন না

হচ্ছে এখানে গরুবাছুর আনতে পারবে না সে। কোথায় চরবে ওরা সে সব জায়গাও চিনতে হবে। র‍্যামসে বুচানন আপাতত ওদের যত্ন নিতে রাজি আছে, সামান্য কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে।

সকালে মন্টি কাজে নামবে—নয়ত নিজের রাস্তা তাকে দেখতে হবে। মাতাল শায়েস্তা করার পথ একটাই: ভূতের মত খাটাও ওদের, যাতে মদের তৃষ্ণা অনুভব করার মত ফুরসতও ওরা না পায়।

পরিষ্কার আবহাওয়া, চাঁদ উঠেছে আকাশে। বরফ-জমাট মাটিতে চাকার ঘর্ঘর শব্দ তুলে এগোচ্ছে ওয়াগন। ঠাণ্ডায় তার নাক আর গাল দুটো চিনচিন করছে। একহাতে ওগুলো ঘষে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল সে।

আমি তাহলে এখন এক নতুন দেশে আছি, ভাবল ও, তবে এখানেও, যেমন টেক্সাসে, ভালমন্দ আর উদাসীন সব ধরনের মানুষ রয়েছে। আমার একটা জায়গা আছে কাজ করবার মত। মা যা বলতেন তা পেয়েছি আমি, এবার আমার দায়িত্ব একে সফল করে তোলা।

অবশ্য এ সুযোগ পেতে গিয়ে একজনকে খুন করেছি আমি। তারাদের পানে চোখ তুলে তাকাল সে, জোরে জোরে বলল, হে খোদা, তুমি জান আত্মরক্ষার জন্যেই ওকে হত্যা করেছি আমি। কাজটা করতে আমার ভাল লাগেনি, কখনই আমি মানুষ খুন করতে চাই না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, প্রভু।

কেউ তার কথা শুনেছে কিনা সে জানে না। তারারা মিটমিট করছে, শীতের হলদে চাঁদের দিকে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে মেঘের একটা ভেলা। সত্যিই কেউ যদি থেকে থাকে, নিজের মনের কথাটা তার কাছে সে প্রকাশ করেছে। যার অস্তিত্ব আছে তার উপলব্ধি ক্ষমতাও আছে নিশ্চয়।

ছয়

মধ্য মে। নির্বাচনের দিন সকালে ব্যাঞ্চ বিল্ডিংগুলোর দিকে আরেকবার ফিরে তাকিয়ে মন্টি বলল, 'চমৎকার লাগছে। জান, মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়ে যাই, এখনো শান্ত আছি।'

রঙ করা হয়েছে বাড়িতে। প্রখর রোদে লাল আভা ছড়াচ্ছে বার্নটা। কোরালের খুঁটিগুলো রুলারের মত সোজা, বব ভাবল সগর্বে। মন্টি যখন কোন কাজে হাত দেয় খুঁত থাকে না তাতে।

উত্তরের চারণভূমিতে মরসুমের প্রথম মাসে মহা আনন্দে চরছে গরুবাছুর। পালে হেয়ারফোর্ড ষাঁড় আছে একটা; দৈত্যকায় শরীর, চোখগুলো ভাটার মত, শিং ভেঙে ফেলা হয়েছে কিন্তু জানোয়ারটার তেজ এতটুকু কমেনি। টাকা শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, তবে খেতের শাকসবজি আর খোঁয়াড়ের মুরগি দিয়ে আরো কিছুদিন আহারের সংস্থান হয়ে যাবে। নিজেদের খাবার ওরা নিজেরাই রাঁধে। আজ বাকবোর্ডে চেপে শহরে যাবে উৎসবে যোগ দিতে, ফেরার সময়ে রান্নাঘরের রসদপত্র কিনে আনবে।

'ভাল কাজ দেখিয়েছ তুমি, মন্টি,' আন্তরিক সুরে বলল বব। 'আমার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। আজ যদি একটু মাতাল হতে চাও, আমি বলব এটা তোমার পাওনা হয়েছে।'

শীতের ঠাণ্ডায় আর বসন্তের রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে রিটনের ত্বক। চওড়া এক গোঁফ রেখেছে ও, যখন খোশমেজাজে থাকে ঘন ঘন তা দেয়। হাঁটাচলা করে ঋজু পদক্ষেপে। 'প্রয়োজন নেই' পরে ছাড়তে গিয়ে চড়া মাশুল দিতে হয়।'

'সেই ন্যু ইয়ার্সের পর থেকে তুমি মদ ছুঁয়েও দেখনি।'

'আর ছোঁবার দরকার হবে না,' বলল মন্টি। শহরে যাবার পোশাক পরেছে ও; আঁটসাঁট খয়েরি স্যুট, লো হিল বুট, হাই ক্রাউন হ্যাট। শার্টখানা ধবধবে সাদা, অতি উচ্চমানের সুতি কাপড়ে বানান। 'আমি সময় কাটাব আরো বড় কিছুতে।'

'পোকার খেলে?'

'সম্ভবত।'

একগাল হাসল বব। শীতের দীর্ঘ নিঃসঙ্গ রাতগুলো সে পাড়ি দিয়েছে মন্টির সাথে তাস খেলে। এতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে খেলার, ওর ধারণা, তবে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। 'তুমি কখনই শিখতে পারবে না। তুমি আসলে জুয়াড়ি নও, পার্টনার।'

'অদ্ভুত ব্যাপার, জান,' মন্টি আক্ষেপ করল, 'অথচ এই একটি জিনিসেরই বিশেষজ্ঞ হতে চেয়েছিলাম আমি।'

বাকবোর্ডে চাপল ওরা। ঘোড়ার গলায় বাহারে বাকলস্, তেল মাখান নরম চামড়ার ওপর কারুকাজ করা। লাগামের দড়িগুলো ঝাঁকাল বব, অঙ্কুশের মাথা দিয়ে মৃদু আঘাত করল টিম হর্স দুটোর নিতম্বে, ঢাল বেয়ে শহরের পথে রওনা হয়ে গেল গাড়ি।

কাউন্টির সর্বত্রই আলোচনার বিষয়বস্তু এখন বি ও র‍্যাঞ্চ। মন্টির প্রকৌশলবিদ্যা বাড়ি এবং বাগানে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। দালানকোঠার রঙ করতে প্রেরণা জুগিয়েছে ববের সৌন্দর্যবোধ। দূরদূরান্ত থেকে মহিলারা এসে প্রশংসা করে যায় ওদের রুচির, তারপর বাড়ি গিয়ে নালিশ জানায় স্বামীদের কাছে কেন তাদের ঘরদোর ওরকম

সুন্দর নয়।

ববের জীবনে এবারের শীতই ছিল সবচেয়ে সুখের। থ্যাংকসগিভিং, ক্রিসমাস এবং ন্যু ইয়ার্সে অ্যান উইলিসের সাথে দেখা হয়েছে ওর। ফেব্রুয়ারি–মার্চের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে দুটো শনিবারের সন্ধে সে কাটিয়ে এসেছে ডিকিনসন সিটির ওই ছোট্ট সাদা বাড়িটায়।

প্রথম প্রণয়নিবেদনের পর সঙ্গত কারণই কমে এসেছে ওদের মেলামেশা। বন্ধকের টাকা শোধ না করা অবধি, ওর বিবেচনায়, বিয়ের প্রস্তাব দেয়া চলে না। অ্যানও সম্ভবত এ ব্যবস্থায় খুশি, ববের যোগ্যতা যাচাই করে নিতে চায় বাস্তবতার কষ্টিপাথরে। এখনো বেন ডিকিনসনের সাথে দেখা করে ও, হাসিমুখে কথা বলে। এসব দৃশ্য মনে হলেও মাথায় আগুন ধরে যায় ববের, কিন্তু শেষপর্যন্ত বাস্তবতার কাছে নতিস্বীকারে সে বাধ্য হয়।

পুরো শীতে যে যার কাজে ব্যস্ত থেকেছে মানুষ, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। এখন বসন্তের বিদায় বেলায় বেন ডিকিনসনের সময় এসেছে পাখা মেলবার। নির্বাচনের ফল সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই কারো। ডিকিনসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে ক্ষৌরকার—সায়মন জ্যারেট। কাউন্টির মর্যাদা লাভ করেছে ডিকিনসন সিটি। আবহাওয়া এখন ভাল হওয়ায় নিত্যনতুন আরো লোক আসছে শহরে, তিন শিফটে পুরোদমে কাজ চলছে করাত কলে, ব্যাংকের মুনাফা চক্রহারে বাড়ছে।

হার্নেসের ঝনঝন শব্দের তালেতালে মাঝারি কদমে ছুটছে ঘোড়াগুলো। থেকে থেকে সামনেপেছনে দোল খাচ্ছে মন্টি, মেরুদণ্ড টানটান। বাড়িঘর সংস্কারের পুরো সময়টায় ও ছিল অত্যন্ত কার্যকর সঙ্গী। ভদ্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সাথে কাজ আদায় করে নিয়েছে মেক্সিক্যান শ্রমিকদের কাছ থেকে। ওরাও উপকৃত হয়েছে এতে, শহরে ফিরে গেছে নিখুঁতভাবে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করার নবলব্ধ সংকল্প নিয়ে।

আর্মান্দেজের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজস্ব একটা কন্সট্রাকশন কোম্পানি

স্থাপন করেছে মেক্সিক্যান-আমেরিকানরা। মানুয়েলিতো আর পেদ্রো বহুকিছু শিখেছে মন্টির কাছ থেকে। ভিত খুঁড়ছে হোসে, অন্যরা বাড়ি তুলছে, এবং এভাবে ওদের ব্যবসা বাড়ছে। শীত বিদায় নিতে ন্যু মেক্সিকো আর টেক্সাস থেকে একদল নতুন মানুষ এসেছে শহরে।

হ্যাঁ, বব ভাবে, শীতকালটা ভালোই কেটেছে। প্রান্তরের ওপর দিয়ে শেষ এক মাইল জোরে ঘোড়া হাঁকাল সে, পেদ্রো আর্মান্দেজের ক্যান্টিনার সামনে এসে থামল। এখন বেলা দশটা। বার বন্ধ, হাহাকার করে উঠল ওর বুক। ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে, শহরের বাসিন্দারা ভোট দিচ্ছে বেন ডিকিনসনকে···

ব্যাংক অফিসে বসে আছে বেন ডিকিনসন। ইটের একতলা একটা দালানের পেছনের অংশে কামরাটা। ব্যালট হাতে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাণ্ডলফ হোল্ট, মনিবের প্রত্যেক কথায় মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিচ্ছে। কাজটা তার নেহাত অপছন্দের, কিন্তু কোনদিন এটা সে পরিত্যাগ করতে পারবে না। ওর মা ওকে বুঝিয়েছে এটাই ভদ্রতা। মাকে সে ভালবাসে, তাই বলতে পারে না এরকম করতে ওর মন ছোট হয়ে যায়।

ডিকিনসন বলল, 'মেক্সিক্যানরা ভোট দিচ্ছে না। তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না, হোল্ট। চেহারাটা অমন করুণ করে রেখ না। তুমি শুধু ম্যানাসকে গিয়ে বল, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে।'

'কিন্তু মানুষ কি ভাববে না···' শুরু করেছিল হোল্ট।

'আমি যেভাবে চাইব এ শহরের লোকেরা সেভাবেই ভাববে,' খেঁকিয়ে উঠল বেন। রাগে কালো হয়ে গেছে মুখ তবে সংযম হারায়নি। 'নতুন যেসব গ্রিজার এসেছে তাদের অধিকাংশের ভোট নেই। ব্যাপারটা যেন সবাইকে আলাদা করে বলা না লাগে তুমি সেটাই জানাবে গিয়ে। যাও।'

একটা ঢোক গিলে র‍্যাণ্ডি হোল্ট বলল, 'জ্বি, আচ্ছা, মিস্টার ডিকিনসন।' এ শহরে একমাত্র সে-ই বেনকে পোশাকি নামে সম্বোধন করে। অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে ব্যাংকে ঢুকল ও। উঁচু একটা রাইটিং ডেস্কের ওপর রাখল ব্যালট পেপারটা, সায়মন জ্যারেটের নামের পাশে বড়সড় একটা 'গুণ' চিহ্ন আঁকল, কাগজখানা ভাঁজ করে দৌড়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

নাপিতের দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বার্ট ম্যানাস। যত অসহায়ই হোক, জ্যারেট প্রার্থী হওয়ায় ভোটকেন্দ্র খোলা হয়েছে স্কুলবাড়িতে, রাস্তার ভাটিতে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের বিপরীত দিকে। র‍্যাণ্ডি হোল্ট কাছে গিয়ে বেন ডিকিনসনের মেসেজটা মার্শালকে দিল।

ঘোত করে নাক ঝাড়ল মার্শাল, বলল, 'ঠিক আছে, র‍্যাণ্ডি। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও, মা খাবার নিয়ে বসে আছেন।'

'আর্মান্দেজকে ভোট দিতে দেবে না তুমি?'

'তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' বলল ম্যানাস। 'তুমি এসবের বাইরে থাক।'

প্রতিবাদ করা বৃথা। স্কুল হাউসে গেল হোল্ট। মিষ্টি করে ওর উদ্দেশে হাসল অ্যান। ঢোক গিলল হোল্ট, অ্যানের উপস্থিতিতে তার মুখে কখনই কথা ফোটে না, নিজের ভোট দিল। দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু একটা বলল সে, বাইরে এসে বাড়ির পথ ধরল।

সবার জন্যে ওর ভাবনা হয়, তবে বিশেষ করে ভাবে অ্যান উইলিসের কথা। বেন ডিকিনসন যে-কোন বিপদ থেকে রক্ষা করবে অ্যানকে, জানে সে, আর চিন্তাও হয় শুধু এ কারণেই।

ওর মায়ের বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ। সুশ্রী চেহারা, সবসময় অসুখী, ছেলেকে আগলে রাখতে চান সারাক্ষণ, ঠুক কথায় পাখির মত খনখনে গলায় বকাঝকা করেন। হোল্টকে আদর করলেন তিনি, বললেন, 'খাবার রেডি। হ্যাম, পোট্যাটো আর গ্রেভি। আজ মঙ্গলবার, মনে আছে নিশ্চয়।

নাকি বুধবার। না···মঙ্গলবারই তো, ভোট হচ্ছে। বেনকে ভোট দিয়েছিস তো?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' জবাব দিল ছেলে। জানে, মা বিশ্বাস করবেন না ওর কথা।

ভোটের দিন তোকে আটকে রাখা বেনের উচিত হয়নি। কেউ কাজ করছে না। ওর সাথে আবার আমাকে কথা বলতে হবে।'

'না, মা, প্লিজ। বলে কোন লাভ নেই।'

'তোর এখন আরো বেশি বেতন পাওয়া উচিত। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে।' রান্নাঘরে ঢুকলেন মিসেস হোল্ট, থালাবাসন ধুতে লাগলেন। 'আমাদেরকেই আমাদের কথা ভাবতে হবে, অন্যে কিছু করে দেবে না। শহরে তোর মত সুন্দর, চটপটে ছেলে আর কয়টা আছে? বেনকে স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার, ওর ভাগ্য তোকে সে ব্যাংকে পেয়েছে। অবশ্য আমাদের জন্যেও কাজটা সম্মানের; সমাজে মর্যাদা ঠিক থাকে, আর এটাই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এও সত্য, আমাদের আরো টাকা দরকার। তুই যখন ক্যাশিয়ার হবি, শেয়ার কিনতে পারবি ব্যাংকের, তখন আমরা সবাইকে দেখিয়ে দেব, কিন্তু এখন শুধু মর্যাদায় পেট ভরছে না। দোকানে আমাদের প্রচুর দেনা হয়ে গেছে।'

রোজ এ মুখস্ত বুলি আওড়ান চাই মিসেস হোল্টের। টেবিলে দুহাতের ফাঁকে মাথা রেখে একটুক্ষণ বসে থাকল র‍্যাণ্ডি, তারপর সচকিত হয়ে সোজা হল নইলে মা ওকে অমনোযোগী অবস্থায় ধরে ফেলবেন। র‍্যাণ্ডি হোল্টের জীবনটাই এরকম: কল্পিত অমঙ্গলের আশঙ্কায় নিরন্তর সতর্ক থাকবার প্রাণান্তকর চেষ্টা।

বার্ট ম্যানাস রাস্তার ভাটিতে মেক্সিক্যান পাড়ায় গেল। র‍্যাগ শেড টহল দিচ্ছে ওখানে। হ্যালিডে আর ফ্রে আরেক প্রান্তে রয়েছে।

শেড বলল, 'সব শান্ত। এই ভেজা বেড়ালগুলো ভোট দেয়ার চেষ্টা

করবে না।'

'আটকে রাখ ওদের।'

শেডের ধূসর ভ্রূজোড়া উঁচু হল। 'আর্মান্দেজ?'

'সব্বাইকে।'

শেডের গালে ভাঁজ পড়ল। 'এই তো চাই।'

'পিস্তল নিষিদ্ধ।'

হাত ওপরে তুলল শেড। গানবেল্ট পরেনি সে। 'তুমি জান আমরা লোহা ঝোলাই না।'

'আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নাও।'

'মরিয়ার্টি, সুইডি আর ক্যানন প্রস্তুত রয়েছে।'

'চলবে। আমি কাছেপিঠেই থাকব।' সদর রাস্তায় ফিরে এল শেরিফ। কাজটা ঠিক হচ্ছে না, ভাবল, এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। তবে বেন নিশ্চয়ই জানে কী করছে সে। অন্তত, টেরিটোরি থেকে আসা অবধি প্রতিটি ক্ষেত্রে ও সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছে। ম্যানি ফ্রিডের শিক্ষানবিসি বেনের উপকারে এসেছে।

অবশ্য এও ঠিক, এটুকুই যথেষ্ট হয়নি। কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে র‍্যাঞ্চের পেছনে। ম্যানাস বরাবর শাহরিক মানুষ। ফলে বিশৃঙ্খলা চলছে এক্স-ওয়াইতে। কর্মচারি যে রাখবে তার উপায় নেই, কেউ থাকতে চায় না অত দূরে গিয়ে। আবার, ওর পক্ষেও ছোটাছুটি করা সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে চলতি বসন্তে এর একটা বিহিত সে করবে।

এদিকে, আরেকটা সমস্যা এসে পড়েছে সামনে। আর্মান্দেজ যদি ভোট দিতে চায় ঝামেলা বাধবে। ওদের মধ্যে কয়েকজন আছে যারা প্রথমাবধি ভোট দিয়ে আসছে। নিঃসন্দেহে বেনের বিপক্ষে, কারণ ওদের কিছু নেই এবং বেনের সব আছে। বিরোধী পক্ষ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে নির্বাচনে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে এত সমর্থন পাবে না সায়মন জ্যারেট।

নাকি পাবে? ব্যাংকের দিকে কয়েক কদম এগোল সে, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। কোন লাভ হবে না বেনের সাথে কথা বলে, এ মুহূর্তে নয়। অযথা সংশয়ের সৃষ্টি হবে। তারচেয়ে নির্দেশ পালন করা ভাল। এ যাবৎকাল এতে ফল দিয়েছে।

ক্যান্টিনার পেছনের উঠনে বসে আছে বব ওসমান, গিটার আর অ্যাকোর্ডিয়ানে মূর্ছনা শুনছে। বিনে পয়সায় টেকুইলা জোগাচ্ছে পেদ্রো আর্মান্দেজ। মন্টি গেছে লিভারি স্ট্যাবলে বাকবোর্ড আর ঘোড়া তুলে রাখতে। অ্যান ব্যস্ত ভোটকেন্দ্রে। তাই এখানে অলস সময় কাটাচ্ছে সে।

পেদ্রো বলল, 'নতুনদের ওরা ভোট দিতে দেবে না।' স্প্যানিশে কথা বলছে ও, ববের অপরিচিত একটা আঞ্চলিক উচ্চারণে তবে বুঝতে পারছে। 'এটা বেআইনি।'

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে মানুয়েলিতো বলল, 'জাহান্নামে যাক। কী জানে ওরা? খালি কথার রাজা।'

'তবু, কাজটা নীতিবিরুদ্ধ,' বলল পেদ্রো।

'ঠিক,' সায় দিল বব, লেবু মেশান টেকুইলা পান করতে করতে। 'কিন্তু কিছু কি যায় আসে এতে?'

'তা হয়ত যায় না,' বলল পেদ্রো, 'তবু আমি মনে করি ওদের ভোটাধিকার থাকা উচিত।'

'বেন ডিকিনসনকে হারাতে পারছে না জ্যারেট,' যুক্তি দেখাল বব। 'বাস্তবতা তোমাকে মেনে নিতে হবে। এখন, ওরা যদি তোমাদেরও বাধা দেয়, সেটা হবে অন্যায়।'

ক্যান্টিনার ভেতর থেকে তীরের মত ছিটকে বেরিয়ে এল একটি যুবক, হাঁপাচ্ছে, হাত-পা নেড়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে পেদ্রোর কানে কানে বলল কিছু। বাজনা থেমে গেছে, ঘরের সবাই নীরব।

উঠে দাঁড়াল পেদ্রো। ববকে বলল, 'যা বলছিলে তুমি। স্প্যানিশ রক্ত আছে দেহে এরকম সবার ভোট দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্থানীয় আইন, আজই পাস হয়েছে···কারা করল?'

'আমি জানি না,' বব বলল। 'তবে কাজ হবে না এতে।'

'ম্যানাস বলছে হবে। ম্যানাস আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা। মরিয়ার্টি, ক্যানন, সুইডি।'

'নাম শুনিনি।' আরেক চুমুক টেকুইলা পান করল বব। 'তুমি ভোট দিতে চাও?'

'আলবত।'

'তাহলে ভোটকেন্দ্রেই দেখা হবে।' বেশ অনেকটা টেকুইলা খেয়েছে বব, তবে স্থিরতা হারায়নি। লম্বা হোসে, বেঁটে মানুয়েলিতো আর চতুর দিয়েগোর উদ্দেশে হাত নাড়ল ও। 'আমাকে আধঘন্টা সময় দাও। তারপর তোমরা ভোট দিতে যাবে।'

দৃঢ় পায়ে, মাতাল বাসন্তি হাওয়ার মধ্যে লিভারি স্ট্যাবলের দিকে এগোল সে। কোনরকম বিরাগ বা ঘৃণা বোধ করছে না, কেবল শরীরটা ঈষৎ হালকা লাগছে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসা ওই তিন মেক্সিক্যানের সাথে কাজ করে আনন্দ পেয়েছে ও। দাবির চেয়ে বেশি কাজ করেছে ওরা, যার মজুরি দেয়ার সামর্থ্য তার ছিল না, এতই। মন্টি সম্পর্কে লোনলি উইলিসের বক্তব্য নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে, তার সহকারীদের অবদানও তুচ্ছ করার মত নয়। এবার দায়িত্ব ওর, স্থানীয় নির্বাচনে তার এই বন্ধুদের মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

মন্টি আস্তাবলে নেই। র‍্যামসে বুচাননও নয়। বাকবোর্ডের এখানে-সেখানে হাতড়াল বব, ওঅরব্যাগটা খুঁজে পেল। ভেতর থেকে গানবেল্ট বার করল সে। এরপর অয়েলস্কিনের মোড়ক থেকে পিস্তল বার করে নিয়ে গা মুছল ওটার। গুনে গুনে পাঁচখানা গুলি ভরল চেম্বারে, কয়েকটা কার্টিজ বেল্টের লুপে রাখল।

কী ভেবে র‍্যামসের অফিস ঘরে গেল সে, নজর বোলাল ভেতরে। র‍্যাকে শটগান আর একজোড়া রাইফেল চোখে পড়ল। ড্রয়ারে কার্তুজ মিলল। শটগানটা লোড করল ও। তারপর যখন সদর রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটা ধরল স্কুলবাড়ির দিকে, নিজেকে তার সুসশস্ত্র মনে হল।

ম্যানাসকে দেখতে পেল সে, হাত নাড়ল, এগিয়ে চলল সামনে। মার্শাল হতভম্বের মত চেয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর জোরকদমে ওর পিছু নিল।

'এই যে! বব!'

ঘুরে অপেক্ষা করতে লাগল ও। এসে পড়ল ম্যানাস, হাঁপাচ্ছে, চোখ কপালে।

'এরকম যুদ্ধের সাজে যাচ্ছ কোথায়?'

'স্রেফ হাঁটতে বেরিয়েছি,' জবাব দিল বব। 'এগুলো সঙ্গে থাকলে আমি নিরাপদ বোধ করি।'

'ইলেকশনের দিন অস্ত্র বহন বেআইনি।'

'তাহলে ওটা কী?' সরাসরি ম্যানাসের কোল্টের দিকে তাকিয়ে আছে বব।

'আমি এখানে আইন।'

'দেখ, বার্ট তুমি ভালই জান ব্যাখ্যাটা। কোন মানুষ আইন হতে পারে। তুমি আসলে বোঝাতে চাইছ তুমি আইনের প্রতিনিধি।'

'বেন ডিকিনসনের প্রতিনিধি,' ম্যানাস বলল। 'আমার জন্যে এই ব্যাখ্যাই যথেষ্ট—তোমার জন্যেও।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল বব। 'এখনো বুঝতে পারনি তুমি। স্থানীয় আইনকেও বহু সময়ে বুড়ো আঙুল দেখান যায়। বদ্ধপাগল কারা যেন বলছে, পেদ্রো আর্মান্দেজ আর তার লোকেরা ভোট দিতে পারবে না। তুমি নিশ্চয় জান, বার্ট, এটা অন্যায়।'

চোয়াল চুলকাল ম্যানাস। 'আইন আইনই, বব। এর মধ্যে কোন

ফাঁক নেই। নাও, এবার ওই বন্দুকগুলো ফেলে বেনকে ভোট দাও গিয়ে।'

'আমি? কীভাবে দেব? আমি শহরে থাকি না।'

'কোন অসুবিধে নেই। স্বচ্ছন্দে পারবে ভোট দিতে। চল, আমার অফিসে বন্দুকগুলো রেখে আসবে।'

হাত বাড়াল মার্শাল। বব পিছু হটল দুকদম।

'বার্ট, আমি ভোট দিতে যাচ্ছি না। যাচ্ছি অন্যরা যাতে সংবিধানে দেয়া তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে!'

'সংবিধান? তুমি কি পাগল হলে, বব?'

'না। আমি অশিক্ষিতও নই। আমেরিকার সংবিধান পড়েছি। ভোটের অধিকার আর অস্ত্র বহনের অধিকার সম্বন্ধে কী লেখা আছে জানি। পথ ছাড়, বার্ট।'

রাস্তার ভাটিতে পিছিয়ে গেল ও, তারপর ঘুরে স্কুলবাড়ির দিকে এগোল। ইতস্তত করতে লাগল ম্যানাস, আঙুল বোলাল পিস্তলের বাঁটে, মাথা নাড়ল ডানে-বাঁয়ে, পাঁই করে ঘুরল ব্যাংক অভিমুখে। রাস্তার মোড়ে থামল বব, পকেট ঘড়িটা বার করল। আধঘন্টা সময়সীমা পেরিয়ে গেছে। একটা বাড়ির দরজায় কাঁধ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও, রাস্তার দুপাশেই নজর রাখছে।

ক্যান্টিনার পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল আর্মান্দেজ, সঙ্গে মানুয়েলিতো, দিয়েগো, হোসে এবং আরো তিনজন। ওরা, বব দেখল, উৎসবের পোশাক পরেছে। লাল প্রশস্ত কটিবন্ধ, চেরা টাউজার, ঢোলা শার্ট আর বিনুনি করা চওড়া ব্রিমের সমব্রেরো। ধীর অবিচল পদক্ষেপে মোড় পানে হেঁটে আসছে দলটা।

রাস্তার আরেক প্রান্তে, যেদিকে স্কুলহাউস সেদিকে তাকাল বব। ফোর এসেস স্যালুন থেকে শেড, ফ্রে আর হ্যালিডে বেরিয়ে এল। ওদের সাথে আরো তিনজন, চেহারা বলে দিচ্ছে মাস্তান ওরা। সম্ভবত এরাই

সেই সুইডি, মরিয়ার্টি আর ক্যানন। ওদের পেছনে ক্রমশ জনাকীর্ণ হয়ে উঠছে রাস্তা।

কোন মহিলা নেই। শুধুই পুরুষ, ফুটপাতে আর জানালা-দরজায়। ভোটকেন্দ্রের সামনে থমকে গেছে র‍্যামাস বুচানন, ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে। মুহূর্তখানেক পর ওর সঙ্গে যোগ দিল লোনলি উইলিস আর মন্টি ক্যারুথার্স। স্কুলবাড়ির সামনে রয়ে গেল ওরা, অস্থিরতায় ভুগছে। বব বুঝল অ্যানের জন্যে ওরা উদ্বেগে আছে।

দরজার আরেকটু ভেতরে সরে গেল বব। সদলে ওকে অতিক্রম করল আর্মান্দেজ। ওরা জানে বব আছে ওখানে কিন্তু ডেপুটিরা এখনো ওকে দেখতে পায়নি। জনতা একবার ক্ষিপ্ত হলে অবস্থা কী দাঁড়ায় সে জানে। কিছুক্ষণ আগের হালকা, আয়েসি ভাবটা এখন ছেড়ে গেছে ওকে।

এরপর নিচু সুরেলা কিছু কণ্ঠস্বর কানে এল ওর, খানিক আগে এদেরই কারো কারো গলা সে শুনেছে ক্যান্টিনায়। আর্মান্দেজ আর তার লোকেদের ভিড়ে ভরে উঠেছে রাস্তা। নারী-পুরুষ-শিশুর কাকলি চারপাশে, সবাই কৌতূহলী। স্বাধীনতা শব্দটা স্প্যানিশ-মেক্সিক্যান ভাষায় বার কয়েক শুনতে পেল ও। টেক্সাস এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে এরাই এসেছে সম্প্রতি। এসব মানুষ কেমন হয় সে জানে। সাহসী, পরিশ্রমী, ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টায় যাযাবরের মত ঘুরছে সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায়, স্বাধীনতা নামক ক্ষণভঙ্গুর একটা মর্যাদার সন্ধান করছে।

আরো একটি জিনিস উপলব্ধি করল বব। তার মুহূর্তের উত্তেজনায় এখানে এখন দাঙ্গা বেধে যেতে পারে।

ম্যানাস আর ডিকিনসনের খোঁজ করল সে কিন্তু কোথাও ওদের দেখতে পেল না। কঠিন চেহারার ডেপুটিদের পানে তাকাল ও, দেখল মোড়ে প্রথম মেক্সিক্যানের আবির্ভাব ঘটতেই দৌড়ে স্যালুনের ভেতরে ঢুকে গেল সুইডি, ফিরল একটা ব্যারেল কাটা শটগান হাতে।

অস্ত্রটা চোখে পড়ামাত্র ইশারায় নিজের লোকদের চুপ করতে বলল

আর্মান্দেজ। ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেছে ওখানে। র‍্যাগ শেড আর তার মাস্তান বাহিনীকে ঘিরে ফেলতে চাইছে ওরা।

চিৎকার করে ওদের শাসাল শেড, 'সব জংলী ভূত কোথাকার, যা, ভাগ এখান থেকে।'

বব দেখল, এমনিতে শান্ত নির্বিরোধী ওই মানুষগুলো ঝটপট ঢুকে যাচ্ছে দালানকোঠার ভেতর, অস্ত্রের খোঁজে। দেখল, লোনলি এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল, র‍্যামসে আর মন্টি বাধা দিল। এখন অন্যরাও অস্ত্র তুলে নিতে শুরু করেছে। কেবল শেড, মাস্তান সর্দার, দাঁড়িয়ে আছে নিরস্ত্র অবস্থায়।

পায়ের পাতার ওপর ছুটতে শুরু করল বব। মেক্সিক্যানরা পথ ছেড়ে দিল ওকে, কেউ কেউ আঁতকে উঠল ওর যুদ্ধবেশ দেখে, তবে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না । শেড আর আর্মান্দেজ যেখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেখানে এসে থামল ও। বিবাদমান দুই পক্ষের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল না; বাঁ হাতের কনুইয়ের ভাঁজে শটগানটা রেখে ডান হাত নামিয়ে আনল পিস্তলের বাঁটের ইঞ্চি তিনেক ওপরে।

ও বলল, 'এতেই কাজ হবে, শেড।'

ঘাড় ফেরাল ডিকিনসন ফোরম্যান, চিনতে পারল ওকে। বেকায়দায় পড়ে গেল সে। যেহেতু জানে বব ওসমানকে, ফ্রে আর হ্যালিডেও ইতস্তত করতে লাগল। ওদের পেছনে বিশালদেহী লোকটার নামই সুইডি, বাতাসে একটা হাত খেলাল সে, চেঁচিয়ে বলল, 'মাত্র একটা, ধর শালাকে!'

বব বলল, 'ওকে থামতে বল, শেড।

ধমকে উঠল সর্দার, 'চুপ কর, সুইডি।'

বব বলল, 'নতুন যারা এসেছে তাদের কথা জানি না। কিন্তু আমার লোকেরা ভোট দেবে।'

'এখানে একটা যুদ্ধ বাধাতে চাও তুমি?'

'আমার চাহিদা আমি বলেছি। আর তা আমি এক্ষুনি চাই। নইলে, যুদ্ধই হবে। তবে কিনা সেটা দেখার সৌভাগ্য তোমার হবে না।'

'তুমি গুলি করতে পার না আমাকে, আমি নিরস্ত্র।'

'না, আমি গুলি করব অন্যদের। আর তোমাকে নিরস্ত্র পেয়ে জনতাই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল শেডের চেহারা। 'এ অবস্থায় ম্যানাসের থাকা উচিত ছিল এখানে।'

'ওর অনুপস্থিতি সন্দেহজনক, তাই না?'

'এটা ওর আর বেনের সমস্যা,' শেড বলল। 'আমি আইনের লোক নই।'

'এই তো মূল্যবান একটা কথা বলেছ, শেড,' মুখ টিপে হাসল বব। 'আসলেই এখানে কী ঘটছে তোমার দেখার বিষয় না।'

এবার উভয় দলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ও। আর্মান্দেজ আর তার লোকেদের ইশারা করল এগিয়ে যেতে। হাত তুলল বব, থেমে গেল অন্যরা; যতটা না ক্রুদ্ধ, কৌতূহলী তারচেয়ে বেশি, অপেক্ষা করতে লাগল।

দক্ষিণাঞ্চলীয় স্প্যানিশে ওদের উদ্দেশে নাতিদীর্ঘ একটা ভাষণ দিল বব। পরিহাস-তরল গলায় ব্যাখ্যা করল আর্মান্দেজ এবং তার লোকেরা এ টেরিটোরির বাসিন্দা বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং আর এক বছর পর, আগামী মে মাসে, ওরাও ভোট দিতে পারবে। এটা, সে বলল, একটা ওয়াদা, বব ওসমান ওয়াদা করছে ওদের কাছে।

ওরাও পালটা জানতে চাইল সে কোন্ সরকারি ক্ষমতাবলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, আগামী নির্বাচনে দাঁড়াবে কিনা, অন্যথায় তারাই-বা জানছে কীভাবে ওর কথা সত্যি?

শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল বব, তার কথা ওদের বিশ্বাস করা উচিত কারণ শেষবার যে লোক ওকে মিথ্যুক বলেছিল সে এখন টেক্সাসে ছ ফুট

মাটির নিচে শুয়ে আছে। মিথ্যে কথা বলছে ও, লোকগুলোও সম্ভবত তা জানে, তবু হাসল তারা কারণ বব হাসছে। বব জানে ওর প্রতিশ্রুতি নিজেদের মনের খাতায় লিখে নিয়েছে লোকগুলো, এখন আর ঝামেলা বাড়াবে না।

সবাই যখন চলে গেল, ভোট দেয়া শেষ করল আর্মান্দেজ ও তার লোকেরা, তখনো অ্যান বা ওর বন্ধুদের দেখা পেল না বব। রাস্তায় সজাগ পাহারায় রয়েছে সে, নজর রাখছে শেড বাহিনী যেন গোলমাল পাকাতে না পারে। এখন ফোর এসেস–য়ে আছে ওরা, নির্বাচন শেষ হবার আগে নতুন করে ঘোঁট পাকাবার সাহস পাবে না, অনুমান করছে বব।

ব্যাংকের উদ্দেশে পা বাড়াল ও। সবিস্ময়ে দেখল বেন ডিকিনসন দাঁড়িয়ে খোলা দরজায়। তার পেছনে ম্যানাস এবং ব্যাংকের ভেতরে, তল্পিবাহকের মত, র‍্যাণ্ডি হোন্ট।

কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করল বব, 'ঝামেলা যখন শুরু হয় তুমি কোথায় ছিলে?'

'কোন ঝামেলা হয়নি, তোমার কৃতিত্বে,' মেকি প্রশংসা ঝরে পড়ল বেন ডিকিনসনের কণ্ঠে।

'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

'দেখ, বব, কাজটা বুদ্ধিমানের হত না। ধর, ম্যানাস দায়িত্বপালন করতে গেল ওখানে আর অমনি কেউ গোলাগুলি শুরু করল? তুমি জান ওই গ্রিজারগুলো কেমন হয়।'

'আমি ওদের গ্রিজার বলি না।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই স্বীকার কর ওরা বদমেজাজি। ওখানে গেলে ম্যানাসের ওপরই ঝাল মেটাত সবাই—ও এ শহরের আইন, ফলে রক্তারক্তি একটা হতই। তারচেয়ে যায়নি ভাল করেছে। তুমি ঠিক কাজটাই করেছ, বব, ঠিক কাজটাই।'

গভীর করে শ্বাস টানল বব, তাকাল ওদের দিকে। ভেতরে, র‍্যাণ্ডির হোল্টের মুখ লাল, প্রবলবেগে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে। বেন ডিকিনসন হাসছে মিটিমিটি। ম্যানাস ভাবলেশহীন।

বব বলল, 'তুমি খুব হুঁশিয়ার লোক। মেয়র হবে তাতে আর আশ্চর্য কী।'

ঘুরে দাঁড়াল ও, স্কুলের দিকে এগোল। সময় হয়েছে লোনলিদের সাথে কথা বলবার। কয়েকটা বিষয় ফয়সালা করতে হবে। সে জানত বেন ডিকিনসন চতুর, তবু লোকটার ক্ষমতাকে খাট করে দেখেছিল। এখন বিপদটা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার, যেন আগুনের হরফে লেখা আছে।

খুব কম লোকই পারবে, ভাবল ও, পরিস্থিতির সাথে এত দ্রুত নিজেকে খাপ খাওয়াতে। এ লোক এমন, যে নিজের শহরের রাস্তায় রক্তনদী বইয়ে দিয়ে পরে নিরীহ সাজতে পারে। পারে একটা দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে পরে সব দায় অস্বীকার করতে। আজ পর্যন্ত যত জনের সাথে পরিচয় হয়েছে বব ওসমানের, এ লোক তাদের যে কারো চাইতে বিপজ্জনক।

বেন ডিকিনসন বলছে, 'তুমি এবার বাড়ি যেতে পার, হোল্ট। সব ঠিক হয়ে গেছে।' যুবক কেরানির দ্রুত নিষ্ক্রমণ দেখল সে। তারপর খেই ধরল, টেক্সান সম্পর্কে আরো সাবধান হতে হবে।'

'লোকটা ভীষণ ইতর।'

'খেয়াল করেছ আমাদের ফাঁসায়নি ও?'

'হতে পারে গভীর পানির মাছ, তবে আমার সন্দেহ আছে।'

'খোঁজ নিয়েছ ওর বাড়িঘর সম্বন্ধে?'

'আমরা চলে আসার অনেক পর ওসমানরা এসেছে টেক্সাসে,' ম্যানাস বলল। 'এক ভাই সিনেটর, আরেকজন র‍্যাঞ্চ করে, এক সময় মার্শাল ছিল। আরেকজন বেকার। এর বেশি এখনো জানতে পারিনি।'

'টেক্সাসের ব্যবসাটা আপাতত বন্ধ রাখ। ওই বব ছোকরাকে টের পেতে দেয়া যাবে না।'

'যেভাবে চলছে ব্যাটা, কিছু জানা ওর বাকি থাকবে না। র‍্যামসে, লোনলি—ওরা ওর মাথাটা খেয়ে ফেলছে।'

'এই একবার ঠিক জায়গায় আঙুল রেখেছ তুমি,' বেন ডিকিনসন বলল। 'এ জন্যেই বলছি ওর সমন্ধে আরো ভাবতে হবে আমাকে। এটাই কারণ।'

ম্যানাসের কাঁধে আলতো চাপ দিল সে, তারপর উভয়ে এগোল স্কুলবাড়ির দিকে যেখানে আর কিছুক্ষণের মধ্যে এ শহরের মেয়র নির্বাচিত হতে যাচ্ছে ডিকিনসন।

ফোর এসেস-এর দোতলার জানালা থেকে সব ঘটনাই চাক্ষুষ করেছে মেয়েটা। সবশেষে দেখল বেন ডিকিনসন এগিয়ে যাচ্ছে তার বিজয়ের দিকে, সঙ্গে সম্মানজনক এক কদম পেছনে রয়েছে বার্ট ম্যানাস। চট করে খড়খড়িটা বন্ধ করে দিল মেয়েটি, কামরার ওপাশে দেয়ালজোড়া ওঅলনাট কাঠের আলমারিটার দিকে এগোল।

একটা ড্রয়ার খুলল সে, লুকান স্প্রিং টেনে ফলস বটমের তলা খসিয়ে আনল। ওটা থেকে একটা নীল শিশি তুলে নিল, অতি পরিচিত জিনিস, তবে ইদানীং এর কথা সে স্বীকার করে না। শিশিতে তরলাকারে আফিমের আরক আছে, স্যান ফ্রান্সিসকোয় কেনা।

দুটো ওয়াইনগ্লাস নিল সে, ক্যারাফে থেকে ভর্তি করে পানীয় ঢালল একটায়, অপরটি আধাআধি ভরে নিয়ে আফিম মেশাল তাতে। একঢোকে ওটা শেষ করল ও, তারপর তিতকুটে ভাবটা দূর করতে ওয়াইনে চুমুক দিল।

এরপর নীল শিশিটা চোরকুঠুরিতে আবার তুলে রাখল সে, সবশেষে একটা রকারে বসে মৌতাতে দোল খেতে লাগল।

বব ওসমান, ভাবে ও, আবেগপ্রবণ বেপরোয়া মানুষ। আমি ওকে দেখেছি একটা জুয়াড়িকে হত্যা করতে, দেখেছি ক্রুদ্ধ জনতাকে সামলাতে। আচ্ছা, নিজেকে বিপদে না জড়িয়ে ওকে আমি কীভাবে ব্যবহার করতে পারি?

বেন ডিকিনসনের প্রতি তার ভালবাসা এখন ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে সে ভালবাসা ফিরিয়ে নিতে চায়, এ ঘৃণার কারণ ডিকিনসন তা ওকে ফিরিয়ে নিতে দেবে না। এ অসহনীয়। অর্থের বিনিময়ে ব্যবহৃত হওয়া এক কথা, ওটা দর কষাকষির ব্যাপার। কিন্তু ভালবাসার অভিনয় করে নিষ্ঠুরের মত কেউ তাকে ব্যবহার করবে এটা অপমানকর।

সুন্দর করে সাজানগোছান, আলোকিত একটা পারলারে সমবেত হয়েছে ওরা। ওখানে রয়েছে অ্যান, লোনলি, মন্টি, র‍্যামসে আর বব। ওদের সবার মনোভাব এক, বক্তব্য অভিন্ন।

'ডিকিনসনের জন্যে এবারের মরসুমটা সোনা ফলাতে যাচ্ছে,' র‍্যামসে বলল। 'একশ মাইলের মধ্যে প্রায় সবাইকে ধার দিয়েছে সে, অন্তত কাগজে কলমে। শেষদিকে নগদ টাকাও কয়েকজনকে দিয়েছে বলে শুনেছি। ঘাস এবার ভাল হয়েছে, গরুবাছুর মোটা তাজা হবে তাড়াতাড়ি, বিক্রি হতেও সময় লাগবে না। ফলে ঋণের টাকা যেমন সুদে-আসলে ফেরত পাবে ডিকিনসন, তেমনি মানুষের উদ্বৃত্ত টাকাও জমা পড়বে ওর ব্যাংকে।'

'হ্যাঁ, এই গ্রীষ্মে আয় উন্নতি হবে মানুষের। তবে গরম যখন আসে, শীত কি বেশি দূরে থাকে?' পাহাড়ে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে লোনলি। 'ওই লোক র‍্যাটল সাপের মতই ভয়ংকর।'

'তাই,' একমত হল বব ওসমান, খেয়াল করেছে চুপচাপ বসে আছে মন্টি, কিন্তু অপলকে দেখছে অ্যানকে। 'তোমার বোধহয়, অ্যান, ওর

ওয়েস্টার্ন

স্বপ্ননগরী

রওশন জামিল

SCAN & EDITED BY:

Suvom

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সাথে এত মাখামাখি না করাই ভাল।'

হাসল অ্যান উইলিস। 'তোমাদের সব কথাই সত্যি। কিন্তু এটা বুঝলাম না কেন ওর বড়াই আমার শোনা উচিত নয়?'

'ম্…' কী বলবে ভেবে পায় না বব। এখনো পর্যন্ত ওদের আলোচনায় যোগ দেয়নি মেয়েটি, বেন সম্পর্কে কোনরকম মন্তব্য করা থেকে বিরত রেখেছে নিজেকে। 'লোকটা খারাপ, তুমি জান। খুব খারাপ। আজকের আগে আমি নিজেও ধারণা করতে পারিনি কতটা। এতদিন ভাবতাম কষ্ট করে একটা লোক দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, এতে কী আর এমন এল-গেল। সব জায়গায় এ ধরনের মানুষ আছে। ভেবেছিলাম চুপচাপ নিজের কাজ করে যাব; এতকাল যা পারিনি, এবার যখন সুযোগ এসেছে, বড় হবার চেষ্টা করব।'

'এছাড়া আর কী-বা এখন করার আছে তোমার?' জানতে চাইল অ্যান।

'কিছুই না,' বলল লোনলি। 'এ মুহূর্তে র‍্যাঞ্চটাকে মজবুত করে তোলাই ওর একমাত্র কাজ।'

'মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যবসায় মন দাও,' পরামর্শ দিল র‍্যামসে বুচানন। 'এখনো তুমি ওর কাছে বাঁধা।'

'ওর টাকা মেরে পালিয়ে যাচ্ছি না আমি,' ওদেরকে বলল বব। 'কিন্তু সেটা শোধ দেব আইনেডডর মধ্যে থেকে।'

অ্যান উঠে বাইরের পোর্চে গিয়ে দাঁড়াল। এরপর ভাটা পড়ল ওদের আলোচনায়, বব যোগ দিল গিয়ে অ্যানের সাথে। অন্ধকারে একটা বেঞ্চে বসল ওরা, অ্যান হাত রাখল ববের হাতে।

'আমি সাবধান থাকব…বেনের ব্যাপারে।'

বব বলল, 'ভালবাসা একটা অদ্ভুত জীব…না?'

ওর গা ঘেঁষে এল অ্যান। 'আমি এ পথে নতুন।'

'আমিও,' স্বীকার করল বব। ও জানে, কী করা দরকার এখন কিন্তু

শুরু করতে ভয় পায়। অ্যান ওর বাঁ হাতের নাগালের মধ্যে বসে আছে।

অ্যান বলল, 'তোমার বোধহয় এখন উচিত আমাকে চুমু খাওয়া। কাল তুমি চলে যাবে। দাদুও থাকছেন না। আমি ভীষণ একা হয়ে যাব।'

উঁচু করে মুখে ফেরাল ও, ববের বাহুবেষ্টনী ছোট হয়ে আসে। অ্যানকে সে দেখতে পাচ্ছে না, তবে জানে ওর চোখ বন্ধ, অধর স্ফুরিত। ওদের দ্রুতলয়ের নিশ্বাস মিশে গেল পরস্পর, এবং এবার বব উপলব্ধি করল তার হাত দুখানা দিয়ে কী করা উচিত। এতে অন্যায় কিছু নেই, সমস্ত দ্বিধা–দ্বন্দ্ব মুছে গেছে ওর, অ্যানও এটাই চাইছে।

সাত

পরম তৃপ্তিতে কেটে যাচ্ছে গ্রীষ্মের দিনগুলো। কাজের অগ্রগতির হার প্রশংসনীয়। শরতের রাউণ্ড–আপে বড়সড় একটা পাল হবে এ প্রতিশ্রুতি মিলছে। ঝকঝক করছে বাড়িঘর। প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেও এক ফোঁটা সুরা পান করেনি মন্টি। জীবনে এই প্রথম বব ওসমান অনুভব করছে সুখের মর্ম।

একদিন হঠাৎ করে উপস্থিত হল বার্ট ম্যানাস, ঘাম মুছল ভ্রূ থেকে, ঢকঢক করে কুয়োর পানি খেল অনেকটা, গোঁফের কোণে পাক দিয়ে বলল, 'নরকের এপাশে সেরা পানি। তুমি সুন্দর কাজ দেখিয়েছ, বব।'

'তুমি নিজেও খারাপ করছ না। শুনলাম গত হপ্তায় গরুর চালান পাঠিয়েছ একটা।'

'হ্যাঁ। মরিয়ার্টি আর সুইডি র‍্যাঞ্চ দেখাশোনা করছে এখন।' মাথা নাড়ল ম্যানাস। 'আমি শহুরে মানুষ। র‍্যাঞ্চিং গেঁয়োদের কাজ। ডিকিনসন আমাকে টেনে এনেছে এর ভেতর।'

'ক্যাট্‌ল্ কান্ট্রি হিসেবে জায়গাটা ভাল। ডিকিনসন ঠিকই করেছে।'

'হ্যাঁ। কখনো ভুল করতে দেখলাম না ওকে।' হাসল ম্যানাস, অসমান দাঁতের পাটি বার করে। 'মেয়র হওয়ার পর থেকে দাপট বেড়ে গেছে আরো।'

'শুনেছি।' বব এরচেয়ে বেশিকিছু বলল না। ম্যানাসের চেহারা দেখে বুঝল ওর অনুচ্চারিত কথাগুলো সে বিলক্ষণ অনুধাবন করেছে। তারপর মার্শাল যখন বিদায় নিল ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

'দেখা হবে খোঁয়াড়ে,' বলে ঘোড়ায় চাপল টাউন অফিসার, ট্রেইলের ভাটিতে এগোল। ও দৃষ্টিপথের আড়াল হবার আগমুহূর্তে র‍্যাগ শেড নেমে এল পাহাড় থেকে, মিলিত হল মার্শালের সঙ্গে। মিনিট দুই বাদে হ্যালিডে আর ফ্রে অনুগামী হল ওদের।

কোরাল থেকে বেরিয়ে এল মন্টি, পাইপে তামাক ভরছে। রাইডারদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'সার্কল এফ আর এক্স-ওয়াইর মধ্যে ভীষণ দহরম-মহরম, তাই না, বব?'

'আমাদের দেখার বিষয় না।'

'ঠিক।'

'অন্যদিকে,' বব বলল, 'দক্ষিণ থেকে প্রচুর মার্কা বদলান গরু আমদানি করছে এক্স-ওয়াই।'

'এটাও নিশ্চয় আমাদের দেখার বিষয় না?'

'ঠিক,' বলল বব।

ফস্ করে সালফারের একটা কাঠি জ্বালল মন্টি, শিখাটা নিরীক্ষা করল একটুক্ষণ, তারপর পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'ঝেড়ে কাশ, বুড়ো খোকা, দয়া করে।'

'পারছি না। স্রেফ অনুমান করছ। আমার ধারণা, শেড তার দলবল নিয়ে নিজেদের রেঞ্জ, অর্থাৎ সার্কল এফ-এর বাইরেই থাকে অধিকাংশ সময়। বেন ডিকিনসনের গরুবাছুরের সংখ্যা অনেক। ম্যানাসের এক্স-ওয়াইও বড় হচ্ছে ক্রমশ, অথচ গরু ব্যবসায় ম্যানাসের মন নেই। বেন ডিকিনসনের এমন কোন মতলব আছে যা আমরা জানি না, আন্দাজ করাও উচিত হবে না।'

'দক্ষিণে হরহামেশা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। ঘোষণা করা হয়েছে, গরুচোর ধরামাত্র লটকে দেয়া হবে।'

'আমরা কারো গরু চুরি করছি না, ওসব ফাঁসির ঝামেলায়ও নেই,' বব বলল। 'আমরা ঠিক পথে আছি।'

'তাই,' একমত হল মন্টি। 'যাই, আমি বরং খাবারের আয়োজন করি গিয়ে।' বাসার দিকে এগোল সে, মৃদুভাষী স্বাস্থ্যবান সতর্ক একজন মানুষ। চমৎকার রাঁধে লোকটা, বাড়ি মেরামতের কাজ শেষ হবার পর স্বেচ্ছায় গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছে।

'বব ঘোড়ার কাছে গেল, স্যাডলে উঠে উত্তরে ছুটল। জিম ব্যানিং নামে এক ভবঘুরেকে ও ফোরম্যান নিযুক্ত করেছে, তার সাথে রয়েছে কান্টেরো আর সিলভি, দুই মেক্সিক্যান ভ্যাকুয়েরো। একহারা গড়ন ব্যানিংয়ের; স্বল্পবাক, বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ।

র‍্যাঞ্চ থেকে দুমাইল দূরে, পেছনের পাহাড়ে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ওরা। বব যখন উপস্থিত হল তখন তিনজনই পুবে, এক্স-ওয়াইর দিকে তাকিয়ে ছিল।

'বস্,' বলল ব্যানিং, 'হাউডি।'

মৃদু কণ্ঠে বলল বব, 'তোমাদের এখন রেড ক্যানিয়নে থাকার কথা না?'

'ওদেরকে বার করে এনেছি তাড়িয়ে।'

'ঠিক আছে। আর কিছু?'

ভ্যাকুয়েরো দুজন, মুখ গম্ভীর, সালাম জানিয়ে পশ্চিমের তৃণপ্রান্তর অভিমুখে চলে গেল। ব্যানিং বসে রইল, টুপি চোখের ওপর নামান।

বব বলল, 'যা বলতে চাইছ বলে ফেল।'

'বলছি।' মাথা তুলল ব্যানিং, দূর-ব্যবধানে বসান সবুজ চোখ দুটো সংকুচিত। 'বস্, কিছুক্ষণ আগে দূরে একটা গুলির শব্দ শুনলাম। ছেলেগুলো একটু ভড়কে গেছে। তুমি জান, মেয়র জুলুম শুরু করার পর থেকে ওদের মনের অবস্থা কেমন যাচ্ছে।'

বব বলল, 'আমি নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেই পছন্দ করি।'

'হ্যাঁ,' বলল ব্যানিং। 'তবে আমি গুলির আওয়াজ পেয়েছি।'

'আচ্ছা। তারপর?'

'ভ্যাকুয়েরোদের শান্ত করতে গেলাম ওখানে। জানই তো ওরা অল্পে ভয় পায়, গরুর কাজ সেরকম বোঝে না।'

'ঠিক।'

'আমি গিয়ে দেখি দেরি হয়ে গেছে।' থামল ফোরম্যান। 'তুমি ডিপ ক্যানিয়ন চেন?'

'চিনি।' ফুটহিলসে বিশাল এক ফাটল ওটা, দেখে মনে হয় অতলান্ত, বহুকাল আগের কোন এক ভূমিকম্পের ফসল।

'শেড আর তার দুই সঙ্গী উলটো পথে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্যানিয়ন থেকে। ম্যানাস ছিল আমার দিকে, ঝড়ের বেগে ছুটে আসছিল এ পথে। ওরা একে অপরকে গুলি করছিল এটা নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য না?'

'বলে যাও, ব্যানিং।'

'শেডের সাথে আরেকটা স্যাডল হর্স ছিল, সওয়ারিবিহীন।'

'আচ্ছা?'

'ডিপ ক্যানিয়নের নিচে নামলাম আমি। বেশ কসরত করে।'

'আমি একবার গেছি ওখানে।'

'তাহলে তুমি বুঝবে।'

'কী দেখলে?'

'আমার পরিচিত এক লোককে। নাম, গিলহার্ডি। গুলি করা হয়েছে ওকে, তখনো গরম ছিল শরীর।'

'গিলহার্ডি সম্বন্ধে কী জান?'

'সমস্যা ওখানেই, বস্। গিলহার্ডি সেই জাতের মানুষ, যাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।'

'বহুরূপী?'

'অনেকটা। ওকে রাসলার জানতাম আমি। তারপর ডেপুটির দায়িত্বও পালন করতে দেখেছি।'

বব জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাজ ছিল সাথে?'

'না। কিছুই পাইনি। আমার ধারণা ওকে অন্য কোথাও মেরে লাশটা ওখানে ফেলে গেছে ওরা।'

'তোমার বিশ্বাস এটা আমাদের সমস্যা?'

ব্যানিং প্রশ্ন করল, 'আমরা কি ঘটনাটার সাথে জড়িত?'

'আমরা শুধু আমাদের র‍্যাঞ্চ বুঝি—অন্য কিছু না।'

দিগন্তে তাকাল ব্যানিং, তারপর মাটির দিকে। 'ঠিক আছে, বস্। আমরা আমাদের কাজ নিয়ে থাকব।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও, ভ্যাকুয়েরোরা যে পথে গেছে সেদিকে এগোল।

বাড়ি ফিরে চলল বব। গিলহার্ডির মৃত্যুর ব্যাপারে তার কিছু করার নেই। লোকটাকে হয়ত হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল শেড, মার্কা বদলাচ্ছিল ডিকিনসন অথবা ম্যানাসের গরুর। কিংবা হয়ত ঘোড়া চুরি করেছিল। হয়ত ওটাই তখন দেখে থাকবে ব্যানিং।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কোনটাই করছে না সে। দক্ষিণের কোন র‍্যাঞ্চার বা ডিকিনসন কিংবা ম্যানাসের পক্ষে খবরদারি করার প্রয়োজন নেই তার। গিরিখাতে পড়ে থাকা লোকটার প্রতিও নৈতিক কোন দায়িত্ব সে বোধ করে না। ব্যানিং জানিয়েছে ওই লোক একসময় রাসলার ছিল।

দুদিন আগে বা পরে, পরিণামফল ভোগ করতেহ হয় এদের। পশ্চিম বড় কঠিন জায়গা, ভাবে ও, বিশেষত এখন। তার দায়িত্ব র‍্যাঞ্চ সামলান, আগামী বসন্তের মধ্যে বন্ধকের প্রথম কিস্তি শোধ করতে হবে। গরমের সময়টা সুন্দর কাটছে, তাকে ঝামেলায় ফেলছে না কেউ।

দূরে থাকতে হবে তাকে। কেউ তার ওপর গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব অর্পণ করেনি; সে আইনের লোক নয়, ছিল না কখনো, হতেও চায় না কোনদিন। এটা তার ভাই ও'নীল ওসমানের কাজ। কিছুটা হয়ত-বা ওরিনকেও মানায়। কিন্তু ববকে নয়। সে গরু ব্যবসায়ী, এ পরিচয়েই পরিচিত হতে চায়।

তবু, ওর অস্বস্তিবোধ যায় না। মানুষকে পরিকল্পনামাফিক এগোতে হয়, বিশেষত নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যখন সে জানে। বেন ডিকিনসন অত্যাচার করছে মেক্সিক্যান-আমেরিকানদের ওপর। র‍্যাগ শেড খুনি এবং, সম্ভবত, গরুচোর। ম্যানাস ডিকিনসনের লোক এবং শহরটা পুরোপুরি বেনের নিয়ন্ত্রণে।

কাছেপিঠে অন্য কোন র‍্যাঞ্চ নেই। কেবল সার্কল এফ, এক্স-ওয়াই আর বি ও। ডিকিনসনই প্রথম গরু এনেছে এখানে, এবং এ অঞ্চলে সফল র‍্যাঞ্চার বলতে একমাত্র তাকেই বোঝায়। আর কেউ সুবিধে করতে পারেনি। দক্ষিণে একসারি দুর্গম পাহাড়-পর্বত আছে, যেগুলো এই অঞ্চল আর প্রতিবেশীদের মাঝে আড়াল তুলেছে। ওদিকে গিরিখাত আছে কয়েকটা, ওই পথে রাতের অন্ধকারে চোরাই গরু পাচার করা সম্ভব।

এরপর ওর মনে হল সে অকারণ দুশ্চিন্তা করছে, অনেকদিন যায়নি শহরে-এবং অ্যানের কাছে। বাসায় ফিরে ঘোষণা দিল শহরে যাচ্ছে সে, তবে এ যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করল না। ওর কথায় স্বজান্তার ভঙ্গিতে হাসল মন্টি, মাথা দোলাল ওপর-নিচ।

ব্যাংকের বন্ধ অফিস কামরায় বেন ডিকিনসন বসে। কথা শুনছে গভীর

মনোযোগে। ওর ডেস্কের ওপর নিকেল প্লেটেড একটা স্টার আর কয়েকটা খুচরো ডলার পড়ে।

'টিকটিকি ছিল লোকটা,' আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বলল শেড। 'আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি। ও-ই গুলি করেছিল আগে।'

'ঠিক আছে,' বলল ডিকিনসন। 'আমি প্রথমবারেই তোমার কথা শুনেছি।'

'আমাকে গুলি না করলে আমি ওকে মারতাম না।'

ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ল ডিকিনসন, ব্যাজটা ডেস্ক ড্রয়ারে চালান করল। 'দোষটা তোমার না, র‍্যাগ। ডিপ ক্যানিয়নে লাশ ফেলে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। তখন কী বললে যেন, ওসমানের ফোরম্যান দেখতে পেয়েছে তোমাকে?'

'টিকটিকিটাকে আমরা ঝেড়ে ফেলার পর। কাল ওর ঘোড়ার গায়ে আমাদের মার্কা লাগিয়ে দেব।'

'আজই লাগান উচিত ছিল।'

'সময় পাইনি, বেন,' বলল শেড। 'আমরা লোহা বার করার আগেই ব্যানিং এসে পড়েছিল।'

'ঠিক আছে,' আবার বলল ডিকিনসন। কাজটা পছন্দ হয়নি ওর, কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। 'গরুগুলোর ব্যবস্থা করতে পারলেই হল।'

'ব্র্যাণ্ডিংয়ে আমার জুড়ি নেই, তুমি জান।'

'কানের মার্কা?'

শেড আকর্ণ হাসল। 'তোমার মার্কার সাথে মেলে না এরকম কিছু আমরা ধরি না।'

'বেশ।' ডেস্কের এপাশে একশটা ডলার ঠেলে দিল বেন। 'সবাইকে বলবে সমঝে চলতে।'

টাকা তুলে নিল শেড। 'তোমার কথা আমি বুঝেছি। সামলে নেব

ওদের।'

'তোমার বাড়তি টাকা পয়সা বোধহয় ব্যাংকে রাখলেই ভাল করবে,' পরামর্শ দিল ডিকিনসন। 'দুর্দিনে কাজে আসবে।'

মাথা নাড়ল শেড। 'সেরকম অবস্থা যদি আসেই, বেন, টাকাপয়সা হাতে রাখতেই আমার ভাল লাগবে।'

হেসে উঠল ডিকিনসন। 'আমার সাথে থাকলে তেমন অবস্থা কোনদিনই হবে না।'

'জানি। তবে কুকুরের লেজ হাজার টানলেও সোজা হয় না। আমার অংশ আমি নিজের কাছেই রাখব। অন্যদের কথা···জানি না।'

'এজন্যেই তুমি ফোরম্যান হয়েছ, র‍্যাগ।' উঠে দাঁড়াল ডিকিনসন, অন্তরঙ্গের মত চোখ মটকাল। বেরিয়ে গেল শেড, ভাবছে তার দায়িত্ব সে পালন করেছে।

ডিকিনসন বসে পড়ল আবার, ভ্রূ কুঁচকে আছে। একটা ভুল, ভাবল সে, একটিমাত্র ছিদ্র, টেরিটোরিয়াল হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে যাবে খবর এবং ক্যাটল্‌মেনস এসোসিয়েশন নেকড়ের মত হামলে পড়বে তার ওপর। একটা ভুলই যথেষ্ট, যেমন ডিপ ক্যানিয়নে ফেলে আসার বদলে শেড যদি ওই রেঞ্জ ডিটেকটিভকে মাটিচাপা দিত। কবর খুঁড়ে লাশ তোলা যায়। ব্যানিংয়ের মত লোকেরা সাক্ষী হতে পারে। বব ওসমান···ওর অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না কিছু। মনে হয় তাল মিলিয়ে চলবে সে, তবে মেক্সিক্যান বন্ধুদের ব্যাপারে ওর বড্ড দরদ, উলটোপালটা প্রশ্ন করে বসে যেখানে তার মুখ বন্ধ রাখা উচিত। এবং···ছোকরা ঘুরঘুর করে অ্যান উইলিসের পাশে।

পেছনের দরজায় অস্পষ্ট একটা টোকা পড়ল। টেবিল ছাড়ল বেন, চোখ রাখল জুডাস হোলে। এরপর দরজা খুলল সে, কপাল কুঁচকে আছে সামান্য। সুসান কার্টার ঢুকল ভেতরে, হাসল।

'চিন্তার কিছু নেই,' বলল ও। 'আসার আগে সবদিক দেখে নিয়েছি।

কেউ লক্ষ করেনি।'

'কথা সেটা না। এটা ব্যবসার সময়।'

'যাও, র‍্যাণ্ডি হোল্টকে বল গিয়ে, কেউ যেন তোমাকে বিরক্ত না করে। বরাবর এটাই করে আসছ তুমি।'

পিঠ সোজা একটা চেয়ারে বসল সুসান। হালকা ধূসর একটা স্কার্ট পরেছে, স্যান ফ্র্যান্সিসকোয় তৈরি, লো কাট গলা। শ্যামলা উজ্জ্বল ত্বকে পাউডার বুলিয়েছে আলতো। ছোট্ট কামরায় সিগারের কটু গন্ধের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ওর পারফিউম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বিদ্রূপ করছে মেয়েটির চোখ, তবে ডিকিনসন জানে তাকে ব্যঙ্গ করার সাহস ওর হবে না

'লুকাবার প্রয়োজন নেই আমার,' বেন বলল। সুসান রূপসী, নিঃসন্দেহে, তবে ইদানীং তার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওকে আঘাত দেয়ার চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু এখন আর এতে কাজ হয় না। নির্বিবাদে সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করে ও—ইণ্ডিয়ান রক্তের জোরে। তাকে তিরস্কার করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না কখনো, যদিও নিজের ভবিষ্যৎ সে নিশ্চয় আন্দাজ করে ফেলেছে এতদিনে।

'স্বাভাবিক,' সায় দিল সুসান। 'এইমাত্র ওসমানকে দেখলাম।'

'তাতে কী?' কথাটা উল্লেখ করবার একটিমাত্র কারণ থাকতে পারে ওর, বেন জানে। মুখের ভাব যথাসম্ভব নির্লিপ্ত রাখল সে। এ প্রসঙ্গে সুসানের সাথে আলোচনা করতে চায় না।

'এক সুন্দরীর কানে মধু ঢালছিল ও,' মুচকি হাসল সুসান, কাঁধ উঁচু করল একটা যাতে লেস বসান জামার নিচে ওর বক্ষ স্ফীত হয়ে ওঠে। একটা সময় গেছে যখন এই দৃশ্য ডিকিনসনের ক্ষুধা জাগিয়ে তুলত, কিন্তু এখন শুধু অবসাদ বোধ করল—এবং বিরক্তি।

ডিকিনসন বলল, 'আর কোন মুখরোচক আলোচনা? আমি জানতাম না তুমি এত খবর রাখ। আগে রাখতে না।'

'জানালা থেকেই সব দেখতে পাই। দর্শকের আসন, তবে একান্তই আমার নিজস্ব। ভাবছি, কদিন বেড়িয়ে এলে কেমন হয়।'

'স্যান ফ্র্যান্সিসকোয়? ফের ওখানে?'

'আরে না। ডেনভারের কথা ভাবছিলাম। নতুন হোটেলটায়—সবাই বলছে খুব নাকি জমকাল।'

একমুহূর্ত ভাবল বেন, তারপর উদ্ভাসিত হল। 'জান, আইডিয়াটা মন্দ নয়। তোমার হয়ত বদ্ধজায়গায় থাকতে আর মন টিকছে না। স্বাভাবিক, অনেকদিন হল একভাবে রয়েছ।'

'তাই।' ডিকিনসনকে এত অল্পে রাজি হতে দেখে শঙ্কিত বোধ করে সুসান, পাছে চেহারায় তার লক্ষণ ফুটে ওঠে তাই মুখ ঢাকল। 'ভাবছিলাম বড় হোটেলে ডিনার, শখের কেনাকাটা—এগুলোর কথা।'

পুরু একটা ওঅলেট বার করল ডিকিনসন, ওটার ভেতরের মালমশলার বেশিটাই হস্তান্তর করল। 'আমি কি কখনো না বলেছি তোমাকে?'

'তা কেন বলবে, বেন। টাকার ব্যাপারে তুমি চিরকাল উদার।'

ডিকিনসন বলল, 'জান, আমার অনেক বড় পরিকল্পনা আছে—আমাদের ব্যাপারে।'

'জানি। পরিকল্পনা আছে তোমার।'

'কেবল এর জোরেই আজ আমি এত ওপরে। পরিকল্পনা।'

'অবশ্যই,' বলল সুসান কার্টার। ওর ব্যাপারে ডিকিনসনের কোন পরিকল্পনাকে সে আজকাল ভয় পায়। এবারের যাত্রায় ছোট্ট ডেরিঞ্জারখানা তাই সঙ্গে রাখবে সবসময়। টাকাগুলো তুলে নিল ও। 'সন্ধের ট্রেনেই যাব ভাবছি।'

'এত শিগগির?' হাসল ডিকিনসন। 'পালাতে চাইছ?'

'তুমি সেটা খুব ভাল করেই জান।' ওকে চুমু খেল সুসান, দরজায় গেল। 'অসাবধান হয়ো না, এখন। যেন সফল হয় সে চেষ্টাই কর।'

ডিকিনসনের উদ্দেশে হাসল ও, বেরিয়ে গেল।

ডেস্কের পেছনে আবার বসে পড়ল বেন। কাজের দিনে বব ওসমান শহরে কেন, ভাবল সে। অ্যান উইলিসের সাথে দেখা করতে? নিশ্চয়, কোন সন্দেহ নেই। এর একটা সুরাহা করতে হবে, যথা সময়ে।

রাগতভাবে আরেকটা সিগারের গোড়া কামড়াল সে।

বহুকিছুই ঘটেছে এ গ্রীষ্মে। টেরিটোরিয়াল সিটির বিরুদ্ধে বেসবল ম্যাচ খেলেছে ডিকিনসন সিটি। বব পালন করেছে ক্যাচারের ভূমিকা। ক্রিকেট খেলার অনুকরণে সাইডআর্ম বল করেছে মন্টি, বিপক্ষের বারজনকে তাঁবুতে ফেরত পাঠিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে। দুই উচ্ছৃঙ্খল যুবক ব্যাংক ডাকাতির চেষ্টা করে মারা পড়েছে ম্যানাস আর সুইডির গুলিতে। দুপুরের রোদে ওদের হাত-পা ছড়ান লাশের ছবি তুলেছে এক ভবঘুরে ফোটোগ্রাফার। সে ছবি এখনো শোভা পাচ্ছে ব্যাংকের জানালায়।

মরুভূমির উত্তাপ অসহনীয় হয়ে ওঠায় পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে লোনলি উইলিস, খাবারের সন্ধানে মাঝে মাঝে আসে ববের র‍্যাঞ্চে, গল্প করে যায়। সদ্য প্রস্ফুটিত লিলিফুলের মত তরতাজা হয়ে সুসান কার্টার ফিরে এসেছে ডেনভার থেকে। বার দুয়েক ওর দৃষ্টিতে আমন্ত্রণ দেখেছে বব, আকর্ষণ বোধ করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অ্যান উইলিসের ভালবাসা ওকে রক্ষা করেছে।

আঠারোটি শিশু জন্ম নিয়েছে মেক্সিক্যান কোয়ার্টারে। প্রতিটির জন্মের পর অনুষ্ঠিত হয়েছে উৎসব। কখনো কখনো বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গেছে উৎসব, ফলে কর্তৃপক্ষের সাথে গোলমাল হয়েছে ওদের, তবে কারো হাড় ভাঙেনি। বেন ডিকিনসন টাকা ধার দিয়েছে সবাইকে, শরতের চালান থেকে মোটা মুনাফা তুলে নেবার আশায়।

এরপর এসে পড়ল হেমন্তকাল, তবে গতানুগতিকভাবে নয়। সূর্যের রঙ মরে গেল দ্রুত। কেউ কোন চালান পাঠাবার আগেই অক্টোবরের

শুরুতে আরম্ভ হল তুষারপাত। পুবে জিনিসপত্রের দাম ঝপ্ করে পড়ে গেল হঠাৎ, দর বাড়ার আশায় সবাই তাদের গরুবাছুর ধরে রাখল।

এবং এরপর আঘাত হানল তুষারঝড়, মানুষ এর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রস্তুতি নেবার ছ সপ্তাহ আগে। বার্নে স্থান সংকুলান হল না, ঘেসো জমিগুলোও ভরে উঠল অসংখ্য গরুর পালে। মাথার ওপর ছাত না থাকায় টেরিটোরির সর্বত্র দলে দলে মারা পড়তে লাগল অসহায় জানোয়ারগুলো। বব ওসমান অমঙ্গলের পদধ্বনি শুনতে পেল। সবকিছু এতদিন যেন বড় বেশি নিরুপদ্রবে এগোচ্ছিল।

দ্বিতীয় তুষারঝড়টা আক্রমণ শানাল নভেম্বরের শুরুতে। এর সাদা চাদরের নিচে চাপা পড়ল প্রথম ঝড়ের গলা তুষার এবং সেগুলো এবার জমাট বেঁধে গ্রাস করে ফেলল সমস্ত ঘাস।

অবিরাম তুষারপাত চলল বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে, সঙ্গে হাড় কাঁপান উত্তুরে হাওয়া। ঝড় আর ঠাণ্ডার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে নিউমোনিয়া বাধিয়ে বসল লোকজন, গরুবাছুর বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত মারা পড়ল নিজেরাই। দেখতে দেখতে উজাড় হয়ে গেল সব গাছপালা, মারা গেল হাজার হাজার গরু। প্রথমে বাছুর, তারপর পোয়াতি গাভী, এবং সবশেষে ষাঁড়। চোখের সামনে ওদের মৃত্যু দেখা ছাড়া কারোরই আরকিছু করার থাকল না।

অধিকাংশের তুলনায় বব ওসমান এ দুর্যোগ মোকাবেলা করল দক্ষতার সাথে। বাড়ির অদূরে ওর চারণভূমি, বার্নটা ছেড়ে দিল প্রজনন উপযোগী কয়েকটা গাভী আর কমবয়েসী স্বাস্থ্যবান একটা ষাঁড়ের জন্যে। আবহাওয়ার ভাবগতিক সুবিধের নয় আঁচ করে, মন্টি আগেভাগে বাড়ির চারপাশে সাময়িক আস্তানা তুলেছিল কয়েকটা। ওগুলোয় ঠাঁই পেল কিছু গরু। শীতের সময়েও পাহাড়ের ওপরের যেসব অংশের গাছপালা বেঁচে থাকে সেখান থেকে ওদের জন্যে খাবার জোগাড় করে আনল ব্যানিং।

শহরে উইলিসদের বাসায় নিরানন্দ পরিবেশে উদযাপিত হল

ক্রিসমাস, তবু এরইমধ্যে বব আর অ্যান নিজেদের জন্যে বার করে নিল কিছু একান্ত মুহূর্ত।

অ্যান বলল, 'বব, তুমি কিছু বিক্রি করতে পার না? বেন চালান পাঠাচ্ছে।'

মাথা নাড়ল বব। 'বাজার দামে প্রচুর লোকসান হয়ে যাবে আমার। হাড্ডিসার হয়ে গেছে একেকটা, ওজনে মার খাবে। তারচেয়ে যেসব গরু রেখে দিয়েছি তারাই ভবিষ্যতে বংশবৃদ্ধি করবে। যাদের অনেক আছে তাদের পক্ষে সস্তায় বিক্রি করা সম্ভব।'

কথাটা শুনতে পেয়ে বারান্দায় এসে ওদের আলোচনায় শরিক হল লোনলি। 'বব ঠিকই বলছে। পুবে গরুর দাম পড়ে গেছে। বছরটাই খারাপ। এ অবস্থায় আর কিছুদিন যদি ওদের ধরে রাখতে পার, বিপদ সামলে নিতে পারবে তুমি।'

অ্যান জিজ্ঞেস করল, 'অন্যদের কী অবস্থা হবে?'

'বেনের ওপর নির্ভর করছে,' বলল বব। 'কাউন্টির সবারই দেনা আছে ব্যাংকে।'

'খোদা ওদের সহায় হোন,' টিপ্পনী কাটল লোনলি, ঘরে ফিরে গেল।

'নিজের স্বার্থেই বেন বাঁচিয়ে রাখবে শহরটাকে,' বলল বব। 'নইলে সে মুনাফা করবে কোথায়?'

'বাবাকে তো জানই,' ভ্রূকুটি করে বলল অ্যান। 'বেনের খারাপ দিকটি কেবল দেখতে পান।'

আরো কিছু বিষয়ে আলাপ করল ওরা। এরপর বেন ডিকিনসন নিজেই হাজির হল ওই বাড়িতে। প্রত্যেকের জন্যে কিছু উপহার এনেছে সে। অ্যানের জন্যে রয়েছে মুক্তোর নেকলেস।

মালাটা ওর গলায় পরিয়ে দিল বেন, আয়নায় দেখল অ্যান কেমন লাগছে। দূরে দাঁড়িয়ে রইল বব—হীরের কুচি বসান একটা আংটি এনেছে ও, মুক্তোগুলো অ্যান নেড়েচেড়ে দেখার সময়ে ঝিকিয়ে উঠল

সেটা।

অ্যান বলল, 'জিনিসটা সত্যিই অপূর্ব, বেন, কিন্তু আমি যে নিতে পারছি না।'

'আশ্চর্য,' বলল ডিকিনসন। হীরের আংটিখানা চোখে পড়ায় মুখ কালো হয়ে গেছে ওর। 'কী এমন ঘটল যে পুরোন একজন বন্ধুর এই সামান্য উপহারটা তুমি নিতে পারবে না?'

নেকলেসটা খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল অ্যান। 'আমাদের একটা ছোট্ট ঘোষণা দেয়ার আছে। দাদু?'

টম অ্যাণ্ড জেরিভর্তি মগখানা উঁচু করল লোনলি। 'সবাই ভরে নাও।'

প্রত্যেকের কাছে গেল মন্টি, পেয়ালাগুলো ভর্তি করে দিল আরেক দফা। দুবার থামল সে, তৃষ্ণাতুর দৃষ্টিতে তাকাল পাঞ্চ বোলের দিকে, প্রতিবারই স্বর্গীয় এক হাসিতে আলোকিত হয়ে উঠল তার মুখ, না চেখেই পরিবেশন অব্যাহত রাখল।

বেন ডিকিনসনের চেহারা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। এখন তার হাতে সাদা পানীয়ভর্তি লম্বা একটা গ্লাস। চকিতে একবার ববের দিকে তাকাল সে, পরক্ষণে সরিয়ে নিল দৃষ্টি।

লোনলি উড়ে বেড়াচ্ছে সারা ঘরে। পেদ্রো আর কনসুয়েলা আছে ওখানে। আছে ব্যানিং এবং শহরের আরো কিছু গণ্যমান্য লোক। এখন শেষ বিকেল, গত কয়েক হপ্তায় সূর্য দেখা যায়নি বলে সময় ঠাহর করা যাচ্ছে না। ক্রিসমাস ট্রি-টা গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের এক কোণে, ডালে ডালে ঝুলছে রঙবেরঙের কাগজের ফুল আর রকমারি খাবার।

লোনলি বলল, 'আজ তোমাদের সবাইকে আমি একটা আনন্দের সংবাদ দিচ্ছি। আমার নাতনি, অ্যান, অবশেষে তার উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পেয়েছে। এই হল তার ভাবী বর — বব ওসমান।'

তুমুল করতালির মাধ্যমে খবরটাকে স্বাগত জানাল অতিথিরা। বিস্মিত হয়নি কেউই, বব ভাবল, এমনকি বেন ডিকিনসনও। ওকে ঘিরে ধরল ওরা, করমর্দন করছে, পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে। অ্যান দাঁড়িয়ে ওর পাশে, মাথা উঁচু, মুখ আরক্ত। সকলের শেষে এগিয়ে এল ডিকিনসন, বাঁ হাতে সুরার পেয়ালা।

'কংগ্রাচুলেশনস, বব। সেরা লোকই জিতল আবার।'

'ধন্যবাদ, বেন, তবে বৃক্ষের পরিচয় কিন্তু ফলে,' বলল বব। 'হাতের তাস ফেলার আগে কেউই বলতে পারে না কে সেরা।'

বেন বলল, 'মনে রাখবার মত কথা বটে।' অ্যানের হাত স্পর্শ করল ও, চোখে চোখে তাকাল না। এরপর দূরে সরে গেল সিটি মেয়র, কথা বলল সবার সাথে। তারপর ববের দিকে আর একটিবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই বিদায় নিল।

ববের কানে কানে লোনলি বলল, 'সাবধান, বৎস। তোমার এক নম্বর শত্রু তুমি পেয়ে গেছ।'

'সম্ভবত।'

'দেখেছ কীভাবে তাকাল?'

'দেখেছি।'

'এরপরও সন্দেহ আছে?'

একটুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বব বলল, 'ব্যাপারটা এরকম, লোনলি। মানুষ যখন কাউকে ঘৃণা করে তখন তার একটা ক্ষতি তাকে করতে হয়। আর যখন কোন চতুর লোক ঘৃণা করে, তখন সে সময়ের অপেক্ষায় থাকে। আমি সাবধান থাকব।'

'বেশিদিন অপেক্ষা তোমাকে করতে হবে না,' লোনলি বলল। 'বসন্ত আসতে দাও, সুদের প্রথম কিস্তি শোধ দেয়ার সময়ই দেখতে পাবে।'

'আমি সোনার হাঁস,' বব বলল। 'আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে ডিকিনসনেরই লাভ।'

'সময়ই এর প্রমাণ দেবে, বাছা।'

আর কী করতে পারে সে, বব ভাবে, মরিয়া হয়ে লেগে থাকা ছাড়া? রক্ত পানি করে পরিশ্রম করেছে সে। এখন এর শেষ দেখে তবে ছাড়বে। ঘুরে দাঁড়াল ও, নিজের হাতের ভেতর ওর একটা হাত তুলে নিল অ্যান।

আট

রামসে বুচাননের হাড় জিরজিরে একটা ঘোড়ায় চেপে শহরের বাইরে গেল অ্যান উইলিস, পাহাড়ের মাথায় উঠে নামল স্যাডল থেকে। গান গেয়ে উঠল একটা পাখি। অ্যান আনন্দিত বোধ করল। বসন্ত সমাগত। সূর্য এভাবে রোদ ছড়াচ্ছে যেন শীতের তিক্ততার কোন অস্তিত্বই ছিল না কোনকালে।

ইদানীং সে কদাচিৎ বেড়াতে বেরোয়; বিয়ের ছোটখাট শতেক পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। জুনে বিয়ে ওর, এখন এরচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আরকিছু তার কাছে মনে হয় না। আজ বিকেলে আগেভাগে স্কুলে ছুটি দিয়েছে সে, জানে বব রেঞ্জে আছে, তাই এ সময়টা একাকী কাটাতে চাইছে।

র‍্যাঞ্চের কথা মনে পড়ে ওর, ভাবে মন্টি কী সুন্দর ঢেলে সাজিয়েছে বাড়িটা। অ্যানের পছন্দ অনুযায়ী আসবাব বানাচ্ছে ও, দেয়ালে হরেক রঙের কাগজ সাঁটছে। এ উপত্যকায়—টেরিটোরিতে—ওরকম বাড়ি আর একটি মিলবে না।

ববের কথা ভাবে ও। বিনয়ী, অথচ প্রয়োজনে কঠোর এবং আপসহীন। ববের পরিবারের কথা ভাবে অ্যান, যাদের কথা ও প্রায়ই গল্প করে। ওর মায়ের কাছে সে চিঠি লিখেছে, যদিও এখনো উত্তর পায়নি। অ্যান আশা করে, বিয়েতে ওরা সবাই উপস্থিত থাকবে।

এগুলো হালকা, উপরিতলের ভাবনা, আজ যেগুলোকে মনে খেলে বেড়াতে দিচ্ছে সে। গভীর চিন্তাও আছে কিছু, তবে আপাতত সেগুলোর দরজায় ও তালা এঁটে রেখেছে। আজকাল ববের প্রতি সে বেশি করে শারীরিক আকর্ষণ বোধ করে। এর রহস্য অ্যান বুঝতে পারে না। দাদুর জন্যেও চিন্তা হয় ওর, বহুদিন হল তিনি বাড়িতে অনুপস্থিত। বাবাকে মনে পড়ে, আদর্শবাদী ভাবপ্রবণ ওই মানুষটির অনেককিছু মেয়ের স্বভাবে বর্তেছে।

শেষোক্ত এই ব্যাপারটিতে লোনলির অনুমান নির্ভুল। বাবার চরিত্রের বহু বৈশিষ্ট্যই অ্যান পেয়েছে। এ শহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন তিনি, কিন্তু শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি। অ্যান পরিষ্কার মনে করতে পারে তাঁর লক্ষ্যহীন কর্মোদ্যমের কথা। এক আদর্শ সমাজবাদী ব্যবস্থার কথা বলতেন তিনি: পশ্চিমের এই বুনো দেশে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সহাবস্থান করবে মানুষ। পাহাড়ে সোনা খুঁজে পাবার আশা করেছিলেন তিনি, ভেবেছিলেন সেই সোনা ব্যয় করবেন জনকল্যাণে। অ্যানের মনে পড়ে, এসব কথা বলার সময় কী রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠত বাবার চোখ, মনে পড়ে ভুল পরিকল্পনায় কীভাবে বিফলে গেছে তাঁর সমস্ত উদ্যোগ।

এরপর বেন ডিকিনসন এল এবং তার অল্প পরে মারা গেলেন ওর বাবা। লড়াই হয়নি, বাধেনি কোন সংঘর্ষ। ডিকিনসনের নির্মম নিষ্ঠুর

কৌশলের সামনে তিনি ছিলেন অসহায়, বান্ধবহীন। তাঁর পক্ষে কোন অজুহাত খুঁজে পায় না অ্যান। শক্তিমান উদ্যমী পুরুষদের মাঝে তিনি ছিলেন দুর্বলচেতা আত্মভোলা এক মানুষ।

এরপরও, বাবার কিছু কিছু গুণ তার মধ্যে আছে। এতদিন আড়ালে ছিল সেগুলো, বব ওসমানের আবির্ভাবের পর থেকে ঠেলাঠেলি করে দখল নিতে চাইছে ওর সমগ্র সত্তাকে। বরাবর শান্তস্বভাব সে, ভাবুক তবে বাস্তববাদী, আপসে বিশ্বাস করে, বিরোধিতা করে আদর্শবাদিতার কিন্তু কখনো লাগামছাড়া হয় না। এমনকি এখনো, মাঝে মাঝে, এসব দুর্ভাবনা তাকে পেয়ে বসে। সে কি পারবে আদর্শ স্ত্রী হতে? বব কি যোগ্য লোক? ডিকিনসনের বিরুদ্ধে জেহাদ অব্যাহত রেখে দাদু কি ভুল করছেন না?

কালো স্ট্যালিয়নে চড়ে বেন ডিকিনসন যখন পাহাড়ের মাথায় ওর পাশাপাশি হল, তখন অ্যান একটুও বিস্মিত হল না। বরং মনে হল লোকটা যেন সশস্ত্র অবস্থায় তার ভাবনা থেকে উত্থিত হয়েছে।

ডিকিনসন বলল, 'এদিকে আসছ দেখে অনুমান করলাম, নিশ্চয় এখানে থাকবে, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবে।'

'অপূর্ব দৃশ্য।'

নেমে পড়ল বেন ডিকিনসন, তার আয়তনের তুলনায় সাবলীল ভঙ্গিতে, অ্যানের ঘনিষ্ঠ হল। নিচে শহরটাকে পাশার ছকের মত দেখাচ্ছে।

ডিকিনসন বলল সরাসরি, 'শহরটা খুব ভাল। তোমার বাবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আমি শ্রীবৃদ্ধি করেছি।'

'এই একটা কথা, বেন, আর কতবার বলবে তুমি?'

'কথাটা সত্যি।'

'অংশত।'

'সম্পূর্ণ সত্যি। তোমার বাবা বেঁচে থাকলে, আমরা একসাথে

গড়তাম।'

অ্যান বলল, 'এসব অর্থহীন কথা বলে কী লাভ, বেন!'

'হয়ত আমারই দোষ সব।' ডিকিনসনের সুর বদলে গেছে। অস্বস্তিভরে অ্যান সরে গেল তফাতে। 'অ্যান···তুমি নিশ্চয় বিয়ে করছ না ওসমানকে, করছ?'

শিউরে উঠল অ্যান। বেন কি তার মনের কথা পড়ে ফেলেছে? লোকটা এতই জানে তাকে? 'তুমি কি পাগল হলে?'

খপ করে ওর হাত চেপে ধরল ডিকিনসন। 'তুমি ওকে বিয়ে করতে পারবে না, অ্যান। তুমি জান তোমাকে আমি কী চোখে দেখি। জান, তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

'হাত ছাড়, বেন, লাগছে।'

'উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় কথাটা বলতে এতদিন আমি দেরি করছিলাম।' অ্যানকে কাছে টানল ডিকিনসন।

ফুঁসে উঠল অ্যান। 'তোমার "উপযুক্ত সময়ে" মানে সুসান কার্টারকে বিদায় করা তো?'

'কালই ওকে তাড়িয়ে দেব আমি। শুধু বল, ববকে তুমি বিয়ে করবে না।'

ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করল অ্যান। মুখোমুখি হল ডিকিনসনের, চোখে আগুন। 'এত দুঃসাহস তোমার হল কীভাবে, বেন? কী করে ভাবলে তোমার সাথে আমি রফায় আসব?'

'আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি তোমায় দিতে হবে না। শুধু ওকে বিয়ে না করলেই চলবে।'

অ্যান বলল, 'গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ ছিল, বেন, তুমি কোন কুমতলবে আছ। কিন্তু একথা বলবে ভাবতে পারিনি। ঘেন্না হচ্ছে এখন। দয়া করে তুমি কি যাবে এখান থেকে?'

ওকে জড়িয়ে ধরতে গেল ডিকিনসন। তৈরি ছিল অ্যান, সবুট লাথি

মারল সিটি মেয়রের পায়ে। অল্পতেই দারুণ হাস্যকর হয়ে উঠল ব্যাপারটা, এবং তা উপলব্ধি করে রণে ভঙ্গ দিল ডিকিনসন, দূরে সরে গিয়ে হাঁপাতে লাগল।

অ্যান বলল, 'এবার নিশ্চয় বুঝেছ শেষ হয়ে গেছে সব। মানে আমাদের বন্ধুত্বের কথা বলছি। অথচ এরকম কিছু ঘটুক আমি চাইনি। তোমার কিছু কিছু জিনিস আমার ভাল লাগত। তুমি সব নষ্ট করে দিলে।'

রাগে দিশা হারিয়ে ফেলল র‍্যাঞ্চার। লম্বা একটা পা বাড়াল ওর দিকে। পরক্ষণে থমকে গেল, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, চোখ জ্বলছে শ্বাপদের মত, হাতের মুঠি অনবরত খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে। ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে ডিকিনসন বলল, 'নষ্ট করেছি? তোমাকে ছুঁয়ে? এ সংসারে কারা দলে ভারি বলে তুমি মনে কর?'

'তোমার আর সুসান কার্টারের মত মানুষেরা,' রূঢ় স্বরে বলল অ্যান। 'ম্যানাস আর র‍্যাগ শেডের মত লোকেরা। আমার বাবার সাথে নিজেকে তুমি তুলনা কর! আশ্চর্য, তাঁর সাথে একসারিতে তোমার নাম উচ্চারিত হতে পারে না।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' খেঁকিয়ে উঠল ডিকিনসন। 'তোমার বাবা, বব ওসমান। এরা সব ভাল লোক। তুমি ভাল লোকদের সাথে চলতে চাও...না? তুমি একটা বোকা, অ্যান। ইচ্ছে করলে এখনো অনেককিছু পেতে পার।'

'আর যা-ই করি তোমাকে অন্তত বিয়ে করব না, এটা জেন,' সতেজে জবাব দিল অ্যান। ঘুরে বাঁধন খুলল পনির, ছেলেদের মত করে লাফিয়ে স্যাডলে চাপল। ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে চলল শহরে।

পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে ডিকিনসন। বহুকালের মধ্যে এত ক্রুদ্ধ সে হয়নি, টেরিটোরিতে আসার পর নয়। মেয়েটার যাওয়া দেখে সে। চমৎকার ভঙ্গিতে চড়েছে ঘোড়ায়, অনবরত স্পার দাবিয়ে নেমে

যাচ্ছে ঢাল বেয়ে। ওই মেয়েকে চায় সে, বিয়ে করবে, তার জীবনের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত রত্ন ও।

অ্যানকে পাবে না এ সত্যোপলব্ধি ঘা দেয় তার পৌরুষে, নিচু স্বরে খিস্তি করে ওঠে সে, গাছের কাণ্ডে ঘুসি মারে।

সংযম ফিরে পেল ডিকিনসন। চিন্তার খাত পরিবর্তন করল বব ওসমানের দিকে। এবার সে শান্ত এবং ধীরস্থিরভাবে ভাবতে পারে। এই একটা সমস্যা সামলাবার মত ক্ষমতা তার আছে। জানে, ফোঁপর দালালদের শায়েস্তা করার রাস্তা।

ওর সমস্ত ক্রোধ আর ঘৃণা এখন পড়ল গিয়ে ববের ওপর। ঠাণ্ডা মাথায়, সুপরিকল্পিতভাবে কাজটা সে লোক দিয়ে করিয়ে নেবে। হৃষ্টচিত্তে কালো ঘোড়ার পিঠে চাপল ডিকিনসন, সার্কল এফ-এর উদ্দেশে রওনা হল। নির্দেশ নেবার অপেক্ষায় র‍্যাগ শেড থাকবে ওখানে। অন্যরা রেঞ্জে আছে, শীতের অত্যাচার সয়েও বেঁচে গেছে যেসব গরুবাছুর, সেগুলোকে রাউণ্ড-আপ করছে।

এই দুর্যোগ সে যোগ্যতার সাথে মোকাবেলা করেছে। আর্থিক ক্ষতি হয়েছে সত্যি, কিন্তু অন্যদের অবস্থা আরো সঙ্গিন। আর এটাই গুরুত্বপূর্ণ। নগদ অর্থের চেয়ে ক্ষমতা অনেক বেশি কার্যকর অস্ত্র। সবার বন্ধকের দলিল তার কাছে, সহজেই সম্পত্তির দখল নিতে পারবে। ক্ষমতার ভারসাম্য যতক্ষণ তার মুঠোয়, নগদ মুনাফার মায়া ত্যাগ করা যায়। কালকের লাভ আজকের ক্ষতি পুষিয়ে দেবে।

সার্কল এফ রেঞ্জের ওপর দিয়ে যেতে যেতে ওর সন্তুষ্টি বাড়ল। এরইমধ্যে ঘাসের চারা গজিয়েছে। বন্দুক তার হাতে, পানির উৎস সে নিয়ন্ত্রণ করে। পাহাড়ি পথের শেষ বাঁকটা ঘুরে যখন র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল তখন ওর স্থৈর্য সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে।

রান্নাঘরে ছিল র‍্যাগ শেভ, চীনা বাবুর্চি ইয়ুং লো-কে উত্যক্ত করছিল। ঘনায়মান গোধূলি আলোয় ওকে বাইরে তলব করল

ডিকিনসন। কোরাল ফেন্সের ওপরের রেইলে বসল ওরা।

'লোকজন তাড়াতাড়ি ফিরছে?'

'হ্যাঁ,' শেড বলল। 'চালান পাঠাবার তেমন কোন কাজ নেই তো। মানে, আবার দক্ষিণে যাবার আগে পর্যন্ত।'

'ওটা আপাতত কিছুদিন মুলতবি থাকবে। আমার লোক জানিয়েছে, সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে এসোসিয়েশন।'

'ডিপ ক্যানিয়নে আমরা এসোসিয়েশনের লোককেই গুম করেছি।'

'হ্যাঁ,' ডিকিনসন বলল। 'ম্যানাস সামলে নিয়েছে ব্যাপারটা। ওটা নিয়ে ভেব না। দলের অন্যরা এলে আমরা ওসমানের বাড়ি যাচ্ছি।'

'এর জন্যেই অপেক্ষা করছি আমি।'

'তুমি যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছ। আর কিছুদিন সবুর কর।'

'তারমানে এখনো সময় হয়নি টেক্সানকে নিকেশ করার?'

ফোরম্যানের দিকে তাকাল ডিকিনসন। 'তোমাকে খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে, র‍্যাগ।'

'এতে আত্মবিশ্বাসের কিছু নেই, বস্। আজ পর্যন্ত এমন কাউকে আমি দেখিনি যে পিঠে গুলি খায় অথচ চোট পায় না।'

'ঠিক,' সায় দিল ডিকিনসন। 'জেনে খুশি হলাম, তোমার সাধারণ বুদ্ধি এখনো লোপ পায়নি। ওকে ভেঙে ফেলব আমরা। ভিটেছাড়া করব। তারপর সুযোগ বুঝে তুমি তোমার ঝাল মিটিয়ে নিয়ো।'

'কী যেন একটা কথা বললে, বস্, ওকে আমরা ভিটেছাড়া করতে যাচ্ছি?'

'আইনের পথে, র‍্যাগ, আইনের পথে। বন্দুকের জোরে না।'

'বস্, এটাই তুমি জানিয়ে আসবে ওকে?'

'লোকজন এসে পড়লেই।'

'তাহলে আমাকে এখুনি কাজে নামতে হয়।' বাংকহাউসের ভেতর অদৃশ্য হল ফোরম্যান, ফিরল একটা রাইফেল, তেলের বোতল আর

পরিষ্কার একখণ্ড ন্যাকড়া নিয়ে। 'যাবার আগে যন্তরটা সাফ করে নেয়া দরকার।'

ঠাট্টা করল ডিকিনসন। 'তুমি, দেখছি, ওকে বেশ সমীহ কর।'

'সমীহ করি, তবে ভয় পাই না। লোকটার মতিগতি বোঝা কঠিন, এসব মানুষ থেকে হুঁশিয়ার থাকা ভাল।'

ফোরম্যানের তৎপরতায় সন্তুষ্ট হয় ডিকিনসন। এতে বোঝা যায় লোক নির্বাচনে সে ভুল করেনি। এর ফলে শক্তির পাল্লা তার দিকে ভারি থাকবে। কয়োট শিকারের বহু উপায় আছে, শেড সবচেয়ে কঠিনটার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটা ভাল লক্ষণ।

ফ্রে আর হ্যালিডে ফিরে এল। বাসি বীন আর জার্কি দিয়ে তাড়াহুড়ো করে খাওয়া সারল ওরা, তারপর রওনা দিল বি ও র‍্যাঞ্চ অভিমুখে।

পুনর্নির্মিত র‍্যাঞ্চ হাউসের আধো-আলোকিত উঠনে এসে থামল বেন ডিকিনসন, ভরাট আত্মবিশ্বাসী গলায় নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল। দরজা খুলে গেল, বারান্দার দিকে এগোল সে। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল বব ওসমান, জিজ্ঞেস করল, 'তোমার লোকেরাও আসবে?'

'অপেক্ষা করবে,' জবাব দিল বেন। 'খুব বেশি সময় থাকব বলে মনে হয় না, এবার।'

'তাই?' ববের কণ্ঠস্বর বিভ্রান্ত শোনায়।

অন্দরে ঢুকে বেন ডিকিনসনের বিকেলের ক্রোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। পরিষ্কার বোঝা যায় বিয়ের জন্যে সাজান হচ্ছে এ বাড়ি। রান্নাঘরের জানালায় লিনেনের পর্দা টানাচ্ছে মন্টি ক্যারুথার্স। খোলা একটা দরজাপথে শোবার ঘরে চাঁদোয়া খাটান বিরাট এক খাট চোখে পড়ে ওর। বিছানায় সুন্দর চাদর পাতা। যা ভেবে রেখেছিল, সেরকম কৃত্রিম খোশমেজাজে বেন কথা পাড়তে পারল না।

'কেমন আছ, মন্টি?' সম্ভাষণ জানাল ব্যাংকার। ববের দিকে ঘুরে বলল, 'দুঃসংবাদ, বব। পুবের ব্যাংকাররা আমার ঋণের টাকা ফেরত চাইছে।'

'সত্যিই খারাপ খবর।' দ্বিধা করল বব। 'সামনের হপ্তায় সুদসহ প্রথম কিস্তি আমি শোধ করে দেব। লোকসান হয়েছে, তবু পুষিয়ে নিতে পারব আশা করছি।'

'দুঃখিত। এতে হবে না।'

স্তব্ধতা নামল ঘরে, পরিবেশ আমূল বদলে গেছে।

'স্পষ্ট করে বল, বেন।'

'বলছি। পুরো টাকাটাই আমার লাগবে।'

'সবটা দেয়ার মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি।'

'দলিলটা তুমি পড়নি ভাল করে,' বলল বেন। 'ছমাস পর চাওয়ামাত্র তুমি দিতে বাধ্য থাকবে। আমি নিজে লিখেছি, বব।'

আবার নীরবতা। কামরার অপর প্রান্তে গেল বব, ফিরে এল টেবিলে। সুদৃশ একটা সবুজ শেড দেয়া ল্যাম্প রাখা এর ওপর। এভাবে বসল বব, সামনে রাখা কঠিন হাত দুটোয় আলো এসে পড়ল।

'তাহলে এটাই তোমার শেষ কথা, বেন?'

পেছনে কাজ থামিয়েছে মন্টি। বেন ডিকিনসন দরজার কাছে অশরীরীর মত দাঁড়িয়ে।

'পুবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সবাই,' বলল ব্যাংকার। 'আমি ফেঁসে গেছি মাঝখানে। এখন এ জায়গা বেচে দিয়ে ঝড়টা সামাল দেব।'

'তুমি ভাল করেই জান কথাটা ডাহা মিথ্যে,' ববের গলা কাঁপল না একটুও।

প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়ে যাওয়ায়, বেন ডিকিনসন এখন আগের চেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করছে। হাসল সে। 'কথাটা আর কেউ বললে সহ্য করতাম না। যাই হোক, তিরিশ দিন সময় পাচ্ছ তুমি, সুদসহ আসল ফেরত

দিতে হবে। শহরে যে-কেউ স্বীকার করবে, আমি তোমাকে লম্বা নোটিস দিয়েছি। তোমার লোকই সাক্ষী এর। অকারণ ঝামেলা বাড়িয়ো না, বব।'

অর্থপূর্ণ গলায় বব বলল, 'জায়গার দাম এখন দশ হাজারের ওপরে। মন্টি আর আমি পরিশ্রম করে মূল্য বাড়িয়ে তুলেছি। আর বছরখানেকের মধ্যে পঁচিশ হাজারে উঠবে। শীতে এতবড় একটা দুর্যোগ না হলে, এবারই তোমার দেনা আমি শোধ করে দিতে পারতাম। তুমি বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী, বেন, নিশ্চয় মানবে এটা।'

'দেখ, আমার হাতে টাকা থাকলে কোন অসুবিধে ছিল না। এই একই কথা শহরের অন্তত আরো দশজনকে বলেছি।'

'অবশ্যই বলেছ। তুমি হুঁশিয়ার লোক।'

'ভাবছ আমি কেবল তোমার টাকাই ফেরত চাইছি? আমার পিঠ ঠেকে গেছে দেয়ালে, নগদ টাকা জোগাড় করতে হবে।' পরিস্থিতি এখন উপভোগ করছে ডিকিনসন, বুঝিয়ে দিতে চাইছে ওসমানকে এই মাকড়সার জাল থেকে তার নিস্তার নেই।

'হুম। তুমি আটঘাট বেঁধেই নেমেছ। তবে কিনা—আমি তোমার খেলা খেলছি না।'

বেন বলল, 'আবার আমার বিরুদ্ধে যাবে, বব?'

'আমি নড়ছি না। তুমি চাইছ আমাকে তিরিশ দিনের মধ্যে তাড়াতে। চাইছ, ভেবে কোন দিশা না পেয়ে নিজেই যেন কেটে পড়ি। কিন্তু আমি তা করব না।'

'আইনের সাথে লড়বে?'

'মানে বার্ট ম্যানাস? ওর ডেপুটিরা? তোমার লোকজন?'

'আদালতের নিশ্চয় কিছু বক্তব্য থাকবে।'

'টেরিটোরিয়াল কোর্ট? ওরা নিরপেক্ষ। তবে ঢিমেতালে কাজ চলে,' বলল বব। 'তার ওপর তোমাকে ডিক্রি জারি করাতে হবে।'

'শোন, আইনের বিরুদ্ধে তুমি যেতে পার না।'

'ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে সব পারি,' শান্ত কণ্ঠে বলল বব। 'আদালতে গিয়ে নিজের বক্তব্য শোনাব, তারপর কোন বেজন্মা যদি আমার জমি দখল করতে আসে, গুলি করে মারব তাকে। রেঞ্জ ওঅর চাইছ তুমি। সেটাই হবে।'

'দেখ, আমি ব্যাপারটা আইনের পথে সারতে চাইছি।'

'ওটা আইন না—আইনের ফাঁক।' উঠে ঘরের আরেক পাশে গেল বব, রাইফেল নামাল। কোল্টখানা গুঁজল কোমরের বেল্টে।

ভয় ঘনাল বেন ডিকিনসনের চেহারায়। পায়ে পায়ে দরজার দিকে সরতে শুরু করল সে, চোখ গৃহকর্তার ওপর।

বব এবার বলল, 'বাতি নিভিয়ে দাও, মন্টি।'

মন্টি এগিয়ে এসে ফুঁ দিয়ে নেভাল। অন্ধকারে বব বলল, 'পয়লা সবক: আমি চাই না, বেন, তোমার বন্দুকবাজরা আলোর মধ্যে আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাক। দ্বিতীয় সবক, বাড়ির কাজ: আর কক্ষনো চোখ রাঙাতে আসবে না এখানে। শেষ কথা: জলদি কেটে পড়—প্রন্টো।'

'আমরা বন্ধু ছিলাম,' বেন ডিকিনসন বলল। 'পুরো ব্যাপারটার জন্যে নিজের কাছেই এখন খারাপ লাগছে আমার।' দরজা খুলল ও, গলা চড়াল কয়েক পর্দা। 'শহরে কারো সমর্থন তুমি পাবে না।'

অন্ধকার থেকে শেডের গলা ভেসে এল, 'সব ঠিক আছে, বস্?'

জবাব দিল বব, 'বিলকুল ঠিক, শেড। তোমার বস্‌কে ভবিষ্যতে দেখেশুনে রেখ। এবারের মত আস্ত ছেড়ে দিলাম।'

শেড ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'বস্, তুমি জবাব দাও।'

'আমি ঠিক আছি,' বলল ডিকিনসন। বারান্দা থেকে নামল সে, উঠনের ওপাশে ঘোড়ার কাছে গেল। 'সমস্যায় আছে ওসমানই। দেখা হবে, বন্ধুগণ।' স্যাডলে চাপল ব্যাংকার। 'বাড়িটা চমৎকার সেরেছ তোমরা। এখানেই আমার সদর দফতর বানাব।'

স্ট্যালিয়নের মুখ ঘুরাতে গিয়ে বেশি তাড়াহুড়া করল সে, পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা। ধাঁই করে ওটার ঘাড়ে একটা ঘুসি মারল র‍্যাঞ্চার, মাটিতে পা নামাতে বাধ্য করল জানোয়ারটাকে। শক্ত জমিতে খুরের আওয়াজ তুলে চলে গেল ডিকিনসন। রাইডার তিনজন অপেক্ষা করল একমুহূর্ত, তারপর হ্যালিডে আর ফ্রে পিছু নিল মনিবের।

র‍্যাগ শেড হেঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে বুঝি বন্দুকের আওতায় রেখেছ, ওসমান?'

'লড়বে, তুমি আর আমি সামনাসামনি?'

'পাগল। আমি শুধু কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখছি। আমার সময় যখন আসবে, তোমার হাতে কোন অস্ত্র থাকবে না।'

'সেই স্বপ্নই দেখ গিয়ে তোমার বুড়ো বসের সাথে বসে,' গলায় জোর করে উৎফুল্লভাব ধরে রাখছে বব। 'সাহস থাকে তো এস, আবার মোকাবেলা হবে আমাদের।'

'সাহস আমার যথেষ্টই আছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল শেড। সেই সাথে বুদ্ধিও খাটাতে শিখেছি। বুড়ো বসের কাছ থেকে।'

টেইল ধরে সদর রাস্তার দিকে চলে গেল সার্কল এফ ফোরম্যান।

বাড়ির ভেতর ফিরে গেল বব। মন্টি তার হাতের হালকা হান্টিং রাইফেলটা নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। আর বাতি জ্বালল না ওরা, অন্ধকারের মধ্যে নীরবে বসে রইল।

খুব কাছ থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'আপদ বিদায় হয়েছে। তোমরা এবার শান্তিতে আরাম করতে পার।'

'লোনলি!'

খিড়কিপথে রান্নাঘর হয়ে ভেতরে ঢুকল বুড়ো প্রসপেক্টর। সালফারের একটা কাঠি জ্বালল মন্টি। আভা ছড়িয়ে পড়ল সারাঘরে। জীর্ণ, তোবড়ান হ্যাটখানা মাথা থেকে নামাল লোনলি, টেবিলে এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে।

'হাউডি, জেন্টস।'

'নাচের সময়ই এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

দ্বিধার স্বরে মন্টি বলল, 'বব, ও জানত ওরা আসবে। আমাকে মানা করেছিল তোমাকে বলতে।'

'কীভাবে জানলে?'

লোনলি বলল, 'বেশ কিছুদিন থেকেই অপেক্ষা করছিলাম এরকম কিছু ঘটার। বিশেষত, ক্রিসমাসের পর থেকে।'

'হ্যাঁ। ক্রিসমাসের দিন থেকে।' অ্যানের প্রসঙ্গ উঠল না। ব্যাপারটা ওরা সকলেই জানে।

লোনলি বলল, 'তোমাকে ওরা বাগে পেয়েছে।'

'ঠিক,' একমত হল মন্টি।

'জানি। আমি আসলে ধাপ্পা দিচ্ছিলাম তখন।'

'কিছুদিন অবশ্য ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। তবে শহরের লোকদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে, হারামিটা তোমাকে প্যাঁচে আটকেছে।'

'ভয়ংকর চালাক লোক,' স্বীকার করল বব। 'বন্ধকের দলিলটা আরো ভাল করে পড়া উচিত ছিল আমার।'

'কেউই তা পড়ে না। যাই হোক,' বলে চলে লোনলি, 'সাহসী একজন লোকই এ কাউন্টির এখন দরকার।'

'তাই বলে আমার মত বোকাকে নয়।'

'চালাক চোরের চেয়ে বোকা ঢের ভাল। আমি জানতাম বেন এখানে হানা দেবে। তার ওপর র‍্যাণ্ডি হোল্টের কাছ থেকে ব্যাংকের সব খবরাখবরই পাচ্ছিলাম নিয়মিত।'

'হোল্ট? অ্যানের ছায়ায় যে ছোকরা সারাক্ষণ ঘুরঘুর করে?'

'আমাদের সৌভাগ্য, অ্যানকে ও ভাল জানে। যাই হোক, বেনের কিছু কথা কিন্তু সত্যি। ব্যাংকে টাকার টান পড়েছে। পুবের অবস্থা আরো

শোচনীয়। শহরের লোকেরা কথাটা জানে, ফলে ক্রোক করতে চাইলে কেউ বেনের দোষ ধরতে পারবে না।'

'আর এজন্যে সে প্রয়োজনে একদল বন্দুকবাজ লেলিয়ে দিতে পারে আমার পেছনে। আর কোন ভাল খবর?'

'খাঁটি জিনিসের খবর,' বলে মুচকি হাসল লোনলি। 'সাথে ভেজালের মিশেল।'

'ওর কথা শোন, বব,' পরামর্শ দিল মন্টি। 'বুড়োর মাথায় নিশ্চয় কোন বুদ্ধি এসেছে।'

'আমার কান খোলা,' বব বলল। 'বোকা হতে পারি, কিন্তু এটুকু জানি গুরুজনদের কথা শুনতে হয়।'

'আমার ছেলে শহরটার নাম রেখেছিল হোপ সিটি। কিন্তু ও মানুষদের কোন আশা দেখাতে পারেনি। ডিকিনসন পেরেছে···তুমি জান, ও টেক্সাসের লোক? এল প্যাসো, আমার বিশ্বাস।'

'টেক্সাস বিরাট জায়গা।'

'ঠিক,' জবাব দিল লোনলি। 'ভাবলাম উল্লেখ করা দরকার। ডিকিনসন লোকটা আসলে ঠগ। আমার বিশ্বাস খুনিও। তবে অসম্ভব ধড়িবাজ।'

'গোটা শহরকে বোকা বানাবার মত।'

'হ্যাঁ। তবে চেষ্টা করলে আমরা হয়ত বুদ্ধির খেলায় হারাতে পারব ওকে। এ বছর আমার কপাল কিছুটা খুলেছে। গুঁড়ো পেয়েছি কিছু।' ভারি একটা থলে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে টেবিলের ওপর ফেলল বৃদ্ধ প্রসপেক্টর। 'পাদ্রেসের ওপাশে পেয়েছি।'

'দারুণ, লোনলি। নিশ্চয় অনেক সোনা মিলবে ওখানে।'

'এরকম আরো একটা ব্যাগ আছে ক্রীকে।'

'পাদ্রেসে?'

'না। তোমার ঠিক পেছনেই। বেশি হলে বিশ মাইল দূরে। তোমার

নিজের পানিরই একটা ধারা। পিকাইউন ক্রীকে।'

'ছেঁকে তুলছ না কেন তাহলে?'

'বরং ছাঁকবার আশায় মিশিয়ে দিয়েছি।'

'কী করেছ?'

'গুঁড়ো ঢেলেছি পিকাইউনে?'

'কেন?'

লোনলির ধূসর নীল চোখের তারায় কৌতুক। 'বাছা, সোনার নেশা কী জিনিস তুমি দেখেছ কখনো?'

'তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

লোনলি বলল, 'সামনেই আবার নির্বাচন। ডিকিনসনের বিরুদ্ধে জ্যারেট। তবে আমার সাথে আলাপ হয়েছে জ্যারেটের। ব্যাংকে ঋণ আছে ওর। জ্যারেট আলো দেখতে শুরু করেছে।'

বব বলল, 'কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না এখনো।'

'বাইরে থেকে লোক ডেকে আনতে হবে। স্টিয়ারিং, টেলিগ্রাফ অফিসের লোকটা, ডিকিনসনের হাতের পুতুল। ধর, আমরা রসদ চেয়ে তার পাঠালাম। টেলিগ্রাম করলাম তোমার ভাইদের, এখানে সোনা পাওয়া গেছে, ওদের আসা দরকার?'

'সোনার নেশায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এবং আমাদেরও সময় দরকার।'

'ঠিক,' লোনলি বলল। 'এবার এই থলের জিনিসগুলোও ক্রীকে ঢালব।'

'সোনা পাগল জনতাকে সামলাতে পারবে না ম্যানাস। ওরা ঘুষ দিয়ে ওকে বশে রাখবে। নোংরা হয়ে উঠবে শহরটা। তুমি সবাইকে কষ্ট দিতে চাও, লোনলি?'

'এই শহরই পুষছে বেন ডিকিনসনের মত একটা ক্ষতকে। এবার অসুখটা সারাতে কিছু মাশুল ওরা দিক,' লোনলি বলল। 'আগুনের

বিরুদ্ধে আগুন দিয়েই খেলতে হয়।'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিল বব। জানে, মন্টির সমর্থন আছে এ পরিকল্পনায়। মুহূর্ত খানেক ভাবে ও। অ্যান কী বলবে, পরক্ষণে উপলব্ধি করে সিদ্ধান্তটা অ্যানের নয়, এটা নিতে হবে ওদের এ তিনজনকেই।

মন্টি বলল, 'সৎ রাস্তা না, কিন্তু মিস্টার ডিকিনসনই-বা কী করছে?'

'বুঝতে পারছি না,' বব বলল।

'এরচেয়ে ভাল কোন প্ল্যান আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল প্রকৌশলী।

'না,' স্বীকার করল বব। 'আমার মাথা কাজ করছে না একদম।'

'রাজি হয়ে যাও,' অনুনয় ঝরে পড়ল বৃদ্ধ প্রসপেক্টরের কণ্ঠে। 'তোমার মত না নিয়ে আমি নড়ছি না। আমার ছেলে'—বুজে এল তার গলা—যথেষ্ট বড়ও ছিল না, শক্তও না। ওর দেয়া নামটা ভীষণ পছন্দ আমার—হোপ সিটি। এ-ই সুযোগ, হয়ত-বা খুবই দূরের, শহরটাকে সত্যিকারের হোপ সিটিতে রূপান্তরিত করবার।'

নীরবে বসে থাকে ওরা, সবাই মগ্ন আপন আপন চিন্তায়। দপ্‌দপ্ করে বাতিটা, কিন্তু কারোরই তা নজরে পড়ে না।

নয়

লিভারি স্ট্যাবলে বাতির ছায়ায় র‍্যামসে বুচাননের সাথে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান উইলিস।

অ্যান বলছে, 'আমার বাড়ি ফেরা দরকার। রাত হয়ে যাচ্ছে। এস, ইলেকশনের আলাপটা সেরে ফেলি তাড়াতাড়ি।'

'ওদেরকে রাজি করাতে পেরেছি আমরা,' বলল র‍্যামসে। 'মেক্সিক্যান-আমেরিকানরা যদি ভোট দিতে পারে, আমরা বোধহয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারব।'

'আমরা আমাদের শক্তির প্রমাণ দিতে পারলে ওরা ভোট দেবে।'

'এটা নির্ভর করছে বব আর জ্যারেটের ওপর। বব বন্দুক-বাজদের সামলাবে। জ্যারেট যদি সাহস বজায় রাখে, বেনকে আমরা হারাতে পারব।'

কয়েক জোড়া ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল। চারজন রাইডার ঝড়ের গতিতে প্রবেশ করল স্ট্যাবল ইয়ার্ডে, রাশ টানল আচমকা। ডিকিনসনের ভারি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল অ্যান, ছায়ার গভীরে সরে গেল। র‍্যামসে আলোয় গিয়ে দাঁড়াল।

শেড এবং অপর দুই রাইডার ইতিমধ্যে স্যাডল খসাতে শুরু করেছে। ডিকিনসন তার স্ট্যালিয়নসহ বার্নের দিকে এগোল। র‍্যামসে

কাছে গিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল।

'শুনলাম আমার প্রশাসনিক ব্যবস্থা তোমার নাকি পছন্দ না,' হিংস্র গলায় বেনকে বলতে শুনল অ্যান।

'রাজনীতিতে সবারই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকে,' যুক্তি দেখাল বুচানন।

'আরো শুনলাম, তোমরা মেক্সিক্যানদের ভোট পাওয়ার চেষ্টা করছ। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, র‍্যামসে, ওই কুত্তাগুলো ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবে না। গত বছর সহ্য করেছি। এবার কিন্তু কাফন পরিয়ে ছাড়ব।'

'আমাকেসুদ্ধ, এটাই বোঝাতে চাইছ?'

'ওদের পক্ষে যে কথা বলবে তাকেই,' বেন জবাব দিল।

'আচ্ছা, সময়ে দেখা যাবে,' র‍্যামসে বলল ওকে।

অ্যান দেখল, শেড এবং অপর দুই রাইডার আস্তাবলের দিকে আসছে। র‍্যামসে মুখোমুখি হল ওদের। ডিকিনসনের চেহারা এমন হয়েছে যেন এখনই একটা খুন করতে সে রাজি।

'সেটা দেখার জন্যে তুমি বেঁচে নাও থাকতে পার, ঘোড়াঅলা,' শেড বলল।

র‍্যামসে একটু তফাতে সরে দাঁড়াল। রোজকার মতই সে নিরস্ত্র। ভয়ের লেশমাত্র ফুটল না ওর কণ্ঠে। 'ভাড়াটে কোন বন্দুকবাজ আমাকে আটকাতে পারবে না, শেড।'

আগে বাড়ল শেড, চকিতে ঘুসি মারল র‍্যামসের চোয়ালে। বৃদ্ধ আস্তাবল-মালিক টলতে টলতে দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ল। শেড আক্রমণ করল আবার।

অ্যান ছুটে এল ঊর্ধ্বশ্বাসে। বেনকে পাশ কাটিয়ে আঁকড়ে ধরল শেডের কনুই, চেঁচাচ্ছে।

পিছু হটল শেড, হাত ওঠাল ঘুসি মারার জন্যে, তারপর তাকাল

ফ্যালফ্যাল করে যখন অ্যান সজোরে চড় কষাল ওর মুখে। ডিকিনসনের দিকে তাকাল শেড, শ্রাগ করল।

ডিকিনসন বলল, 'অ্যান, তুমিও। তুমিও আছ ওদের দলে।'

'একশ দশ ভাগ,' মুখিয়ে উঠল অ্যান। 'একহাজার ভাগ। সব গুণ্ডা কোথাকার! লজ্জা করে না তোমাদের! কাপুরুষ!'

প্রথমে মনে হল ডিকিনসন বুঝি মারবে ওকে। তারপর সশব্দে নিশ্বাস ছেড়ে সে বলল, 'চলে এস, বয়েজ। গলা ভেজাবে।'

র‍্যামসের একটা হাত কাঁধের ওপর দিয়ে ধরে, কষ্টেসৃষ্টে ওকে সোজা করল অ্যান, আস্তাবল লাগোয়া ওর বাসায় নিয়ে গেল। বৃদ্ধের মুখের কয়েক জায়গায় কেটে গেছে, কালসিটে পড়েছে এক চোখে।

বাতি জ্বালল অ্যান, ঝিম মেরে টেবিলে বসে রইল র‍্যামসে, হাঁপাচ্ছে। চুলোয় কেতলি চাপাল অ্যান, কিন্তু অল্পক্ষণের ভেতর আঘাত সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল র‍্যামসে, কলের পানিতে একটা ন্যাকড়ার সাহায্যে মুখ পরিষ্কার করল, মৃদু মৃদু হাসছে।

'তুমি বরং চা বানাও,' বলল আস্তাবল-মালিক। 'এরচেয়ে বেশি মার হজম করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। তবে বয়স তখন কম ছিল।'

'এর একটা বিহিত করতেই হবে,' রাগত স্বরে বলল অ্যান।

'কী করবে? র‍্যাগ শেডের বিরুদ্ধে নালিশ জানাবে? ডিকিনসনের অর্থে দশ ডলার জরিমানা দিতে বাধ্য করবে ওকে?'

'শহর ছাড়া করতে হবে ওদের!'

'অবশ্যই,' বলল র‍্যামসে। 'আমি আছি তোমার পক্ষে। ববকে বলবে, ও যেন মেক্সিক্যানদের ভোট দেয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত করে। এরপর আমরা ওদের বিতাড়িত করব। কিন্তু বব ওসমানের সাহায্য না পেলে কিছুই করা সম্ভব হবে না।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল অ্যান। 'তা আমি বুঝতে পারছি।'

'বেনকে এত উত্তেজিত কখনো দেখিনি,' বলল বৃদ্ধ। 'যেভাবে

তখন এল ওরা। কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে ওর। জান, হয়ত এটাই আমাদের জন্যে সুযোগ হয়ে দেখা দেবে।'

অ্যান বসল টেবিলে এসে। 'না। সত্যিকার অর্থে আমাদের কোন আশা নেই, এই ইলেকশনে নয়। হয়ত পরের বছর। তবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এটাই গণতন্ত্রের মূল কথা।'

'বব যদি ওর মেক্সিক্যান বন্ধুদের ভোট দেয়াতে পারে, আমাদের আশা আছে।'

'ও হয়ত এ সমস্যার একটা ফয়সালা করতে পারবে। কিন্তু তা কি করবে সে?'

চট করে অ্যানের দিকে তাকাল র‍্যামসে। 'সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। তুমি হয়ত পারবে।'

খানিক বাদে বিদায় নিল অ্যান। র‍্যামসে দেয়ালে ঝোলান আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চেহারা দেখল। তখন তার লাঞ্ছনা আর কষ্টবোধ অ্যানকে সে বুঝতে দিতে চায়নি। অপমানে সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছিল তার। সামান্যতম প্রতিরোধের চেষ্টা করাটাও বিপজ্জনক হত, নিজেকে বলল র‍্যামসে, অন্যরাও শেডের সাথে হাত মিলিয়ে মারধোর করত। যদি তার যৌবন থাকত এখন···

কোন লাভ হত না, আপনমনে বলল সে। যৌবন থাকলে, খুনোখুনি হত। কেউ একজন মারা পড়ত। তারচেয়ে বাস্তবতা মেনে নেয়া উচিত মানুষের, যখন হাত-পা বাঁধা থাকে তখন মাথা খাটাতে হয়। ওদের লক্ষ্য বেন ডিকিনসন। ওকে সরিয়ে দেয়া গেলে র‍্যাগ শেড বা অন্যদের কানাকড়ি মূল্য থাকবে না।

তবে ও জানে, আর্মান্দেজ সমর্থকরা যদি ভোট দিতে পারেও, নির্বাচনে ডিকিনসনকে ওরা হারাতে পারবে না। ব্যালট চুরি করা সম্ভব, ভুল গণনা করাও কঠিন কিছু নয়। যতক্ষণ অর্থ আর অস্ত্রবল আছে, বেন ডিকনসন এ শহর এবং কাউন্টি শাসন করবে। গরম পানি দিয়ে ঠোঁটের

কোণে শুকিয়ে থাকা রক্তগুলো সাফ করতে লাগল ও। আজকের রাতটা তিক্ততার স্মৃতি হয়ে থাকবে ভূতপূর্ব ইণ্ডিয়ান ফাইটার ও আর্মি স্কাউট র‍্যামসে বুচাননের জীবনে।

ফোর এসেস-এর কোণের টেবিলে বসে আছে সুসান কার্টার, কান খাড়া, বার্ট ম্যানাসের রিপোর্ট শুনছে। কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না ও আড়ি পাতছে কিনা।

বেন এমনকি টেরও পায়নি ও আফিম খেয়েছে। এ যাত্রা সে সাবধান ছিল সত্যি, কিন্তু ডিকিনসন এর সমস্ত লক্ষণ চেনে, খেয়াল করলে ঠিকই বুঝতে পারত ব্যাপারটা। কেউ আর আজকাল মাথা ঘামায় না ওকে নিয়ে। সে এখন একতাল মাংসপিণ্ডমাত্র, প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবার জন্যে।

'আর্মান্দেজ হচ্ছে আসল লোক। ওকে ঝেড়ে ফেল, ল্যাঠা চুকে যাবে। ও না থাকলে টুঁ শব্দ করার সাহস পাবে না অন্যরা,' ম্যানাস বলল। 'ওরা জানে ওসমান আছে আর্মান্দেজের পেছনে। ওরা হল শিশুর মত, একজন অভিভাবকের দরকার হয়।'

ডিকিনসন বলল, 'আর্মান্দেজ। হ্যাঁ, আমিও ওর কথাই ভাবছিলাম।'

'জ্যারেট সারাক্ষণ শলাপরামর্শ করে ওর সাথে,' ম্যানাস বলল। 'জ্যারেটের সঙ্গে ইদানীং আমার সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না।'

'হুম। আমি জ্যারেটের কথাও ভেবেছি।'

সুসান কার্টার ভাবে সে যা জানে ওরা তা জানে কিনা। বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখার ফলে তার অনুভূতিশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, শ্রবণশক্তি হয়েছে প্রখর। মানুষ যখন কথা বলে তখন সে শোনে এবং বোঝে। বেনের ধারণা, একটা গোলমাল দানা বাঁধছে তবে পরিস্থিতি এখনো তার নিয়ন্ত্রণে।

ম্যানাস বলল, 'আর্মান্দেজের ব্যবস্থা আমরা করতে পারব।'

'ও ওসমানের বন্ধু,' ডিকিনসন বলল।

'ওই ওসমান লোকটাকে ঠিকমত বুঝতে পারি না আমি। ওখানে তুমিই বসিয়েছ ওকে, এখন তাড়াবারও উদ্যোগ নিয়েছ। তাহলে এত চিন্তা কেন?'

'চিন্তা করি না আমি। ভাবি,' বেন বলল। 'শেড খানিক আগে র‍্যামসেকে ধোলাই দিয়েছে। এটা শুরু। বাকিটুকু আপনাআপনি হবে।'

'আর্মান্দেজের?'

'ওর আবার কী হল?'

'এমন তো হতে পারে, ওসমান ধরতে পারল না কিছু?'

'সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে সে তোমার চেয়েও বোকা।'

ম্যানাসের ভোঁতা মুখ লাল হয়ে গেল। 'আমি এত বোকা না যে জানব না ববকে তুমি ভয় পাও।'

সুসান ভাবে, এই বুঝি চেয়ারে বসেই বোমার মত বিস্ফোরিত হবে বেন। পরক্ষণে উপলব্ধি করল, ডিকিনসন অত্যন্ত চতুর, নিজের মনোভাব সে প্রকাশ করবে না ম্যানাসের কাছে।

মেয়র বলল, 'বার্ট, ভয় পাই কিনা তা তুমি ভালই জান। দয়া করে তোমার ওই মোটা মাথাখানা খাটাবার চেষ্টা কর।'

উঠে দাঁড়াল ম্যানাস, টুপিটা এভাবে বসাল যে খুলি কামড়ে ধরল। 'অবশ্যই, বেন। চোখকান খোলা রাখব আমি, দেখি কিছু জানতে পারি কিনা।'

স্যালুন ত্যাগ করল সে। সুসান কার্টার অনড় বসে থাকল। বেন ওর দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। ধীরে ধীরে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে আসে সুসানের কাছে: ওরা একে অপরকে সমান ঘৃণা করে।

ডিকিনসন, এখনো তাকিয়ে অন্যদিকে, বলল, 'আমাদের একটা বোঝাপড়া বোধহয় হয়ে যাওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, বেন।' সুসান শান্ত।

'তুমি আবার খেয়েছ।'

ও তাহলে জানে, কিন্তু সুসান পরোয়া করল না। সে বলল, 'তুমি যা মনে কর।'

'আগেই রফা হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে।'

'তাই কি?'

'আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিতে যাচ্ছি, সুসান। তুমি এর যোগ্য নও, তবু দেব।'

'ধন্যবাদ।'

ওর বিদ্রূপ উপেক্ষা করল ডিকিনসন। 'ইলেকশনের পর, রেলরাস্তার ওপাশে তোমাকে একটা বাড়ি ঠিক করে দেব। ডেনভার বা ফ্রিসকোয় গিয়ে তুমি যদি কিছু মেয়ে আনতে চাও, আমার আপত্তি নেই। তুমিই চালাবে, এবং লোকেও তোমাকেই মালিক জানবে। বখরা ফিফটি-ফিফটি।'

'ব্…বাড়ি?' এ প্রস্তাব আশা করেনি সুসান। বেন তাড়িয়ে দিতে পারত ওকে। খুন করতে পারত লোক লাগিয়ে।

'ওখান থেকেই কি আসনি তুমি? তাহলে অসুবিধে কোথায়?'

ছিপছিপে ওয়াইন গ্লাসটায় ঠোঁট ছোয়াল সুসান। 'কোন অসুবিধে নেই। আসলেই আমি নিষিদ্ধ পল্লীর জীব।'

'তবে আর কথা বাড়িয়ো না। এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলায় আছি আমি।'

'কথা বাড়াচ্ছি না। আমি ভাবছি।'

'ভাববার কিছু নেই। ডিকিনসন সিটি বড় হচ্ছে। এই মন্দা কেটে যাবার পর আরো বড় হবে। ভালই হবে ওখানে তোমার আয়পাতি।'

'রেলরাস্তার ওপাশে।'

সবিস্ময়ে ওর পানে তাকাল ডিকিনসন। 'নিশ্চয় শহরে খোলার কথা

ভাবছ না তুমি?'

'না,' জবাব দিল সুসান কার্টার। 'কোন অবস্থাতেই না।' সাবধানে পা ফেলতে হবে তাকে। 'আগামী মাসে, তুমি নির্বাচিত হবার পর?'

'ঠিক, সাবধানে চলা দরকার।'

'আলবত। তোমার সাবধানে চলাই উচিত।'

'তো,' বলল সিটি মেয়র, 'চুক্তি হয়ে গেল তাহলে। আমরা এবার সেলিব্রেট করব।'

ডিকিনসনের জন্যে আরো উ্যইস্কি আর সুসানের জন্যে ওয়াইন নিয়ে এল বারটেণ্ডার। সুসান বসে আছে নিজের জায়গায়, হাসি-হাসি মুখ। গত কয়েক হপ্তার মধ্যে আজই প্রথম অমায়িক ব্যবহার করছে বেন। ওর উদ্দেশে টোস্ট করল লোকটা, আরেক দফা ড্রিংক নিল। সুসান জানে কোথায় সমাপ্তি হবে এর—শোবার ঘরে। ভেতরে ভেতরে বাসি ফুলের মত শুকিয়ে গেল সে, অপলকে লক্ষ করছে স্যালুনে ভিড় জমান শহরবাসীদের সাথে ডিকিনসনের কুশলবিনিময়। এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল এভাবে, একটি শব্দও উচ্চারণ করল না সে।

মাঝরাত নাগাদ বার্ট ম্যানাস উপস্থিত হল। চোখমুখ লাল হয়ে আছে, উত্তেজিত দেখাচ্ছে। টুপি না খুলেই বসে পড়ল মার্শাল।

'টুপি, বার্ট,' স্মরণ করিয়ে দিল মেয়র। 'ভদ্রতা বজায় রাখ।'

দুটো হাতই টেবিলের ওপর রাখল ম্যানাস। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, 'লোনলি উইলিস এইমাত্র ক্যাবটিকে দিয়ে অ্যাসে অফিস খুলিয়েছিল। পিকাইউন ক্রীকে ক্লেইম ফাইল করেছে কয়েকটা।'

মুহূর্তে অ্যালকোহলের সমস্ত প্রভাব ছেড়ে গেল ডিকিনসনকে। 'কোন রঙ এনেছিল বুড়ো?'

'প্রচুর। ক্যাবটি দেখিয়েছে আমাকে।'

'বুড়ো বাঁদরটা সত্যিই পেয়েছে কিছু?'

'মন্টি আর ওসমান টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়েছিল। যন্ত্রপাতি চেয়ে

কেব্‌ল্‌ পাঠিয়েছে।'

'ওরাও ক্লেইম ফাইল করেছে?'

'তুমি বুঝতেই পারছ করেছে। রাতে এসেছে যাতে কেউ টের না পায়। ভাগ্যিস, ঠিক জায়গায় নিজেদের লোক রেখেছিলাম আমরা। বড় দাঁও হতে পারে ব্যাপারটা।'

'হ্যাঁ,' একমত হল ডিকিনসন, 'বড় দাঁও হতে পারে। গোল্ড রাশ। বাতাসে টাকা উড়বে। জিনিসপত্রের দাম চড়বে আকাশে। এবং শহরে ব্যাংক বলতে আমার–টাই।'

সুসান কার্টার বলল, 'আর রেলরাস্তার ওপাশে লাল বাড়ি। সোনার নেশায় ছুটে আসা মানুষ লাভজনক করে তুলবে ব্যবসাটাকে।'

'ঠিক,' বলল বেন। 'বুদ্ধি আছে তোমার। অবস্থা তেমন হলে, ভোটের আগেই খুলব ওটা।'

'কিন্তু সোনার কী হবে?' জানতে চাইল ম্যানাস। 'ওতে ভাগ বসান যায় কীভাবে?'

'আমি এখানে বসেই পাহাড় গড়ব,' বলল ডিকিনসন। 'ছাঁকনির প্রয়োজন আমার হবে না, কেবল ওগুলো যখন কাউন্টারে আসবে তখন ছাড়া।'

ম্যানাস উঠে পড়ল। 'আমার ব্যাংক নেই, বেন। আমি পিকাইউন ক্রীকে চললাম।'

'মরিয়ার্টিকে দায়িত্ব বুঝিয়ে যাও,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল মেয়র। 'বিশাল ব্যাপার হবে এটা। প্রতিটি ম্যাপে ডিকিনসন সিটির উল্লেখ থাকবে।'

'এবং আমি হব পশ্চিমের সবচেয়ে নামী মক্ষীরানী,' হাততালি দিল সুসান কার্টার। 'কী মজা।'

এবারও ওর টিপ্পনী খেয়াল করল না ডিকিনসন। ইতিমধ্যেই অ্যাসে অফিসের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে সে, ক্যাবটির কাছ থেকে ঘটনার সত্যতা

যাচাই করবে। ওয়াইন গ্লাস সামনে নিয়ে একটুক্ষণ বসে থাকল সুসান, তারপর ধীরে ধীরে দোতলায় উঠে গেল। নীল বোতলটা তাকে সহায়তা করবে প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে। আফিমের ভেলায় ভেসে আজকের রাত্রিটা সে পাড়ি দিতে পারবে।

আগামীকাল হবে নতুন একটি দিন। পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত হবার আগেই পরিকল্পনা আঁটতে পারবে সে। এখন যেহেতু তার ভবিষ্যতের ব্যাপারে বেন ডিকিনসনের মতলব জানে, এ ফাঁদ থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা সে করতে পারবে। মুহূর্তের জন্যে ভয়ংকর এক আশঙ্কায় শিউরে ওঠে সে। সাদা কাফনে জড়ান তার লাশ পড়ে আছে গোরস্থানে, শোক জানাবার কেউ নেই। পাইনের বাক্স আর বুট হিলে একটা গর্তই হবে ওর শেষ গন্তব্য, সুসান ভাবল।

এবং অব্যাহত থাকবে বেন ডিকিনসনের আগ্রাসন, ঐশ্বর্যের জোরে একের পর এক কুকীর্তি সে করে যাবে। কেউ তার চুলও স্পর্শ করতে পারবে না।

ওয়াইন গ্লাসে আফিমের মাত্রা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল সুসান কার্টার।

দশ

লোনলি উইলিস বলল, 'কাউকে কিছু বলতে হয় না। সোনার নেশাই এমন। জ্বরের মত, মানুষকে পাগল করে ছাড়ে।'

পিঁপড়ের মত পিলপিল করে মানুষ আসছে পিকাইডন ক্রীক অভিমুখে। পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ার পিঠে নয়ত ওয়াগনে করে, ওদের সাথে রয়েছে মাইনিংয়ের সরঞ্জাম। আকাশ পানে বজ্রমুঠি আস্ফালনরত লস্ট পিকের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বব। মন্টি ওদের ক্লেইমের কিনারে বসে বালু ছাঁকছে।

লোনলি বলল, 'প্রত্যেক ট্রেনে এরকম আরো আসবে দলে দলে। হপ্তা খানেকের মধ্যে দেখা দেবে ওয়াগনের বহর। টেলিগ্রামের ফল এটা। টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া—সব জায়গায় খবর পৌঁছে যাবে।'

বব বলল, 'মানুষ এরকম হন্যে হয়ে উঠবে আমি বুঝতে পারিনি।'

'সোনা,' বলল লোনলি। 'প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সময় থেকেই ওই শব্দ পাগল করে তুলছে মানুষকে।'

মালভূমি থেকে উজানে, লস্ট পিকের অদূরে নিজেদের ক্লেইম ফাইল করেছে ওরা। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে হাজির হল বার্ট ম্যানাস, রাশ টানল ঘোড়ার। একটা প্যাক পনি রয়েছে ওর সাথে।

'স্বাগতম,' লোনলি বলল। 'তুমিই প্রথম।'

কিন্তু ম্যানাস খোশমেজাজে নেই, লক্ষ করল বব। কৃত্রিম আন্তরিকতার যে আলগা মুখোশ ও পরে থাকে সর্বদা তা বিদায় নিয়েছে। চোখ হলদেটে দেখাচ্ছে, খোঁচা খোঁচা গোঁফের নিচে মুখখানা ভয়াল। ঘোড়া থেকে নামল সে, মন্টি যেখানে বসে বালু ছাঁকছিল গটগট করে সেদিকে এগোল।

'নিজেরাই সব ভোগ করতে চাইছ?' জানোয়ারের মত দাঁত খিঁচাল ম্যানাস।

দূরে পাহাড় বেয়ে উঠে আসছে কৃশ একটি অবয়ব, ক্ষমতার চেয়ে বেশি মালপত্র ঘাড়ে নেয়ায় বাঁকা হয়ে গেছে পিঠ। ওটা র‍্যাণ্ডি হোল্ট। দৃশ্যটা দেখে অনুশোচনায় খচ্ করে উঠল ববের বুক। সোনার হরিণ ধরার আশায় কাঁচা বয়সের একটি ছেলেকে মায়ের নিরাপদ আঁচল থেকে

বার করে আনার জন্যে নিজেকে ওর অপরাধী মনে হল। কিন্তু উপায় নেই। ওদের রণকৌশলের একটা অংশ এটা। সতর্ক দৃষ্টিতে ম্যানাসের পানে তাকাল বব। মার্শাল পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে মালিকানা নির্দেশক ফলকগুলোর দিকে।

'আগেই দখল করে ফেলেছ সব।' এগোচ্ছে ম্যানাস। হোল্টকে এখনো দেখতে পায়নি। 'লোনলি, মন্টি, ওসমান, অ্যান উইলিস···

হাঁচড়েপাঁচড়ে ওপরে উঠে এল ব্যাংক কেরানি, অ্যানের জমির প্রান্তে নিজের মার্কাটা পুঁতে দিল। ওখানেই বসে পড়ল সে, হাঁপাচ্ছে জিভ বার করে। কোনমতে উচ্চারণ করল, 'এখানেই ক্লেইম ফাইল করলাম আমি। মিস্টার ওসমান, তুমি সাক্ষী।'

থমকে গেল ম্যানাস, এভাবে জরিপ করল হোল্টকে যেন ছারপোকা দেখছে। তারপর ওর পাঁজরে একটা লাথি কষিয়ে বলল, 'সর, হতভাগা। আমি আগেই পছন্দ করেছি জায়গাটা।'

'মিস্টার ওসমান···' পরক্ষণে সামলে নিল হোল্ট। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সরাসরি ম্যানাসকে উদ্দেশ করে কথা বলল। 'তুমি ক্লেইম ফাইল করনি, বার্ট। আমি করেছি আগে।'

'সরে যা,' বলল ম্যানাস। ধাক্কা দেয়ার চেষ্টা করল র‍্যাণ্ডিকে, কিন্তু ছেলেটা এড়িয়ে গেল।

এতক্ষণে জিনিসটা চোখে পড়ল ববের। পুরোন, মরচে পড়া একটা পিস্তল ঝুলছে হোল্টের কোমরে। ম্যানাসও দেখতে পেল ওটা একই সময়ে, দুকদম পিছু হটল।

মার্শাল বলল, 'আমার জমি থেকে সরে যা, নইলে ওখানেই তোকে গুলি করে মারব।'

ঝরনায় মন্টি হাঁটুর ভরে বসে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। লোনলির হতভম্ব অবস্থা, বব আর ও দুজনেই বুঝতে পারছে ম্যানাস সশস্ত্র ছেলেটাকে হত্যা করেও আত্মরক্ষার অজুহাতে রেহাই পেয়ে যাবে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল বব। আগেই সচল হয়েছিল সে। এবার ম্যানাস আর তার লক্ষবস্তুর মাঝখানে লাফিয়ে পড়ল।

'হোল্টই ঠিক। তোমার আগে ও ক্লেইম ফাইল করেছে।'

'তুমিও লড়তে চাও? তাই হবে,' বলল ম্যানাস। আরেক পর্দা উঁচু হল ওর গলা। 'নিজেকে খুব ফাস্ট গান মনে কর তুমি। কুছপরোয়া নেই, ওসমান। আমার সঙ্গে লেগেই দেখ।'

সত্যি সত্যি গানস্লিংগারের ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে। কাঁধ ঝুলে পড়েছে, চোয়াল ঠেলে বেরিয়েছে একপাশে, পিস্তলের বাঁটের ওপর নিশপিশ করছে থাবা। ঠিক সময়ে ওর আরো কাছে সরে গেল বব।

'প্রচুর জায়গা আছে ওখানে। খামোকা মাথা গরম কোর না, মার্শাল।'

'আমি বলেছি এটা আমার। আমি রক্ষা করব।'

'আমি বলছি তুমি একটা রক্তচোষা,' বলল বব।

পরমুহূর্তে বাঁ কাঁধ নিচু করল সে, একটা ফলস স্টেপ দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ডান মুঠিটা উঠিয়ে আনল ওপরে। ম্যানাসের হাত নেমে আসছিল পিস্তলের বাঁটে। ঝাড়া আধ সেকেণ্ড ব্যবধানে ববের ঘুসি পরাস্ত করল ওকে। কাঁধের ওপর লাট্টুর মত একপাশে ঘুরে গেল ম্যানাসের মাথা, তারপর বব ওর পেটে মারল। কোমর থেকে ভাঁজ হয়ে গেল মার্শালের ঊর্ধ্বাঙ্গ, মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

লোনলি, হতচকিত ভাব কাটিয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, ছোঁ মেরে তুলে নিল ম্যানাসের পিস্তলটা। বব আঙুলের গাঁটগুলো মালিশ করল।

র‍্যাণ্ডি হোল্ট বলল কম্পিত স্বরে, 'এবার বোধহয় ও খুন করবে আমাকে।'

'তা-ই করতে যাচ্ছিল,' বলল বব। লোনলির পানে তাকাল। 'তোমার কথাই ঠিক। সোনা—সোনা পাগল করে তোলে মানুষকে।'

ম্যানাস উঠে বসল হাঁটুর ভরে। ঘেউ ঘেউ করে বলল, 'তোদের সব

কটাকে আমি দেখে নেব। তোরা কেউ সূর্যাস্ত দেখতে পাবি না।'

লোকজন উঠে আসছে পাহাড়ের ওপরে। ম্যানাসের কাছে গেল বব। মার্শালের কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল একটা।

'তুমি ল-অফিসার শহরে, অন্য কোথাও না। ফের যদি বেচাল হও এই ক্যাম্পে, সোজা লটকে দেব। মাইনারদের আইন জান? যাও, এবার হোল্টের পাশের জমির দখল নাও গিয়ে। আর ওটা যদি পছন্দ না হয়, কেটে পড়। কক্ষনো এ মুখো হবে না। বার্ট···তুমি গানফাইটার নও। খুনি হতে পার, কিন্তু বন্দুকবাজের ক্ষিপ্রতা তোমার নেই।'

ম্যানাসকে পেছন ফেরাল ও, ঠেলে সরিয়ে দিল র‍্যাণ্ডি হোল্টের জমি থেকে। ভাটিতে কয়েক কদম যাবার পর ম্যানাস কাঁপতে শুরু করল। চোয়াল ঘষল সে, গোঁফে হাত বোলাল। ওর গালের একপাশে সুপুরি সৃষ্টি হয়েছে একটা, পেট ব্যথা করছে।

শেষমেষ সিটি মার্শাল বলল, 'কাজটা তুমি ঠিক করলে না, বব। আমাকে তোমার গুলি করা উচিত ছিল।'

'ওটা তোমার মনের কথা নয়। তুমি আসলে মরতে চাও না।'

উবু হল ম্যানাস, আঁজলাভরে ঝরনার পানি নিয়ে মুখে ঝাপটা দিল। একমুহূর্ত বসে রইল হাঁটুর ভরে, তারপর পলক তুলল।

'সোনা। ওটাই জবাব। গরু ব্যবসায় উন্নতি হয় ভীষণ আস্তে। অতদিন অপেক্ষা করতে পারব না আমি। বেনের সব আছে। আমারও টাকা হওয়া চাই—তাড়াতাড়ি।'

'চেষ্টা চালিয়ে যাও,' পরামর্শ দিল বব। 'আরো অনেকেই সমর্থন করবে তোমার কথা। ঘন্টা খানেকের মধ্যে এসে পড়বে তারা। এইবেলা তোমার জমির দখল নিয়ে ফেল।' খল, নিরেট ওই লোকটার জন্যে এতটুকু করুণা বোধ করে না সে। 'তবে হোল্ট বা আমাদের কাউকে ঘাঁটাতে এস না।'

'তোমার কাছে যখন আসব,' জেদি সুরে বলল ম্যানাস, 'পাল্লা

আমার দিকেই ভারি থাকবে।'

'র‍্যাগ শেডকেও সাথে এন। তোমাদের মধ্যে প্রচুর মিল আছে।'

জমির সীমানা নির্দেশে র‍্যাণ্ডি হোল্টকে সাহায্য করতে ফিরে এল বব। ওর সাথে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে লোনলি। হাত-পা নেড়ে নিজের বীরত্ব জাহির করছে কিশোর র‍্যাণ্ডি, বলছে কীভাবে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সকলের আগে ছুটে এসেছে এখানে। তার বিশ্বাস লোনলি, মন্টি, বব এরা যখন আছে এর ভেতর তার আর কোন ভয় নেই। সোনার শক্তিতে যেন ডিকিনসনের নাগপাশ থেকে নিজেকে সে মুক্ত করবে। মা নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু সে বাধা মানেনি। সে তো আর ভিনদেশে যায়নি, শহর থেকে মাইল কয়েক উজানে লস্ট পিকৈ এসেছে—পিকাইউন ক্রীকের তীরে।

'তাই, র‍্যাণ্ডি,' বলল বব। 'তবে তোমার ওই পিস্তলটা খুলে ফেল।'

কিশোরের মুখে এসে জমা হল শরীরের সমস্ত রক্ত। 'ভাবলাম আমারও থাকা দরকার একটা। সবাই ঝোলায়। এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছি।'

'ওটা তোমার মৃত্যু ডেকে আনতে পারে,' বব বলল। 'খুলে ফেল। তোমার নিরাপত্তার জন্যে আমরা তো আছিই।'

ক্রীক অভিমুখে হোল্টের যাওয়া দেখতে দেখতে লোনলি বলল, 'ওখানে আমি প্রচুর গুঁড়ো ঢেলেছি। শ-দুই ডলার রোজগার ও করতে পারবে।'

'কিন্তু প্রশ্ন ওটা নয়, তাই না, লোনলি?'

'হুম···ঠিক।'

আশাবাদীদের প্রথম দলটাকে দেখতে পাচ্ছে ওরা। নানা পেশার স্থানীয় লোকজন; গোরখোদক স্যাণ্ডার্স, আস্তাবলের স্টিকি। এদের অবশ্য কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না, বলতে গেলে এমনিতেও ওরা বেকার।

সুইডিকে দেখা গেল, নিজের এবং মরিয়ার্টির প্রতিনিধিত্ব করছে। ওদের পেছনে শহরের উপকণ্ঠের বাসিন্দারা। সবার গন্তব্য অভিন্ন: পিকাইউন ক্রীক। প্রত্যেকের মনের কথাও এক: যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই…

লোনলি বলল, 'এখানে যদি নাও আসত, অন্য কোথাও যেত।'

'জানি,' বলল বব। কিন্তু ব্যাপারটা ওর পছন্দ হচ্ছে না। এতগুলো লোকের সাথে প্রতারণা করার জন্যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না ও। ঘুরে লস্ট পিকের ওপাশে চলে গেল সে, ভাঙাচোরা ক্যানিয়ন ধরে মাইলটাক দূরবর্তী পাদ্রে পর্বতমালার দিকে এগোল। আলগা একটা পাথরে হোঁচট খেল ও, ব্যথা পেল পায়ে।

বসে পড়ল বব, সূর্যের তাপ থেকে চোখ বাঁচাতে টুপির কিনারা নামিয়ে দিল একটু। আলগা পাথরটা তুলে নিল সে, উলটেপালটে দেখল। যেখানে মাটি লেগে নেই সেই জায়গাটা চকচক করছে।

চকিতে আশেপাশে নজর বোলাল ও। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জীবনে এই প্রথম সোনা-জ্বরের অর্থ উপলব্ধি করল সে। ঝরনায় কিছু নেই জানা থাকায় ব্যাপারটাকে ও বিদ্রূপ করতে পেরেছিল। কিন্তু এখন তার নিশ্বাস ছোট হয়ে এল, একই সঙ্গে শীত গরম আর তৃষ্ণা অনুভব করল। একবার ভাবল লোনলিকে ডাকে, পরক্ষণে অন্যদের কথা ভেবে বাতিল করে দিল চিন্তাটা।

ফিরতি পথ ধরল সে, কাঁপা-কাঁপা পায়ে লস্ট পিকের পাদদেশে পৌঁছল। জংলা ছোটখাট একটা সেজ ঝোপ আছে ওখানে। হাঁটু ভেঙে ঝোপের গোড়ায় বসল, স্বর্ণপিণ্ডটা লুকিয়ে রাখল মাটির নিচে।

উঠে দাঁড়াল সে, ঝেড়ে ফেলল ট্রাউজারের ধুলোবালি, শান্ত করার প্রয়াস পেল নিজেকে। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। টুপিটা মাথায় বসিয়ে নিল ঠিকমত।

লস্ট পিকের কোনা ঘুরল ও। মাইনারদের দেখতে পেল, ছড়িয়ে

পড়েছে ঝরনার তীর ধরে, হাঁকডাকে মাথায় তুলেছে পরিবেশ। চমৎকার আবহাওয়া, বসন্তে যেমন হওয়া উচিত।

অবশেষে একান্তে লোনলি উইলিসের নাগাল পেল সে। একরকম জোর করেই তাকে নিয়ে এল সেজ ঝোপের কাছে, যেখানে ও লুকিয়ে রেখেছে ওর আবিষ্কার।

জিনিসটা পরখ করে লোনলি বলল, 'এ অসম্ভব।'

'অর্থাৎ এটা সোনা? নাগেট?'

'এই অ্যারোয়ওতে অন্তত হাজারবার ঘুরেছি আমি,' বলল স্তম্ভিত লোনলি। 'পিকাইউন ক্রীকের বালু ছেঁকেছি। কিন্তু কখনো লস্ট ক্যানিয়নে ঢোকার কথা ভাবিনি।'

'আমি জানতামও না এটার একটা নাম আছে।'

'নামে কী আসে যায়?' আপনমনে মাথা দোলাল লোনলি। 'এক কাজ কর। সবাই বালু ছাঁকছে। ওদের কাজ ওদের করতে দাও। ভাল একটা ঘোড়ায় চড়ে টেরিটোরিয়াল সিটিতে চলে যাও তুমি। ক্লেইমগুলো রেজিস্ট্রি করে ফেল।'

বব বলল, 'কিন্তু আমার—আমাদের সোনার কী হবে?'

'সঙ্গে নিয়ে যাও,' লোনলি বলল। 'একটা কথা কি জান? পিকাইউনে যদি সোনা থাকেও, আমরা এখানে যা পাব তার কাছে লাগবে না ওগুলো।'

চলে যাচ্ছিল বব, হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, 'আরেকটা কথা।'

'কী?'

'আমি র‍্যাণ্ডি হোল্টের নামেও একটা ক্লেইম ফাইল করছি।'

'ওটা তোমার ব্যাপার,' লোনলি বলল। 'এই খনি তুমি আবিষ্কার করেছ।'

লস্ট পিকে ফিরে এল বব। মন্টিকে জানাল বিশেষ একটা প্রয়োজনে চলে যেতে হচ্ছে তাকে, তারপর স্যাডলে চেপে র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে এগোল।

পশ্চিমের তৃণভূমিতে ব্যানিংকে দেখতে পেল, গরুর যত্ন নিতে বলল।

বাড়ি ফিরে পারলারে কিছুক্ষণ একাকী বসে রইল ও। ঐশ্বর্য, ভাবে সে। তার বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে। ঐশ্বর্য সে কোনদিন চায়নি।

এই বাড়ি, এই ঘর সব জীবনের তাগিদে সৃষ্টি। ঐশ্বর্যের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? নিঃসন্দেহে এ ঘরের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। তখন বিশাল প্রাসাদ বানাতে পারবে সে, যার সামনে এই র‍্যাঞ্চ হাউসকে মনে হবে কুঁড়ে। কিন্তু এটা কুঁড়ে নয়, বাঁচামরার ঠাঁই হিসেবেই তৈরি হয়েছে এ বাড়ি।

চোখের সামনে অনাগত ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখতে পায় সে। আর তাকে র‍্যাঞ্চের কঠোর পরিশ্রমে নিজের হাত দুখানা ব্যবহার করতে হবে না। পরক্ষণে ও ভেবে পায় না প্রাত্যহিক অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ওগুলো ব্যবহার না করার অর্থ কী দাঁড়াবে। বিমূঢ় হয়ে পড়ে সে।

অস্থিরতার মুহূর্ত কেটে গেল। ঐশ্বর্য অ্যানের আরাম ও আয়েসের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারবে। লোনলিকে গ্রীষ্মের খররৌদ্রে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে হবে না। মন্টি যে-কোন সময় ইংল্যাণ্ডে যেতে পারবে স্বজনদের দেখার জন্যে। কিশোর র‍্যাণ্ডি তার মায়ের আকাঙ্ক্ষা পারবে পূরণ করতে।

মজুত বেশি হলে, দূরের মানুষেরাও অংশীদার হতে পারবে এর। শহরের উন্নয়নে বাইরে থেকে ভারি যন্ত্রপাতি আর দক্ষ শ্রমিক আনা হবে। কাউন্টিতে বেন ডিকিনসন একা সম্পদশালী লোক থাকবে না, ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে যাবে। সবক্ষেত্রেই এ কাউন্টিতে নবদিগন্তের সূচনা করবে ব্যাপারটা।

উঠে তড়িঘড়ি কোরালে গিয়ে ঢুকল বব। টেরিটোরিয়াল সিটি বহু দূরের পথ।

এগার

সাপারের সময় পেরিয়ে গেছে, তবু দিনের মত ঝলমল করছে মেইন স্ট্রিট। ফোর এসেস স্যালুনে অপরিচ্ছন্ন মানুষদের ভিড়। ওপাশে মাদাম ভিক্টোরিয়ার অনতিসম্প্রতি চালু দোতলা এলিফেন্ট-স্ ইয়ার থেকে ভেসে আসছে শোরগোল। মরিয়ার্টির সাথে বাক্য বিনিময় করল বেন ডিকিনসন, তারপর ব্যাংকের সামনে থামল পরিস্থিতি বিচার করতে।

কাল বব ওসমানের র‍্যাঞ্চের বন্ধকের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। পরের হপ্তায় নির্বাচন। চতুর্দিক থেকে টাকা আসছে। তবু ডিকিনসনের মনে হয়, শহরের ওপর সে কর্তৃত্ব হারাচ্ছে।

নতুন লোক এসেছে প্রচুর, কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। তারা সমীহ করে ওকে, অবশ্যই, কিন্তু তার কাছে ওদের দায় নেই কোন। তাকে ভোট দেবে ওরা কারণ সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার আমলে এ শহরের দরজা সবার জন্যে খোলা থাকবে। এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে ডিকিনসন সিটির মত অধুনা আগ্নেয়গিরিতুল্য এরকম একটা জায়গা সে আঁকড়ে ধরে থাকবে কিনা।

অ্যান উইলিস হনহন করে চলে গেল। ওর চোখে না পড়ার জন্যে অন্ধকারে আত্মগোপন করল ব্যাংকার, রাগে আপাদমস্তক জ্বলছে। এবার বেন উপলব্ধি করে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য পূরণ না হওয়া অবধি ডিকিনসন

সিটি সে ত্যাগ করতে পারবে না। ব্যাংকের ভেতরে ঢুকল ও, পেছনের অফিস কামরায় গেল।

প্রথম ড্রিংক শেষ হবার আগেই শেড হাজির হল। এরপর সুসান কার্টার, আঁটসাঁট কালো পোশাকের ওপর গাঢ় রঙের লম্বা ক্লোক চাপিয়ে।

শেড বলল, 'এত হইচই কখনো দেখিনি। রাতারাতি শহরটা বদলে যাচ্ছে।'

'সোনা চোর-ছ্যাঁচড়দের উৎপাত বাড়াবে,' ডিকিনসন বলল।

'আমরা আমাদের হিস্যা পেলেই হল,' দার্শনিক সাজল শেড।

'তা আমরা পাচ্ছি।' সুসানের পানে তাকাল ডিকিনসন। 'বাড়িটা খোলার সময় হয়েছে। মাদাম ভিক্টোরিয়া সাহায্য করবে।'

'মাদাম তুলনাহীন মহিলা,' কাষ্ঠ হেসে বলল সুসান।

'ব্যবসা বোঝে।' দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘাড় ফেরাল ডিকিনসন। 'নিশ্চয় ম্যানাস।'

মার্শালকে ভেতরে আনল শেড। ম্যানাসের চেহারা থমথমে, চামড়া পুড়ে গেছে রোদে, চোখ গর্তে বসা। হাত বাড়িয়ে উ্যইস্কির বোতলখানা টেনে নিল সে, গ্লাসে ডাবল ডোজ ঢেলে নিয়ে একঢোকে সাবাড় করল।

ডিকিনসন বলল, 'শেষপর্যন্ত শখ মিটেছে তাহলে?'

'মাত্র দুশ চার ডলার,' মিনমিন করে বলল ম্যানাস। 'সারাদিনের খাটনি আর ঘামের পর মোটে এ কটা টাকা।'

'নিখুঁত কাজ করেছে ওরা,' বলল ডিকিনসন। 'ক্যানিয়নের উজানে খনি একথা জেনেই ক্রীকে গুঁড়ো মিশিয়েছে। বুঝেছিল লোকজন ছুটে আসবে, ডেকে এনেছে তাদের, তারপর নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে সবাইকে ভুল পথে চালিত করেছে। ক্লেইমে র‍্যামসে, আর্মান্দেজ ওদের সব বন্ধুকেই জায়গা দিয়েছে ওরা। তুমিও ফাইল করতে পারতে, বার্ট।'

'ভেবেছিলাম পিকাইউন ক্রীকটাই সাফ করি আগে।'

'আমার পরামর্শ চাওনি,' স্মরণ করিয়ে দিল ডিকিনসন। 'যে মুহূর্তে

আমার আস্তিন থেকে আলগা হয়েছ অমনি ভুল করেছ।'

'এজন্যে আমি ওদের কলজে খাব,' ঘোষণা করল ম্যানাস।

'নিজের চেষ্টায় না,' ডিকিনসন বলল।

'ঠিক।' শব্দ করে শ্বাস ছাড়ল ম্যানাস, ড্রিংক নিল আরেকটা। 'স্বীকার করছি, বেন, তোমাকে আমার দরকার। আর ভুল হবে না।'

ব্যঙ্গের সুরে হাসল শেড। সুসান কার্টার দেয়ালের দিকে চোখ ফেরাল। ডিকিনসনের মুখের ভাব বদলাল না। ড্রয়ারে হাত ঢুকিয়ে ব্যাজ বার করল সে, ম্যানাসের উদ্দেশে ঠেলে দিল।

'মরিয়ার্টি, সুইডি আর ক্যানন আছে। শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা কর। কাউকে গ্রেফতার করতে যেয়ো না। তবে ওদের বুঝিয়ে দাও, শহরটা এখনো আমরাই চালাচ্ছি।'

ভেস্টে ব্যাজ আটকাল ম্যানাস। 'ওসমানের কী খবর?'

'আমি আঁচ করছি একটা জিনিস।' চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে ডেস্কের ওপর সবুট পা তুলে দিল ডিকিনসন। 'কাল সকালে ব্যাংক খোলামাত্র ও হাজির হবে, বন্ধকের টাকাসহ।'

'কীভাবে জানলে টাকা আছে ওর কাছে? ওরা কোন সোনা তুলতে পারেনি, এখনো পর্যন্ত না।'

'রাজধানীতে গেছিল ওসমান,' বলল ডিকিনসন। 'একটা কোম্পানি গঠন করেছে, টেরিটোরিয়াল মাইনিং। অবাক হবার কিছু নেই, আমি হলেও তাই করতাম। ব্যাংকাররা টাকা ধার দিয়েছে ওকে।'

'হুম। তাহলে টাকা পেয়েছে ও। র‍্যাঞ্চটা রাখতে পারছে। খনি পেয়েছে। এবার মেয়েটাকেও দখল করবে।'

মৃদু স্বরে বলল বেন ডিকিনসন, 'তুমি এদিককার খবর জান না, টম। তুমি সোনার খোঁজে বালু ছাঁকছিলে।'

'আমি জানি ওই টেক্সান ব্যাটা একটা খুন করেও রেহাই পেয়ে যাচ্ছে।'

র‍্যাগ শেড হাসল। ম্যানাস তাকাল ওর দিকে, তারপর বেন ডিকিনসনের পানে, যে তখন হাসছে মুখ টিপে।

'ঠিক আছে, আমার ভূমিকা কী?'

'কাজে ফিরে যাচ্ছ তুমি। ব্যাজ এঁটে টহল দেবে সদর রাস্তায়। গোলমালে জড়াবে না, মাতাল ছাড়া তাকাবে না আর কারো দিকে। মাদাম ভিক্টোরিয়ার ওখানে যাবে, কিন্তু বেশি গভীরে নাক গলাবে না।'

'ওসমানকে কিছু করতে পারব না?'

'ও সীমা লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত নয়,' বলল বেন। 'করলে, সোজা হাজতে ভরবে। মরিয়ার্টি, সুইডি, ক্যানন এরা আছে, সাহায্য করবে।'

ম্যানাস দম্ভ করল, 'আমি একাই পারব।'

'নিশ্চয় পারবে, বার্ট। তবে ওরা থাকবে কাছেপিঠে।'

'আমি এর মধ্যে থাকতে চাই,' ইতস্তত করল ম্যানাস। 'আমি মাইনিং করতে গেছিলাম বলে তুমি নিশ্চয় রাগ করনি, বেন? আসলে ভেবেছিলাম মুফতে কয়েকটা ডলার কামিয়ে নিতে পারব আমরা।'

'বল, ভেবেছিলে তুমি কামিয়ে নিতে পারবে,' ডিকিনসন শুধরে দিল ওকে। 'তবে আমরা দীর্ঘদিন হল একসাথে আছি, বার্ট। রাগ-দ্বেষ ভুলে যাও।'

হাত মেলাল ওরা। ম্যানাস বেরিয়ে গেল পেছনের পথে। কঠোর পরিশ্রম আর হতাশায় ওর কাঁধ ঝুলে পড়েছে।

বেন বলল, 'ওকে দিয়ে আমার আর বেশিদিন চলবে না। কাজটা ঠিকমত কর, শেড। এরপর তোমার সুযোগ।'

ফোরম্যান হাসল সশব্দে। 'আজ বিদায় নিচ্ছে কাল, তাই না, বেন? সবই দেখছি একজীবনে।' ম্যানাসের পেছন পেছন বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল সে।

সুসান কার্টার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে ওরা সামলাতে পারবে ওসমানকে?'

'নিশ্চিত নই।'

'কিন্তু একটা জুয়া তোমাকে খেলতে হবে?'

চেয়ার কাত করল ডিকিনসন, মাথার পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। 'সামনে নির্বাচন। নতুনরা কী করবে কেউ বলতে পারে না। সোনার নেশা বেশিদিন থাকে না, শিগগিরই ভারি মাইনিং শুরু করবে ওরা, এবং তখন আমরা আরেক জাতের লোক পাব—অর্থের বিনিময়ে যারা গতর খাটায়। এরকম একটা শহর আমার পছন্দ হবে কিনা আমি জানি না। তাই তৈরি থাকতে হবে। ওসমান আমার পথের কাঁটা হয়ে উঠতে পারে তখন।'

'ও এখনই তোমার প্রেমিকাকে কেড়ে নিয়েছে।'

বেন ডিকিনসন বলল, 'তোমার খুব বদ অভ্যাস একটা খারাপ কথা বারবার বলার।' মেঝেয় সজোরে পা নামিয়ে আনল সে, সামনে ঝুঁকে আচমকা চড় মারল সুসানের গালে। চেয়ার থেকে পড়ে গেল শ্যামাঙ্গিনী।

আপনমনে সিগার ফুঁকতে লাগল ডিকিনসন সিটির একচ্ছত্র অধিপতি, অপলকে চেয়ে আছে সুসানের দিকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, মাথা ঘুরছে ওর, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

আরাম করে বসল ব্যাংকার। তার দাঁত সিগারের গোড়া কেটে ফেলেছে। ওটা অ্যাশট্রেয় নিক্ষেপ করল সে, বাক্স থেকে নতুন আরেকটা নিয়ে ধরাল।

সিম জ্যারেটে হট বাথে গোসল করছে বব ওসমান। ভাঁজ করা ধোয়া কাপড় কাছেই রাখা। ওটার ওপর মানি বেল্ট আর কক করা রিভলভার। বেল্টে আট হাজারের কিছু বেশি ডলার আছে, ব্যাংকে সুদসমেত বন্ধকের টাকা শোধ করেও মাইনিংয়ের যন্ত্রপাতি কেনা যাবে।

দরজা খুলে উঁকি দিল মরিয়ার্টি। 'কে, বব? খবর ভাল?'

'বিলকুল। দরজাটা বন্ধ কর, বাতাস ঢোকাচ্ছ তুমি।' দৃষ্টির আড়াল

হল মরিয়ার্টি। এই জংলী আইরিশ ডেপুটিকে ববের মোটেও পছন্দ না। দিন দিন অবনতি ঘটছে শহরের শান্তি–শৃঙ্খলার।

অ্যান আজকাল রাস্তায় বেরোতে সাহস পায় না। সব জায়গা থেকে আসছে রক্তচোষা বাদুড়ের দল—সোনার নেশায়। র‍্যামসে বুচানন পিকাইউনে রয়েছে। আস্তাবল দেখাশোনা করছে এক নিগ্রো ছোকরা। আস্তাবলের পাশেই জমজমাট হয়ে উঠেছে মাদাম ভিক্টোরিয়ার নিষিদ্ধ পল্লী। পরিস্থিতি শান্ত করার কোন চেষ্টাই করছে না বেন ডিকিনসন।

এখন যেহেতু ম্যানাস ফিরে এসেছে, অবস্থা এতটুকু বদলাবে না, বব জানে। এক বছর আগেই যথেষ্ট খল ছিল ম্যানাস, ব্যর্থতার হতাশায় এবার আরো ভয়ংকর হয়ে উঠবে। অন্যরা মাইনিং শুরু করলেও সে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, সে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে বেঈমানি করা হয়েছে।

এক অর্থে অভিযোগটা সত্যি। লোনলির ফাঁদে পা দিয়েছিল সে, এবং নাছোড়বান্দার মত অটল থেকেছিল ঝরনায়ই সোনা মিলবে এই বিশ্বাসে।

পুরো ব্যাপারটাই অস্বস্তিকর। এজন্যে খানিকটা অপরাধ বোধ করে বব, আবার এও ভাবে সব যখন চুকে যাবে শহরটা মাইনিং আর গরু ব্যবসার মিলিত স্বার্থে যথার্থ মহানগরী হয়ে উঠবে। ডিকিনসন আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না একে। ওকে তাড়াবার লোকের অভাব হবে না তখন। লোনলি সব ব্যাখ্যা করে বলেছে তাকে এবং মন্টি একমত হয়েছে এর সাথে।

তবু, সেই পুরোন শান্ত শহরটাই যেন পছন্দ ববের। নতুন পরিবেশের এই ব্যস্ত শহর, ওর মনে হয়, অ্যানের বাবার স্বপ্ননগরী থেকে বহু দূরের।

শহরের পুরোন বাসিন্দাদের ওপর নিজের প্রভাব সম্পর্কে অসচেতন নয় সে। সায়মন জ্যারেট যখন ভেতরে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, পানি থেকে উঠে গা মুছছে বব।

'এক্ষুনি বেরোচ্ছি। জানি, তোমার আরো খদ্দের অপেক্ষা করছে,' বলল ও।

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' আশ্বস্ত করল নাপিত। 'আমি তোমার সাথে অন্য ব্যাপারে আলাপ করতে চাইছিলাম। ইলেকশনে দাঁড়াব কিনা মনস্থির করতে পারছি না।'

'কেন?'

বাতাসে হাত খেলাল জ্যারেট। 'মেয়র যদি হইও শেষতক, পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হবে। দেখছ না, শহরটা কেমন বদলে যাচ্ছে দ্রুত?'

'অর্থাৎ, দায়িত্ব নিতে ভয় পাচ্ছ?'

'ম্‌···সংক্ষেপে বলতে গেলে···হ্যাঁ।'

শার্টটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল বব। তারপর মানি বেল্টের কথা মনে পড়ায় ওটা আগে জড়িয়ে নিল সরু কোমরে। 'সহযোগিতা পাবে। সব পেশার লোক নিয়ে কাউন্সিল গঠন করবে একটা। ম্যানাস, মরিয়ার্টি এদের তাড়িয়ে দেবে।'

'যদি যেতে না চায় ওরা? আমি যোদ্ধা না, বব, তুমি জান। বেনকে প্রতিহত করার জন্যে মিস অ্যান নির্বাচনে দাঁড়াতে রাজি করিয়েছে আমাকে। কিন্তু ওদের ছলাকলায় আমি দক্ষ নই।'

'তুমিই একমাত্র যোগ্য প্রার্থী। আর তাছাড়া এখনো তুমি নির্বাচিত হওনি। তবে আমার বিশ্বাস তা হবে, কারণ ভোটে যেন কারচুপি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখব আমরা। তারপরও বেন জিতে যেতে পারে। সুতরাং, এখনই চিন্তিত হবার কিছু নেই।'

'আমার যেন বিশ্বাস হয় না ও হারবে। মাঝখান থেকে অকারণ একটা ঝামেলায় জড়াব আমি,' অখুশি গলায় বলল জ্যারেট।

খদ্দেরদের ডাকে দোকানে ফিরে গেল ও। বব কাপড় পরা শেষ করল। যেভাবেই দেখা যাক, ভাবল সে, পুরো ব্যাপারটাই বিচ্ছিরি।

হালকা একখানা জ্যাকেট গায়ে চড়াল ও, নাপিতের দোকানে বেরিয়ে এল। অনেকেই ডাকল ওকে, সংক্ষেপে ওদের সাথে কথা সারল সে। রাস্তায় নামল, অ্যানদের বাড়ির দিকে পা বাড়াতে যাবে এই সময়ে মনে পড়ল, আস্তাবলে আছে ওর ঘোড়া, ওটার যত্ন দরকার।

মরিয়ার্টি, ক্যানন আর সুইডিকে দেখতে পেল সে, তারপর ম্যানাসকে চোখে পড়ল, ব্যাজ পরে আছে। মেইন স্ট্রিটে বীরদর্পে ঘোরাফেরা করছে ওরা, কিন্তু বেআইনি কাজকর্ম বন্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। হতাশভাবে মাথা নাড়ল বব, হোটেলের পাশ দিয়ে ঘুরে স্ট্যাবল ইয়ার্ডে গিয়ে ঢুকল।

বার্নে বাতি নেই, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। লণ্ঠনটা খুঁজল সে, দরজার ঠিক ভেতরে একটা পেরেকে ঝোলান থাকে ওটা।

ক্ষীণ শব্দ ধরা পড়ল ওর কানে, ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল। উঠনের ওপাশে, মাদাম ভিক্টোরিয়ার পল্লী থেকে আলো আসছে একচিলতে। ঘুরে দাঁড়াবার সময় কে যেন ওর হাত চেপে ধরল। আক্রমণকারীর মুখখানা মুহূর্তের জন্যে আবছায়া দেখতে পেল ও। তারপর ওর মাথায় বাড়ি পড়ল একটা।

ওদের সাথে যুঝতে লাগল বব। শক্ত করে ধরে রাখল ওরা, আবার একজন আঘাত করল। এবার বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুসি, টাল হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। ঘোড়ার নাদি আর ভেজা খড়ের উৎকট গন্ধে গা গুলিয়ে এল ওর। ওঠার প্রয়াস পেল, লাথি পড়ল পাঁজরে।

কেউ কোন কথা বলছে না। চেঁচাচ্ছে না বব। জানে, লোকগুলো যদি টের পায় ওদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে, ওরা তাকে খুন করবে। পালাতে গিয়ে ধরা পড়তে পারে এটা মনে হলেও ঝেড়ে ফেলবে। তবে এমনিতেও যে খুন করতে চায় না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না ও। একজন ওর জামা ছিঁড়ে মানি বেল্টটা ছিনিয়ে নিল, তারপর ফের শুরু হল লাথি। জ্ঞান হারাল বব, তবে তার আগে উপলব্ধি করল শেষ হয়ে গেছে সে,

নিজের পায়ে দাঁড়ান তার আর হল না।

এরপর গুলির শব্দ পেল সে। ভাবল, তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে দুর্বৃত্তরাই করেছে গুলিটা, কিন্তু পরমুহূর্তে নিরাশার মাঝে আশার শেষ আলোকরশ্মির মত বুঝল গুলি ওরা করবে না কারণ তাতে লোকজনের নজর পড়বে এদিকে।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল বব জানে না, জ্ঞান ফিরে দেখল কারো কাঁধে ভর দিয়ে সে দোতলার সিঁড়ি ভাঙছে। খুব ধীর সেই ওঠার অগ্রগতি, কার্পেট পাতা সিঁড়িতে ওদের পদশব্দ ঢাকা পড়ছে। দেয়ালে হেলান দিল ও, সাহায্যকারী যথাসম্ভব ঠেলে উঁচু করল ওকে। অবশেষে ম্লান, লাল বাতি জ্বালান একটা করিডরের মাথায় পৌঁছল সে।

আর ঠিক তখুনি বব টের পেল ওর সাহায্যকারী একজন মেয়ে এবং তার গায়ের পারাফিউম থেকে বুঝল ওই মেয়ে সুসান কার্টার। আগেই নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল শক্তি, করিডরের প্রান্তে বসে পড়ল বব। সুসান হাঁটু গেড়ে বসল পাশে, পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে।

'বব। তোমাকে পারতেই হবে। হামা দাও, যা খুশি। যে-কোন সময় লোক এসে পড়তে পারে। সোজা সামনে। হামা দাও। আমি আর তোমার ভর নিতে পারব না। হামা দাও!'

একটা হাত সামনে বাড়াল বব, তারপর হাঁটু। ভেঙে এল শরীর, তবু সরীসৃপের ভঙ্গিতে চলা অব্যাহত রাখল। দৈব সহায়, অচিরেই দরজা পাওয়া গেল একটা। দরজাটা খুলল সুসান, নিজেও ঢুকল ভেতরে। ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল ববের পাশে, দুজনার নিশ্বাস এক হয়ে যাচ্ছে। মদ খেয়েছে সুসান।

শ্যামাঙ্গিনী বলল, 'জানি না এতে কাজ হবে কিনা। তুমি জান কোথায় আছ?'

'মাদাম ভিক্টোরিয়ার বাড়ি?'

'হ্যাঁ। এটাই সবচেয়ে কাছে। তোমার লুকিয়ে থাকার জন্যে একমাত্র

জায়গা।'

'অ্যান উইলিসের বাসা,' কোনমতে উচ্চারণ করল বব।

'না। আমি ভয় দেখিয়ে না তাড়ালে ওরা খুন করত তোমাকে।' ওর হাতে ছোট একটা রিভলভার ধরিয়ে দিল মেয়েটি। 'ওরা তোমাকে হত্যা করতে যাচ্ছিল।'

'র‍্যাগ শেড,' বলল বব। 'হ্যালিডে। ফ্রে।'

'প্রমাণ করতে পারবে না।'

মাথা কাজ করে না ববের। 'তুমি দেখেছ ওদের।'

'বব, বুঝতে চেষ্টা কর। আমি সাক্ষী হতে পারব না।'

অবশ্যই পারে না। যা করেছে, এজন্যেই মরতে হতে পারে ওকে। 'ঠিক আছে,' বব বলল। 'তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব তুমি করেছ।'

চোখ বোজে ও। এক বারবণিতার শোবার ঘর অবধি পৌঁছাতে গিয়ে প্রচণ্ড ধকল সইতে হয়েছে। আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ছোট্ট ল্যাম্পের মিটমিটে আলোয় ওকে দেখল সুসান। তারপর উঠে দাঁড়াল। মাদাম সুন্দর সাজিয়েছে ঘরখানা। বিছানাটা পরিষ্কার। বেসিনভর্তি পানি, ধোয়া তোয়ালে সব আছে। ফ্রিসকোয় বেন যেখানে সুসানকে পেয়েছিল সেই পল্লী থেকে এটা ঢের ভাল।

আফিমের ঝিমুনি জোর করে তাড়াল ও। এই নেশার শক্তিতেই ববকে উদ্ধার করার সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছে সে। এজন্য ও গর্বিত, কিন্তু এও জানে আসল কাজ এখনো বাকি। মাদাম ভিক্টোরিয়ার সমর্থন আদায় করতে হবে।

তখন ওদের উদ্দেশে গুলি ছোড়ার বুদ্ধিতে কাজ দিয়েছে। নিমেষে সটকে পড়েছে ওরা, ঘটনা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি। আপাতত কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত না বেন জানছে এরপর কাকে হত্যা করতে হবে। নিজের টেইল গোপন করতে ওর জন্যে এটা জরুরি।

দরজায় গেল সুসান। তালা নেই, সঙ্গত কারণেই। সন্তর্পণে পা রাখল বাইরে। করিডরে লাল শেড বসান বাতিটা ভৌতিক আলো ছড়াচ্ছে।

পেছনের সিঁড়িতে হোঁচট খাওয়ার শব্দ হল। দেয়ালের গায়ে মিশে গেল সুসান। কালো কোট পরনে দীর্ঘকায় এক টিনের বাঁশি ফিসফিস করে বলল, 'কে? মোনা?'

'মোনা পারলারে,' জবাব দিল সুসান। 'সাবধান, মাদাম যেন তোমাকে ধরতে না পারে।'

'চুলোয় যাক মাদাম।' বেহেড মাতাল হয়ে আছে লোকটা।

'তুমি বেশ জান, এ পথে এসেছ টের পেলে মাদাম তোমার কী হাল করবে। তারচেয়ে সামনের পথে ঢুকে মোনাকে ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছ না কেন? আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'তুমিও মাদামকে ঘৃণা কর, না?' হাসল লোকটা। 'সবাই করে।'

টলতে টলতে নিচে ফিরে গেল টিনের বাঁশি। আগের জায়গায়ই রইল সুসান কার্টার, ভাবছে। মোনা জুয়াড়ি প্রেমিকের সাথে মিলিত হবার চেষ্টা করতে পারে। সেক্ষেত্রে এখানে হাজির থাকাই ওর প্রয়োজন। এভাবে নিঃসাড়ে অনড় দাঁড়িয়ে থাকার যাতনা অসীম, ওর প্রতিটি স্নায়ু ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। ঠোঁট কামড়ে ধরল সুসান, এত জোরে যে, কেটে গেল। ওর হাতের নখ শুকনো তালুর চামড়া ভেদ করল। আফিমের তৃষ্ণা এখন দারুণভাবে বোধ করে সে।

ঘৃণা, ভাবে ও, কার্যকর অবলম্বন। বেন ডিকিনসনের কথা প্রাণপণে ভাবে সে, লোকটা কত জঘন্য অপরাধ করেছে তার সাথে মনে করে সেগুলো। এর চেয়ে ফ্রিসকোয় থাকা শতগুণে ভাল ছিল—হয়ত মারা যেত আরো আগেই, কিন্তু এরকম অপমান সইতে হত না।

স্বর্ণকেশী রোগা মেয়েটি যখন সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল পড়িমরি করে সুসান তখন কাঁপছে। আধো-আলোয় করিডরে ওকে

অপেক্ষা করতে দেখে চমকে গেল মেয়েটা।

'লোকটার সাথে দেখা করার জন্যে কোন্ ঘর ব্যবহার করবে তুমি?' জানতে চাইল সুসান।

'ওই—ওটা।' আঙুল ইশারায় দেখাল মোনা।

'ঠিক আছে। নিচে গিয়ে মাদামকে বল, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই, এক্ষুনি, সিঁড়ির কাছে শেষ কামরাটায়। এরপর তোমার যা ইচ্ছে হয় কোর।'

'তোমার কথা বুঝলাম না ঠিক,' ইতস্তত করছে স্বর্ণকেশিনী।

এবার আদেশের সুরে সুসানা বল, 'যা বললাম কর! জলদি!'

দুঃসহ মনে হয় প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো। ওর ত্বক জ্বালা করে, ঘেমে ভিজে ওঠে শরীর। দরজা খোলা রেখেই ঘরে ফিরে যায় ও। বব এখনো অচেতন। সুসান ভেবে পায় না ওর চোট কতখানি মারাত্মক, এখানে এনে ভুল করেছে কিনা।

চেষ্টা করলে হয়ত উইলিসদের বাসায় নিয়ে যেতে পারত। মেইন স্ট্রিট অবধি যেতে পারলে মেক্সিক্যান বন্ধুরাই হয়ত এগিয়ে আসত শুশ্রূষার ভার নিতে। কিন্তু ববকে তার প্রয়োজন। ও-ই তার শেষ ভরসা।

শব্দ হল একটা। পাঁই করে ঘুরল সুসান। মাদাম ভিক্টোরিয়া। ও বলল, 'ওহ্, মাদাম, আমার সাহায্য দরকার!'

মাদাম দীর্ঘদেহী মহিলা, পাখির মত চেহারা। মাথায় সাদা পরচুলা। কালো পোশাক গায়ে, দেখে মনে হয় স্কুল টিচার। লম্বা নাকখানা চঞ্চুর মত বাঁকান, পাতলা ঠোঁট দুটো নিষ্প্রাণ।

'তুমি বেন ডিকিনসনের মেয়েমানুষ। একটা মাতালের সাথে এখানে কী করছ?'

'ও মাতাল না।'

কাছে গেল মহিলা, ল্যাম্পটা সরাল একটু যাতে আলো ববের

ক্ষতবিক্ষত মুখের ওপর গিয়ে পড়ে। 'বুঝেছি। বব ওসমান।'

'হ্যাঁ। ওর একজন ডাক্তার দরকার।'

'বেন ডিকিনসনের লোকদের কাজ?'

'হ্যাঁ। প্লিজ, আর কথা বাড়িয়ো না। আমি টাকা দেব। তোমার ডাক্তারকে একটা খবর দাও।'

'আমি কথা বাড়াই না, মেয়ে। আবার না বুঝেও কিছু করি না। আমার কী লাভ হবে?'

'সেরে ওঠা পর্যন্ত ওকে আমি লুকিয়ে রাখতে চাই। সময় কিনতে চাই আমি, আর তুমি সেটা বেচতে পার আমার কাছে।'

হাত ভাঁজ করল মাদাম, অনন্তে তাকাল, 'বেন ডিকিনসন চালায় এ শহর। ওর বিরুদ্ধে কেন যাব আমি?'

'টাকার জন্যে। নিরাপত্তার জন্যে ওকে তোমার অনেক বেশি দাদন দিতে হয় বলে।'

'তুমি জান তাহলে?' মাথা ঝাঁকাল মাদাম ভিক্টোরিয়া। 'বহুকিছুই জান মনে হচ্ছে।'

'বেন ডিকিনসনের সব খবরই আমি রাখি।' দ্বিধা করল সুসান, তারপর যোগ করল, 'তুমি জান ও নিজেও একটা পল্লী খুলতে চাইছে?'

'না। আমাকে কথা দিয়েছে তা খুলবে না।'

'এখন তোমাকে একশ ডলার দিচ্ছি। পরে আরো দেব,' সুসানা বলল। ওর স্নায়ু ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।

কাশল বব, রক্ত ঝরল মুখ থেকে।

মাদাম ভিক্টোরিয়া বলল, 'বিছানায় শুইয়ে দাও। নিশ্চয় লাথি মেরেছিল। আসলেই ডাক্তার ডাকা দরকার।'

'ওকে খুন করতে চেয়েছিল ওরা,' বলল সুসান।

'সন্দেহ নেই। মানুষ এ দেশে আগুন নিয়ে খেলে না, তোমার এটা জানা থাকা উচিত। ওসমান একাকী ডিকিনসনের সাথে লাগতে গেছিল।

আমি এর মধ্যে জড়াতে চাই না।'

স্কার্ট উঁচু করল সুসান, মোজার ভেতর থেকে টাকা বার করল। 'দুশ ডলার।'

'যদি ডিকিনসন জেনে যায়?'

'কী এল গেল। সে এমনিতেই খুলতে যাচ্ছে এই ব্যবসা। আমি এটুকু বলতে পারি, ওসমান টিকে থাকলে তোমার তবু আশা আছে। আর ও যদি মারা যায়, আমাদের কারোরই কোন আশা নেই।'

বর্তুল চোখজোড়া সরু হল। 'ও মারা গেলে লাশ গুম করতে পারব তো?'

'ডিপ ক্যানিয়নে,' কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে বলল সুসান, 'ছালায় পুরে।'

ডলারগুলো নিল মাদাম। 'ডাক্তারকে মনে হয় বিশ্বাস করা যায়। প্রায়ই আসে এখানে, মেয়েদের পরীক্ষা করতে।'

'জানি,' বলল সুসান। 'তাড়াতাড়ি কর। নইলে ও এখনই মারা যেতে পারে।'

'ও যদি টিকে যায় এবং ডিকিনসনকে দেশছাড়া করতে পারে—তুমি থাকবে আমার পেছনে?'

'নিশ্চয়ই। শুধু এই একটা কারণেই শেডদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছি। এখানে এসেছিও এ জন্যেই। বুঝতে পারছ না তুমি?'

'পারছি। এও বুঝতে পারছি এর ফলে শেষে আমাকে ব্যবসা হারাতে হতে পারে। এবং হয়ত আরো কিছু।' টাকা গুনল মহিলা। 'পরে আরো দেবে?'

'হ্যাঁ। অনেক।'

'সম্ভাবনা খুবই অল্প কিন্তু ঝুঁকি বেশি। এর ভেতর জড়ান আমার ঠিক হচ্ছে না।' দরজায় গেল মাদাম, করিডরে পা রাখল। সুসান পিছু নিল।

মোনার দেখান ঘর থেকে শব্দ আসছে। মুখ বাঁকাল মহিলা। বলল,

'প্রেম! একটা খটখটে ছুকরি আর একটা তালপাতার সেপাই। নেহাত আক্রা, নইলে কবে দূর করে দিতাম কুক্তিটাকে। তাছাড়া আমারও বন্দুকধারী কাউকে চাই।'

'এবার আমাকে যেতে হয়,' বলল সুসান। 'বেন খোঁজ করবে।'

'যাও।' অপ্রশস্ত কাঁধ দুটো সোজা করল মাদাম ভিক্টোরিয়া। 'কাউকে কথা দিলে আমি তা রাখি।'

বেন ডিকিনসন যখন এল, ফোর এসেস স্যালুনের নির্দিষ্ট টেবিলে বসে ওয়াইনে চুমুক দিচ্ছে সুসান। সকালের আফিম সেবনের প্রভাব কেটে যেতে শুরু করেছে। শুষ্ক লাগছে ওর ভেতরটা, অস্থির বোধ করছে। অথচ এখন আর নীল বোতলের শরণ নেয়া সম্ভব নয়—একটা এসপার ওসপার না হওয়া অবধি।

র‍্যাগ শেড এসে যখন বেনের কানে কানে রিপোর্ট করল, অতিকষ্টে নিজেকে ভাবলেশহীন রাখল সুসান। ডিকিনসনের মুখের রঙ বদলে যেতে দেখল সে, লোকটার কণ্ঠে রাগ আর ভয়ের আভাস লক্ষ করে পুলকিত হল।

'অর্থাৎ পালিয়ে গেছে ও?'

'বললাম তো, আমাদের লক্ষ করে কেউ গুলি ছুড়েছিল।'

'তারমানে সেই লোক দেখতে পেয়েছে তোমাদের।'

শেড নীরব রইল। মুখ কালো। ডিকিনসনের মত সেও জানে, ভুল যা হবার হয়ে গেছে, ওদের ভাগ্য এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে।

'তুমি নিশ্চিত ওকে খতম করতে পারনি?'

'মারা যাওয়া উচিত। তবে যেখানে রেখে এসেছিলাম সেখানে পাইনি। আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করেছি।'

'লোকটা যদি বেঁচে থাকে, এবং কারো নজরে পড়ে গিয়ে থাকে তোমরা...' মাঝপথে ছেদ টানল ডিকিনসন, দৃষ্টি সুসানের দিকে। 'তমি

ঘরে যাও।'

অনুগতটির মত উঠে পড়ল সুসান, মিষ্টি করে হাসল ওদের উদ্দেশে। 'শুভরাত্রি, বন্ধুরা। কামনা করি তোমাদের ঘুম ভাল হোক।'

আশা আছে, ভাবল সে। ভয় পেয়েছে ওরা। সবকিছু যদি ঠিকমত এগোয়, হয়ত সে মুক্তিলাভ করতে পারবে। আজ রাতে সিঁড়িটা ওর তেমন দুরারোহ মনে হয় না।

বার

প্রথম যেবার সজাগ হল বব সেবার ও ডাক্তারের ঘুমের ওষুধের প্রভাবে ছিল। আচ্ছন্নতার মধ্যে দেখল এক মহিলা তার বিছানার পাশে বসে, ভাবল সে নিশ্চয়ই হাসপাতালে।

'অ্যান?' সংশয়ের স্বরে জিজ্ঞেস করল বব।

'চিনতে না পারার কথা নয়,' বলল মাদাম ভিক্টোরিয়া।

'মনে করতে পারছি না।'

'অসুবিধে নেই। পাঁজর ভেঙেছে তোমার। প্রচুর রক্ত হারিয়েছ। চুপ করে থাক।'

'বন্ধকের টাকা। ওরা লুট করেছে।'

'এবং তোমার র‍্যাঞ্চ বেন ডিকিনসনের দখলে। এখন তুমি যদি সুস্থ হয়ে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে না পার. আমরা সবাই ডুবব।'

'লড়াই?' জড়িয়ে এল ববের কণ্ঠস্বর। 'ওরা আমার শক্তি কেড়ে নিয়েছে, লেডি।'

'আমি লেডি নই এবং এখনো তোমার যথেষ্ট শক্তি রয়েছে,' অভয় দিল মাদাম ভিক্টোরিয়া। ঘুমিয়ে পড়ছে দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করল সে, 'আশা করি। কারণ তা নাহলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

পরের যাত্রায় পুরোপুরি সাড়া ফিরে পেল বব। তখন সুসান কার্টার এসেছে মাদাম ভিক্টোরিয়ার জায়গায়। ওর পানে তাকাল বব, তারপর ঘরের চারপাশে।

'মনে পড়েছে। এটা মাদাম ভিক্টোরিয়ার বাড়ি।'

'খারাপ চোট পেয়েছিলে তুমি,' জরুরি গলায় বলল সুসান। 'আমাদের সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।'

'অ্যান? অ্যানকে খবর দেয়া হয়েছে?'

'আমি লোক মারফত জানিয়েছি তুমি আহত এবং লুকিয়ে আছ। ও খনিতে আছে, ওর দাদুর কাছে।'

'র‍্যাঞ্চ?'

'বেনের দখলে।'

'একেই বলে কপাল। সব রসাতলে যাচ্ছে আর আমি পড়ে আছি পতিতালয়ে।'

'সেরে উঠবে তুমি, ডাক্তার বলেছে। ওরা তোমাকে খুঁজে পাবে না। আমার কথা শোন, বব, শুনবে?'

'আমি পারব উঠতে।' চেষ্টা করল ও, কিন্তু নিমেষে নক্ষত্রখচিত অন্ধকার দুলে উঠল ওর চারপাশে।

'বেন ভুল করেছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ? তুমি ভয় পাইয়ে দিয়েছ ওকে। শেডকে লাগিয়ে ও তোমার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ওরা তোমাকে খুন করতে পারেনি।'

'তুমি গুলি করেছিলে, নইলে মেরে রেখেই যেত।'

সুসান বলল, 'আমি পালাতে চাই, বব। বাঁচতে চাই। তোমার কাছে এই একটি উপকারই আমার চাওয়ার আছে।'

দুর্বলতা গ্রাস করছে ওকে, সুসানের কথা অর্থহীন মনে হল। একটা অবলম্বন খুঁজল সে, যাতে তার জোরে সচেতন থাকতে পারে। অ্যানের কথা ভাবল।

এরপর আবার তাকাল শ্যামাঙ্গিনীর পানে। 'আঘাত পেলে মানুষ শুধু নিজের কথাই ভাবে। তুমি? মানে পালান ছাড়া আর কী দাবি তোমার?'

অপলকে ববের দিকে তাকাল সুসান, ল্যাম্পের ম্লান আলোয় ওর মুখখানা অসহায় দেখাচ্ছে।

'আমার আবার কী দাবি। কিছুই না। আমি স্রেফ একটা বেশ্যা।'

'আমি তা বলব না।'

'দরকার নেই বলবার।'

পিছল বোধকে আবার খাটাতে চেষ্টা করে বব।

'তুমি আমার সাথে কেন?'

'একজন বেশ্যারও আত্মসম্মানবোধ থাকে। শেষে অবশ্য ওটা হারাতে হয় তাকে, কেননা এটাই জীবনের নিয়ম। আর এ দুয়ের মাঝখানে এই ইচ্ছা, সংসারকে একহাত দেখে নেয়ার

'বেন তোমার প্রতি অবিচার করেছে···না?'

'বেন একটা শয়তান।'

'আমার তা মনে হয়নি, প্রথমে। ভেবেছিলাম, দাঁড়াবার চেষ্টা করছে একজন মানুষ। কারো চেয়ে ভালও না—মন্দও নয়।'

'আমি ওকে ভালবেসেছিলাম।'

নীরবতা নামল ছোট্ট ওই কামরায়।

চেয়ার ছাড়ল সুসান। 'নিজেকে আমার কিছু একটা করে দেখাতে হবে। এখানে ঢোকা বা পরে বেরিয়ে যাওয়া, কোনটাই সহজ না।'

'একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে পারবে?'

'পারব। কিন্তু বেন জেনে যাবে।'

'ঠিক। বিপদ ঘটবে তাতে।'

শ্যামাঙ্গিনী বলল, 'তবে মাদাম ভিক্টোরিয়া পাঠালে, হয়ত ঝামেলা হবে না।'

বব বলল, 'তার সঙ্গে কথা বলব আমি।' চোখ বুজল ও। সুসান কার্টার সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে, বোঝার চেষ্টা করতে হবে মেয়েটা কী চায়—এবং কেন। কিন্তু ওর মাথা কাজ করে না। সুসান যখন বেরিয়ে গেল, ব্যথার কথা ভুলে একটা পরিকল্পনা খাড়া করার প্রয়াস পেল সে, পারল না।

অ্যান, ভাবে ও, অস্থির হয়ে পড়বে। লোনলি দুশ্চিন্তা করবে। র‍্যাঞ্চ বেদখল হবার খবর লোনলিকে জানাবে ব্যানিং। নানান ঝামেলার সৃষ্টি হবে এবং মন্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। সারা জীবনের সঞ্চয় র‍্যাঞ্চে লগ্নি করেছিল মন্টি।

খনিটা অবশ্য থাকছে ওদের, কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হবে না। তাছাড়া, বেন ডিকিনসনের দৌরাত্ম্য যদি অবাধে চলতে থাকে, খনিগুলো কতদিন ধরে রাখতে পারবে ওরা সেটাও অনিশ্চিত। বব ওসমানের সমর্থক যে কারো জন্যে এ শহর এখন বিপজ্জনক।

দরজা খুলে মাদাম ভিক্টোরিয়া প্রবেশ করল। সন্দেহের চোখে তাকাল বরের দিকে।

'এই টেলিগ্রামের ব্যাপারটা কী, ওসমান?'

'আমার সেজ ভাইয়ের কাছে, স্যান্তা ফে-তে।'

'তোমার ভাই আছে নাকি?'

'তিনজন। তবে টেলিগ্রাম যাবে ও'নীল ওসমানের নামে।'

'কোথায় থাকে?'

'মোরায়।'

'কি লিখতে হবে টেলিগ্রামে?'

'দুটো কথা: সাহায্য পেলে ভাল হয়। আছে?'

'তুমি জান টেলিগ্রাফ অফিসে ডিকিনসনের লোক আছে।'

'জানি। তবে তলায় তোমার সই থাকলে ওসমান নামটা হয়ত খেয়াল করবে না ওরা।'

'টেলিগ্রামটা যে তোমার বুঝবে এটা ও'নীল?'

অনাবিল হাসি ছড়িয়ে পড়ল ববের মুখে।

এক মুহূর্ত ভাবল মাদাম ভিক্টোরিয়া। 'ঝুঁকি আছে। কিন্তু এটাই তোমার একমাত্র সুযোগ। বেন ডিকিনসন নিশ্চয় নিজে সব টেলিগ্রাম পড়ে না। বাকিগুলো মূর্খ। আমি সই করলে হয়ত অতশত খেয়ালও করবে না।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'তুমি চাও তোমার ভাইয়েরা তোমার সৎকার করুক?'

'এর সাথে আরো লোকের স্বার্থ জড়িত।'

'অবশ্যই। আমিও তাদের একজন।'

'মাদাম, তুমি জুতোর তলার মতই শক্ত। এটুকু বিশ্বাস কর, আমার পক্ষে থাকলেই তোমার বরং বেশি লাভ হবার সম্ভাবনা।'

'প্রথম যেবার সোনার নেশায় পাগল হল মানুষ,' হঠাৎ আনমনা হয়ে যায় মাদাম ভিক্টোরিয়া, 'আমি সেই থেকে পশ্চিমে। স্কুলে পড়াতাম, বললে বিশ্বাস করবে? যাই হোক, যখন নিচে নামলাম, একেবারে শেষ ধাপে।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'তোমার নিশ্চয় খাওয়া হয়নি এখনো? পাঠিয়ে দিচ্ছি কিছু। টেলিগ্রাফ অফিস থেকে ফেরার পথে দুটো ফোর-ফাইভ আর গুলিও কিনে আনবখন। যদি তুমি ধাক্কা সামলাতে পার শেষপর্যন্ত, আমাকে কিন্তু ধনী করে দিতে হবে।'

'দেব।'

সংশয়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মাদাম, ববকে উদ্বেগের অথৈ সাগরে

ফেলে রেখে বিদায় নিল।

লস্ট পিকের পেছনে শক্তপোক্ত একটা লিন-টু তুলেছে মন্টি। সেখানে বসে গরম কফি পান করছিল অ্যান, কিন্তু ওর কাঁপুনি থামাতে পারছিল না। রাতের নৈঃশব্দ্য ভেঙে হঠাৎ যখন ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ভেসে এল, সচকিত হয়ে বাইরে উঁকি দিল ওরা সবাই। লোনলি আর মন্টি রাইফেল তুলে নিল হাতে। দূর থেকে নিজের পরিচয় দিল ব্যানিং, তারপর কাছে এল।

অপমানে কালো হয়ে আছে ওর মুখ। ঘোড়া থেকে নেমেই জিজ্ঞেস করল, 'বস্ কোথায়?'

সন্তোষজনক কোন জবাব ওকে দিতে পারল না কেউ।

ব্যানিং বলল, 'ওরা ডিক্রি নিয়ে এসেছে। তিনজন ধরে রাখল আমাকে, আর বেন ডিকিনসন হাতে ধরিয়ে দিল কাগজটা। আমি পড়লাম। আদালতের হুকুম আছে র‍্যাঞ্চ দখল করার। বস্ কোথায়?'

'আমরা জানি না,' বলল লোনলি উইলিস। 'তুমি হয়ত সাহায্য করতে পারবে খুঁজে বার করায়।'

'টাকা লুট করে নিয়েছে ওরা, আহত করেছে ওকে,' বলল অ্যান, শঙ্কায় গলা কাঁপছে।

'যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে ওরা,' ব্যানিং বলল। 'সিলভি আর কান্তেরো তক্ষুনি ভেগেছে। আমি ক্যাটলম্যান। গানস্লিংগার নই, র‍্যাগ শেডদের মত।'

'আমাদের আশা ছিল তুমি সাহায্য করতে পারবে।'

'আমাকে ফোরম্যান নিয়োগ করা হয়েছিল গরুর যত্ন নিতে। আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি। বেতনও পাওনা আছে কিছু, তবে সেজন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।' কফিতে চুমুক দিল ও, আগুনের আলোয় থমথম করছে মুখ। 'ডিকিনসন লোক বসিয়েছে পাহাড়ে। ম্যানাস এবং

অন্যরা শহরে আছে। এখানেও হানা দেবে ওরা।'

'আমরা লড়াইয়ের চিন্তাভাবনা করছি।'

'চিন্তাভাবনা করতে অসুবিধে নেই, কিন্তু জিততে পারবে না। যেমন বললাম, আমি গানফাইটার নই। বস্ থাকলে আমিও থাকতাম। নো বস্ নো জব।'

'তোমার ধারণা ও ইচ্ছে করেই এখানে আসছে না?'

'যদি বেঁচে থাকে,' বলল ব্যানিং, 'হাঁটার ক্ষমতা থাকে, তার উচিত এখানে এসে, বা অন্য কোথাও থেকে হুকুম দেয়া। আমি তো কোন আশা দেখছি না।' টালি খাতা বার করল সে, আগুনের পাশে একটা পাথরের ওপর রাখল। 'সব লেখা আছে এতে। কোন লোকবল নেই, আমার বস্ নেই--কাজেই আমি চলে যাচ্ছি।'

অ্যান চেঁচিয়ে উঠল, 'মন্টি ওর পার্টনার। ববকে বিয়ে করতে যাচ্ছি আমি। এরপরও তুমি থাকতে পার না?'

মন্টি বলল, 'লোকটা ঠিকই বলছে। ও গানফাইটার না। তাছাড়া আমরা হেরেও যেতে পারি।'

উঠল ব্যানিং, তলানি কফিটুকু ঢেলে ফেলল আগুনে, হিস্ করে শব্দ হল একটা। 'তোমরা ভাবছ আমি ভয় পেয়েছি। হয়ত সত্যি। জীবনে অনেক রেঞ্জ ওঅরে অংশ নিয়েছি—পালাইনি কখনো। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি যা, কোন আশা দেখছি না। বসের অভাবে টিকতে পারবে না তোমরা। বেন ডিকিনসন খুনের মেজাজে আছে। খুনি আমি দেখলেই চিনতে পারি।'

ঘোড়ার কাছে গেল ব্যানিং, স্যাডলে উঠে বিদায় নিল।

নীরবে একটুক্ষণ কাঁদল অ্যান। একটি কাঠি দিয়ে আগুন খোঁচাতে লাগল লোনলি। মন্টি সরে গেল আলো থেকে, ঝিম মেরে বসে রইল।

পেদ্রো আর্মান্দেজ হাজির হল ক্যাম্পফায়ারের আলোয়। টেকুইলার একটা জগ এনেছে সে। ওর খয়েরি গালে কান্নার চিহ্ন।

'খারাপ খবর,' লোনলি বলল নিষ্প্রাণ কণ্ঠে।

'মানুষ কিস্যু শিখতে পারবে না,' বলল পেদ্রো। 'কড়া পাহারা বসেছে শহরে। আমার স্ত্রীকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। বেচাল হলে কপালে খারাবি আছে। মাদাম ভিক্টোরিয়ার হাতে তুলে দেয়া হবে ওকে।'

লোনলি বলল, 'ম্যানাস শহর চালাচ্ছে আবার। ম্যানাস বিপজ্জনক ওষুধ, বিশেষত এখন। আমাদের ঘৃণা করে সে।'

'ডিকিনসন জেনকিন্সের বাথানে,' পেদ্রো বলল হতাশ কণ্ঠে। 'শেড, হ্যালিডে আর ফ্রে ওদের র‍্যাঞ্চের কাউবয়দের নিয়ে এসেছে। ওরা হুল্লোড় করছে র‍্যাঞ্চ হাউসে, আমার লোক জানিয়েছে।'

অন্যদের দৃষ্টি থেকে আরো তফাতে সরে গেল মন্টি। ওই বাড়ির চেহারা বদলাতে গিয়ে অনেক শখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়েছিল সে। এখন, অনুভব করে ও, ববের অনুপস্থিতিতে তার সেই স্থৈর্য আর নেই। টেকুইলার জগের ওপর স্থির হয়ে আছে ওর দৃষ্টি।

'আমরা কী করব?' পেদ্রো জানতে চাইল।

'আমি জানি না,' বলল লোনলি।

লিন-টুর উত্তরের কোনা ঘুরে ধীর পায়ে এগিয়ে এল র‍্যাণ্ডি হোল্ট। চেহারাই বলে দিচ্ছে খবর পেয়ে গেছে সেও। অ্যানের মুখোমুখি বসল ও। হোল্ট হাত বাড়াল অ্যানের দিকে, পরক্ষণে ওটা টেনে নিয়ে তালু পরীক্ষা করতে লাগল।

লোনলি বলছিল, 'বেন অন্ধকারে বাড়ি মেরেছে আমাদের। কী করব আমরা? হত্যা করব বেনকে? আইন বলছে র‍্যাঞ্চ ওর। আইন বলছে ও শহরের মেয়র। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না ববের কোন ক্ষতি সে করেছে।'

'কিছুই করার নেই,' র‍্যাণ্ডি হোল্ট বলল। 'শহরে আমাদের সোনা নিয়ে গিয়ে ববের খোঁজখবর করা ছাড়া।'

'ঝুঁকি আছে।'

এখানে আমরা বসে থাকতে পারি না অনন্তকাল ধরে।'

'ওর কথায় যুক্তি আছে,' বলল অ্যান, কণ্ঠস্বর সংযত রাখার প্রয়াস পাচ্ছে। 'ওয়াগন আছে আমাদের। অস্ত্র আছে। শহরে গিয়ে ববের সন্ধান করতে পারব আমরা। কেউ একজন নিশ্চয় জানে ও কোথায় আছে। ওই চিরকুট...'

লোনলি বলল অনীহ কণ্ঠে, 'প্রচুর সোনা। দুই-তিন ওয়াগন হবে। হামলা করে ওরা ছিনিয়ে নেবে সব, তারপর ডিপ ক্যানিয়নে গোর দেবে আমাদের।'

'কিছু না জেনে এখানে বসে থাকার চেয়ে ওটা ঢের ভাল!' অ্যান উঠে দাঁড়াল, কান্নার শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলেছে। 'দরকার হলে সকালে আমি একাই যাব।'

'ভেবে দেখব আমরা,' বলল লোনলি। 'শেষমেষ এটাই হয়ত করতে হবে।'

মন্টির জিভ গ্রীষ্মের ধুলোর মত শুকিয়ে গেছে। পেদ্রো টেকুইলা ঢালতে যাচ্ছে। সে অন্তত এক ঢোক তো পান করতে পারে, তৃষ্ণা দূর করতে। আগুনের পাশে বসা দলটার দিকে এগোল মন্টি।

তার মনে হল এখন আর কিছু ক্ষতি নেই এতে, আছে কি? বব আহত হয়েছে, মারাই গেছে সম্ভবত, তার এত কষ্ট করে সাজান বাড়িটায় আর অনুষ্ঠিত হবে না কোন বিয়ের উৎসব। টিনের একটা কাপ তুলে নিল ও। কাকে দিচ্ছে এই কড়া চোলাই না জেনেই কাপটা ভরে দিল পেদ্রো।

মন্টির বানান নিচু কাউচটায় কাত হয়ে আছে র‍্যাগ শেড, উইস্কির পাঁইটে চুমুক দিচ্ছে। ওর স্পার ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলেছে নকশা করা শুজনিটা। রান্নাঘরে কী যেন রাঁধছে ফ্রে, বিশ্রী গন্ধ ছড়াচ্ছে। শোবার

ঘরে ঘুমোচ্ছে হ্যালিডে, কাদামাখা বুটজোড়া পাশেই কার্পেটের ওপর রেখেছে।

কফি কাপ থেকে মুখ তুলল বেন ডিকিনসন, চোখ বোলাল চারপাশে। 'ওই ওসমান হারামিটাকে খুঁজে বার করতে হবে আমাদের। বেঁচে থাকলে, নিকেশ করে দিতে হবে।'

'মরে গেছে, এতদিনে,' বলল শেড। 'বাড়িটা সুন্দর, তাই না? মনে হয় কোন মেয়েমানুষের সাজান।'

নিচু একটা চেয়ারে লাথি মারল বেন। অ্যানের জন্যে সাজান হয়েছিল এ বাড়ি। এর প্রতিটি ইঞ্চিতে তার লক্ষণ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। বধূবরণের জন্যে সাজান হয়েছিল সবকিছু, ওসমানের বধূর জন্যে। ব্যাপারটা তার কাছে থাপ্পড়ের শামিল।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, বস্,' ঘরের ভেতর নজর বোলাতে বোলাতে বলল শেড। 'আগেও কাজ হয়েছে, এবারও হবে। এই জায়গায় বেশ্যালয় খোল একটা।'

পায়চারি থামিয়ে কুৎসিত হাসল ডিকিনসন। 'আমিও ভাবছিলাম কথাটা।'

'খনির কাছাকাছিই আছে,' বলল শেড, উপভোগ করছে নিজের কথা। 'ভবঘুরেদের যদি ধর্তব্যের বাইরেও রাখি।'

'ভাল বুদ্ধি,' সায় দিল ডিকিনসন। 'তুমি যদি ওসমানের ঠিকানা লাগাতে পার, আমরা এখানে খুলতে পারব ব্যবসা।' অ্যানের বাসায় পাপাচারের আস্তানা বসাবার চিন্তাটা এ মুহূর্তে তার মনে খুব পুলক জাগায়।

শেড বলল, 'ওসমানকে নিয়ে ভেব না। মরে না থাকলে, একদিন তাকে বেরোতেই হবে। শুধু স্থান আর কালের ব্যাপার।'

'খনি অঞ্চলে পাহারা বসিয়েছ?'

'ডিকিনসন সিটি থেকে বাছাধনকে এখন আর বেরোতে হবে না।'

'শহরেই যদি আছে, লুকাল কোথায় ব্যাটা?'

'বস্, ওটা ম্যানাসের সমস্যা। মরিয়ার্টি, সুইডি এরাও আছে ওখানে। ম্যানাস ঠিকমত দায়িত্ব পালন করলে, রাস্তায় বেরোলেই ওসমান ধরা পড়তে বাধ্য।'

আরেকটা ড্রিংক নিল ডিকিনসন। সাধারণত উ্যইস্কি সে বেশি পান করে না। বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যায় এতে। 'ওকে তোমার শেষ করে দেয়া উচিত ছিল।'

'কে গুলি করল সেটা জানতে গিয়েই তো সব ভণ্ডুল হয়ে গেল,' কৈফিয়তটা আবারও দিল শেড।

যুক্তি আছে ওর কথায়, ডিকিনসন ভাবল। নীরবে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল সে। শেড চালাকচতুর। কাজে ম্যানাসের চেয়ে পটু।

আরেক পাত্র সুরা গলায় ঢালল ও, শিরায় শিরায় আগুন ছড়িয়ে পড়ল। অ্যানের জন্যে জানালায় ঝোলান পর্দাগুলো দেখতে লাগল মেয়র।

মেয়েটা তার কতখানি জুড়ে ছিল সে আগে বোঝেনি। শহরের মানুষ যা করে, সম্পর্কটাকে ও ভাল অর্থেই গ্রহণ করেছিল। ভেবেছিল অ্যানকে বিয়ে করে সমাজে নিজের মর্যাদা বাড়াবে। সমস্যা হল, ব্যাপারটা নিয়ে এত ভেবেছে, এটা এখন ওর অবসেশনে দাঁড়িয়ে গেছে।

অ্যানের কারণেই বব ওসমানের বিরুদ্ধে গেছে সে। এই র‍্যাঞ্চ দখল করে নিয়েছে কেননা বাসাটা অ্যানের জন্যেই সাজান হয়েছিল। ববকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছে, তার কারণও অ্যান।

নিজেকে শান্ত করল ও। নিজের পছন্দ অনুযায়ী ডিকিনসন সিটি গড়েছে সে, তাই রাখতে হবে শহরটাকে। বব ওসমান যখন মারা যাবে এবং তার লাশ নিক্ষেপ করা হবে ডিপ ক্যানিয়নে, সমস্ত বিরোধিতার অবসান ঘটবে। শ্রমিকদের মাধ্যমে খনি মালিকদের বশে রাখতে পারবে সে। বব ওসমানকে সরিয়ে দিতে পারলেই তার আর কোন ভয় নেই। সত্যিই তো, ওই দুপয়সার টেক্সানটার মৃত্যুর বদলা কে নিতে চাইবে?

স্যান্তা ফে স্টিটে ওল্ড বস্ স্যালুনের বারে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

একজন বিশালদেহী, চৌকো মাথা এবং সোনালি-চুল। ওর নাম স্টুডেনমায়ার। অপরজনের মাঝারি গড়ন, মার্জিত চেহারা। নাম জিম জিলেট। আর ওদের মাঝখানে রয়েছে বছর ত্রিশেক বয়সের পেটান স্বাস্থ্যের এক যুবক, পোড়খাওয়া চেহারা, নীল চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল। ও হচ্ছে ও'নীল ওসমান।

'ব্যাটা এত দেরি করে ড্রিংক দিতে,' অভিযোগ করল স্টুডেনমায়ার।

'অনেক খেয়েছ তুমি, ডালাস,' জিলেট বলল ভদ্রভাবে।

'বকবক কোর না তো, জিম। আজকাল তুমি পাদ্রি হয়ে উঠছ।'

'তাই, ডালাস,' বলল জিলেট, চোখ নাচাল ও'নীল ওসমানের উদ্দেশে।

'তারপর, নীল, তোমাকে হঠাৎ অস্থির দেখাচ্ছে, কী ব্যাপার?'

ড্রিংক শেষ করল ও'নীল। কাছেই একটা টেবিলের ওপর রাখা কার্পেটব্যাগটা দেখাল ইশারায়। 'আমি একটু উত্তরে যাচ্ছি।'

'কারো কোন সমস্যা?'

'বব।'

'আচ্ছা। ওরিন কোথায়? আর অ্যাঞ্জেল?'

'ওরিন ফেয়ারওয়েলের মার্শাল হয়েছে। অ্যাঞ্জেল ডালাসে। রাজনীতির কাজে। ভালই আছে ওরা।'

'বোঝাই যাচ্ছে বব তা নেই।'

'ওর লেজে শয়তান লেগেছে একটা।'

'দুপেয়ে না অন্য কিছু?'

'সব জাতই আছে, মনে হয়।'

'ববকে আমার বরাবর ভাল লাগে।'

'আচ্ছা, তুমি তো এল প্যাসোর লোক। বেন ডিকিনসন্ বা বার্ট ম্যানাস নামে কাউকে চেন?' জিজ্ঞেস করল ও'নীল।

ভ্রূকুটি করল জিম জিলেট। 'বেন ডিকিনসন? বিরাট শরীর, এক

মহিলার সাথে থাকে?'

'ঠিকই ধরেছ মনে হয়। ববের চিঠির ভাষা বুঝতে আমি যদি ভুল না করে থাকি।'

'ম্যানাস একসময় এল প্যাসোর ডেপুটি ছিল।' ভেজা একটা বৃত্তের মাঝখানে ঠক করে হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখল জিলেট, বারের ওপর ঘোরাতে লাগল। 'বুড়ো ম্যানি ফ্রিডকে মনে আছে?'

'সেই পড়ুয়া আউট-ল?'

'সে-ই। জেক ডিকিনসন নামে ওর এক শিষ্য ছিল। সবাই ডাকত লেডি কিলার ডিকিনসন বলে। ফ্রিডের দল স্টেজ ডাকাতি করেছিল। ম্যানাসের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল তদন্তের, সুরাহা করতে পারেনি কোন। যাহোক, এরপর ডিকিনসন স্যালি নামে এক মেয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ম্যানি জেলে যায়, জানই তুমি, রেনল্ডস ধরেছিল ওকে। আর ডিকিনসন স্যালির ঘাড়ে সওয়ার হয়।'

'নিপট ভদ্রলোক দেখছি।'

'তো, এক জুয়েলার ছিল। সল কোহন। একরাতে খুন হয় সে। খুনি ওর দোকানের সমস্ত সোনাদানা আর নগদ টাকাসহ উধাও হয়। এবারও দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হয় ম্যানাস। চাকরি যায় তার। সেই থেকে ওকে বা ডিকিনসনকে এল প্যাসোয় আর দেখা যায়নি।'

'হুম।'

'এর কিছুদিন পর স্যালি আত্মহত্যা করে।'

'ডিকিনসন লোকটা তাহলে জাত কেউটে।'

'বব ওকে নিকেশ করছে না কেন?'

'ববকে নিয়ে এই এক জ্বালা। মাঝে মাঝে বড্ড আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে।'

'ওর হয়ে কাজটা তুমি করার কথা ভাবছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কার্পেটব্যাগটা দেখাল ও'নীল। 'ভেতরে শটগান আছে

একটা। অবস্থা যা বুঝছি, হয়ত গিয়ে দেখব বব বেঁচে নেই।'

'সাহায্য দরকার হলে জানিয়ো।'

'ধন্যবাদ, জিম।' ড্রিংকের দাম বারে রাখল ও'নীল। 'আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।'

'গুড লাক, নীল।'

দীর্ঘ পদক্ষেপে ডিপো অভিমুখে এগোল মোরার সাবেক মার্শাল। পকেট ঘড়িটা দেখল বার করে, যথেষ্ট সময় আছে।

প্ল্যাটফর্মে উঠতেই ঝাড়া ছফুট দুইঞ্চি এক লোক উৎফুল্ল সুরে ডাকল ওকে, 'হ্যালো, নীল।'

'হ্যালো, ওরিন। তুমি হঠাৎ?'

'ওয়েলস ফার্গোর লোক আছে টেলিগ্রাফ অফিসে। শুনলাম, ডিকিনসন সিটিতে কী নাকি গোলমাল।'

'সত্যি।'

'সবচেয়ে কাছের স্টেশন এটাই। তা, তুইও যাচ্ছিস নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ।'

'গুড,' বলল ওরিন। 'টিকিট হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমারও। চল, এগোন যাক।' ট্রেনের দিকে পা বাড়াল ওরা।

গাড়িতে ওঠার আগমুহূর্তে ওরিন জিজ্ঞেস করল, 'নীল, সময় আছে তো?'

'মনে হয় না।'

'তোর ব্যাগে ওটা কী? শটগান? তুই তো আবার সানডে-কে মারার পর আর গানবেল্ট ঝোলাস না।'

'হ্যাঁ।'

ওরিন বলল, 'আমার সাথে জোড়া পিস্তল।'

'চমৎকার,' শিস বাজাল ওসমান পরিবারের সবচেয়ে ডানপিটে ছেলে।

তের

তৃতীয়বার যখন ঘুম ভাঙল সঙ্গে সঙ্গে বব ওসমান বুঝতে পারল সে কোথায়। এখন সুসান কার্টার আবার বসেছে ওর পাশে। বব অনুভব করল আগের চেয়ে সে সুস্থ বোধ করছে।

উঠে বসল ও। সুসান সরে গেল ওকে নামার জায়গা দিতে। গায়ের চাদর সরাতে গিয়ে বব টের পেল সে ন্যাংটো। থমকে গেল।

সুসান কার্টার বলল, 'তুমি উঠতে পারছ দেখে ভাল লাগছে। এখানে আর থাকা যাবে না।'

'আমি যাবার জন্যে তৈরি।' জোর করে হাসল বব। 'আজ বাদে কাল যার বিয়ে তাকে এ জায়গায় মানায় না।'

চুপ করে রইল সুসান। ওর দিকে তাকাল বব, হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা, তারপর ঝিমঝিম ভাবটা দূর হয়ে গেল।

'তোমাকে আমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত। কিন্তু কীভাবে দেব জানি না,' বলল ও।

'দিতে হবে না। এ নরক থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারলেই আমি খুশি। এবং সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর।'

'আমার কাপড়গুলো দিলে সে চেষ্টা শুরু করতে পারি,' বিব্রত গলায় বলল বব। 'পরনে প্যান্ট না থাকলে পুরুষমানুষ স্বস্তি বোধ করে না।'

'কেবিনিটে আছে, ওখানে।' কামরার আরেক প্রান্তে উঠে গেল সুসান, পিছন ফিরে রইল।

এক মুহূর্তেরও কম সময় দ্বিধা করল বব। তারপর উঠে গিয়ে দেয়াল আলমারি থেকে বার করে নিল জামাকাপড়। ধুয়ে ইস্ত্রি করা হয়েছে ওগুলো, দেখল সে, প্যান্টের দুজায়গায় রিপু করা হয়েছে। 'চমৎকার সার্ভিস দেখছি এখানে।' কষ্ট হল সামান্য, তবে নিজের চেষ্টাতেই পোশাক পরতে পারল। 'আট হাজার ডলার, ছিনতাই করেছে ওরা। অনেক টাকা। তার ওপর ধার করা টাকা।'

আলমারির থাকের একপাশে গানবেল্টটা পেল সে। হোলস্টারে ঝকঝকে নতুন দুটো কোল্ট রাখা। বেল্টটা কোমরে বাঁধল ও, বার দুয়েক প্র্যাকটিস করে নিশ্চিত হয়ে নিল ড করতে পারছে কিনা। সুসান সামনে ফিরেছে এখন, দেখছে ওকে।

'ঠিক আছে তো?' জানতে চাইল সে।

'চলবে, আমার-টা ফেরত না পাওয়া অবধি।'

'তোমার পিস্তল শেডের কাছে।'

'শেডকে নিয়ে ভেব না। ও কিছু না, একা।'

'তা অবশ্যি।'

বব বলল, 'কাজটা সহজ হবে না, ডিকিনসন মেয়র যেহেতু।'

'বেন তোমার র‍্যাঞ্চে। তবে লোকজন খবর আনা-নেয়া করছে। আমি টেলিগ্রামের ব্যাপারে চিন্তায় আছি।'

'ওটা পাঠান না হলেই বরং বেশি চিন্তিত হতাম আমি।'

সুসান বলল, 'বেন এখনো তোমার প্রেমিকার পেছনে লেগে আছে, জান। ও চাইছে তোমাকে ঝেড়ে ফেলে আরেকটা চেষ্টা নিতে।'

'খুব স্বাভাবিক।' চোখ ছোট করে সুসানকে একবার দেখল বব। 'অ্যানকে তোমার হিংসা হয়?'

'না। আমার কেবল মনে হয় সব যদি অন্যরকম হত। মনে হয়···থাক ওসব কথা, আজ আর তা সম্ভব নয়।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

সুসান বলল, 'তুমি শহরে আসার পর থেকেই তোমাকে আমি লক্ষ করছি, বব। তুমি যদি আমার প্রেমিক হতে তাহলে হয়ত সম্ভব হত।'

অস্বস্তি বোধ করল বব। 'সম্ভাব্য সবকিছু করব আমি, নিশ্চিত থাকতে পার তুমি।'

'কেউই কিছু করতে পারবে না। দেরি হয়ে গেছে। মানুষ বলে নতুন করে জীবন শুরুর কথা, কিন্তু আমি যে পাঁকে আছি সেখানে ওটা দিবাস্বপ্ন।'

'কথাটা মানতে পারলাম না।'

সুসান বলল, 'বেন ভেবেছিল সে বদলাতে পারবে। রাজনীতিক বা ব্যবসায়ী হবে। ওকে দেখ। জীবনের প্রথম চ্যালেঞ্জে—তাও একটা মেয়েকে কেন্দ্র করে—পরাজিত হয়েই সে ফিরে গেছে আগের জীবনে। চুরি এবং খুনজখমে।'

'যা কেউই প্রমাণ করতে পারবে না।'

সুসান বলল, 'আমি পারব। শেড, ফ্রে আর হ্যালিডেকে চিনতে পেরেছিলাম আমি।'

'কেউ জানে না এটা, আশা করি?'

'তুমি আর মাদাম ছাড়া।'

'শুধু আমাকে জানালেই ভাল করতে।'

'তোমাকে পালাতে হবে,' তাগাদা ফুটল সুসানের গলায়। 'যেভাবেই হোক পৌঁছুতে হবে খনিতে তোমার বন্ধুদের কাছে।'

'কেন, পেদ্রো আর্মান্দেজের ওখানে?'

'ওরা সবাই খনিতে।'

'তাহলে একাই এতটা পথ যেতে হবে আমাকে।'

সুসান বলল, 'আজ রাতেই। আমি দেখি রাস্তা পরিষ্কার করার জন্যে কিছু করতে পারি কিনা।'

'ম্যানাস নজর রাখবে। সুইডি আর ক্যানন ছাড়া আর কারা আছে?'

'নতুন কিছু লোক। গানস্লিংগার, মাতাল। মদের পয়সার বিনিময়ে ম্যানাস দলে ভিড়িয়েছে।'

'অন্ধকার হতে কত দেরি?'

'ঘন্টা দুই। খাবার সময় পাবে তুমি।'

'মাদামকে বল একটা বোতল পাঠাতে। যাবার আগে তোমার সম্মানে ড্রিংক করব।'

'আমি শুধু ওয়াইন খাই,' ম্লান হেসে বলল সুসান। পরক্ষণে যোগ করল, 'আফিম মিশিয়ে, অধিকাংশ সময়।'

'আঁচ করেছি,' শান্ত স্বরে বলল বব। 'ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক।'

'দুঃখ পাবার কিছু নেই। এভাবে বরং কষ্ট ভুলে থাকা যায়।'

সুসানের পলকহীন দৃষ্টির সামনে অপ্রতিভ বোধ করে বব। মাঝে মাঝে অনিন্দ্যসুন্দরী মনে হয় ওকে, এত ভাল লাগে দেখতে যে মেয়েটির এই পরিণতির জন্যে তার কষ্ট হয়। 'বেশ, তাহলে ওয়াইনই। তোমার সম্মানে ওয়াইন টোস্ট করব আমি।'

বড়ভাই ওরিনের একটা কথা মনে পড়ে ওর। 'শুধু ব্যবহার দিয়েই, বৎস, মানুষকে অনেক সময় ভোলান যায়।' এই নিষিদ্ধ পল্লীতে এক বারবণিতার সাথে ডিনার করতে যাচ্ছে সে। অথচ ওর মনে এতটুকু পাপবোধ নেই। বব আশা করল, অ্যান তার এই সারল্যকে উপলব্ধি করতে পারবে।

মেজাজ শান্ত রাখতে বেগ পাচ্ছে অ্যান উইলিস। সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আজ। দক্ষিণ অভিমুখে ওয়াগনের চাকা এখনই গড়াতে শুরু না করলে সন্ধের আগে ডিকিনসন সিটিতে পৌঁছতে পারবে না ওরা।

লোনলি বলল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত, অ্যান। কিন্তু ওয়াগনে মাল বোঝাই করতেই হবে। অথচ লোকের অভাব।'

'সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত,' বাঁকা মন্তব্য করল অ্যান। 'সাহায্য করার মত সময় নেই কারো। সোনা আবিষ্কার করল বব, কিন্তু তার উপকারে ওরা কিছু করতে পারবে না।'

'সবাই একরকম নয়। র‍্যামসে সাহায্য করছে। মন্টি যেহেতু বেসামাল, ও কোন কাজে আসছে না।'

মন্টির দিকে তাকাল অ্যান। মদে অসাড় হয়ে পড়ে আছে। সোনাভর্তি একটা ওয়াগনের পেছনের সিটে ওকে তুলে দেবে ওরা। প্রকৌশলীর জন্যে করুণাই কেবল বোধ করল সে।

ঘর্মাক্ত শরীরে র‍্যাণ্ডি হোল্ট উপস্থিত হল। 'এবার আমরা রওনা হতে পারি। কে কীভাবে যাব তুমি ঠিক করে দাও, মিস্টার উইলিস।'

'মন্টিকে প্রথম ওয়াগনে তুলে দেব আমরা। তুমি চালাবে। দ্বিতীয় ওয়াগনে থাকবে র‍্যামসে আর অ্যান। পেদ্রো স্কাউটিং করবে সামনে থেকে। পেছনটা সামলাব আমি।'

'আমাদের ওরা আক্রমণ করবে কেন? না গলান অবধি এ সোনা বাজারে বিকোবে না।'

অ্যান বলল, 'বব মারা গিয়ে থাকলে হামলা আসবে না। আর ও বেঁচে থাকলে—হতে পারে।'

'কীভাবে বুঝলে?'

'ও মারা গিয়ে থাকলে, উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকবে বেন ডিকিনসন। সবকিছু ভোগদখল করার জন্যে, আমি জানি। ও পারে তা করতে।'

লোনলি বলল, 'ও যদি ববকে মারার চেষ্টা করে থাকে, আর বব বেঁচে থাকে এখনো, বেন এবার শেষ হবে।'

র‍্যাণ্ডি হোল্ট বলল, 'এবার বুঝেছি। তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু মিস

অ্যানের কি এখানেই থাকা উচিত না, যেখানে সে বেশি নিরাপদ?'

অ্যান বলল, 'না।'

এতক্ষণে র‍্যাণ্ডি বুঝতে পারল অ্যানের শহরে যাবার হেতু। এই অনিশ্চয়তা আর সইতে পারছে না সে। বাস্তবতা উপলব্ধি করে অসুস্থ বোধ করল হোন্ট, আবার এটা সাহসও জোগাল তাকে। মন্টিকে সিটের পেছনে শোয়াতে সাহায্য করল ও, তারপর চালকের আসনে উঠে বসে লাগাম তুলে নিল হাতে।

বয়স অল্প ওর, নিজের অজান্তে কল্পনা করল বব মারা গেছে এবং পরাজিত হয়েছে বেন ডিকিনসন। আর সে, র‍্যাণ্ডি হোন্ট, সৎ পরিশ্রমী তরুণ খনি মালিক, প্রেমনিবেদন করছে অ্যান উইলিসকে। ঠিক, সময় লাগবে এতে। এক হপ্তায়, বা মাসে হবে না। বছর খানেক পর, হয়ত–বা, যখন সোনা গলাবার মিলের চাকা ঘুরতে শুরু করবে পুরোদমে এবং র‍্যাণ্ডি হোন্ট একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর স্বীকৃতি লাভ করবে। মায়েরও তখন আর আপত্তির কিছু থাকবে না···

মায়ের চেহারা চোখে ভেসে উঠতেই ছিঁড়ে গেল স্বপ্নটা। ওদিকে পাথুরে রাস্তা ধরে ঘর্ঘর শব্দে ওয়াগনের চাকা গড়াতে লাগল।

সেদিন বিকেলে খবর এল ডিকিনসনের কাছে। ম্যানাসের অস্পষ্ট হস্তাক্ষরের চিরকুট, এক ইণ্ডিয়ান বালক বিলি করেই অদৃশ্য হল পশ্চিমের পথে।

'মাদাম ভিক্টোরিয়া স্যান্তা ফে–তে ও'নীল ওসমানের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। হতচ্ছাড়া অপারেটর বলেনি, আমাকে পড়ে জানতে হয়েছে। মাদামের বাড়ি তল্লাশি করতে যাচ্ছি আমি।'

ডিকিনসন বলল, 'নিপাত যাক, ওসমান বেঁচে আছে। আমি শহরে চললাম।'

'আমরা আসব?'

'না। তোমার ট্রেইলে পাহারা বসাও। প্রত্যেককে পরীক্ষা করবে।'

'মাদামের কী করবে?'

ডিকিনসন বলল, 'ধীরে পা ফেলতে হবে আমাদের। মাদামের হাতে প্রচুর গুণ্ডাপাণ্ডা আছে। যথাসময়ে ওর ব্যবস্থা আমি করব।'

শেড বলল, 'আমার কিন্তু এখনো বিশ্বাস, আমাদেরও যাওয়া দরকার শহরে।'

'না। ট্রেইলে কড়া পাহারা বসাতে হবে। ওখানে যারা আছে তারা কাজ বোঝে না।'

'অর্থাৎ, তুমি চাইছ ওসমান যদি ওদিকে যায়, ওকে মেরে ডিপ ক্যানিয়নে লাশ গুম করতে হবে?'

'দ্যাটস রাইট, শেড।'

'ঠিক বুদ্ধি।' অন্যদের উদ্দেশে ফিরল ফোরম্যান। 'স্যাডল চাপাও, ফ্রে। হ্যালিডে, তুমি অস্ত্র রেডি কর। তোমার ঘোড়া আমি নিয়ে আসছি, বস্।'

পারলারে ফিরে গেল ডিকিনসন, গানবেল্ট জড়াল কোমরে। ঘরের চারপাশে দীর্ঘ একটা নজর বোলাল। নোংরা, বিশৃঙ্খল অবস্থা হলেও, মন্টি ক্যারুথার্সের উন্নত রুচির ছাপ এখনো অক্ষত রয়েছে বহু জায়গায়। বব ওসমানের বিরুদ্ধে তার ক্রোধ চরমে তুলতে ওটুকুই যথেষ্ট হল।

বিদ্বেষ আর উ্যইস্কির মিশ্রণ ওকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল শহরে। রেল রাস্তা পেরিয়ে মেইন স্ট্রিট ধরে কালো স্ট্যালিয়নটাকে ছোটাল সে। তারপর রাশ টানল আচমকা, রাস্তায় জনতার ভিড় আর হট্টগোল দেখে হকচকিয়ে গেছে।

ম্যানাস মিলিত হল ওর সাথে। ঝোড়ো কাকের মত চেহারা হয়েছে তার। স্যাডল থেকে নামল ডিকিনসন, ভ্রূ কুঁচকে রেখেছে, সংশয়ে দুলছে। মাদাম ভিক্টোরিয়ার বাড়ির দিকে তাকাল সে। দেখল, দীর্ঘদেহী মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে, তার কনুইয়ের ভাঁজে শটগান। মাদামের পেছনে

অস্পষ্ট আরো কয়েকটা অবয়ব চোখে পড়ছে, নীরব অথচ অবিচল ভঙ্গিতে প্রবেশপথ আগলাচ্ছে। মরিয়ার্টি, সুইডি আর ক্যানন মাদামের রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। সাঁঝের অন্ধকার ঘনাচ্ছে লক্ষ করে কেউ একজন মশাল ধরাল।

এক মাতাল টিপ্পনী ছুড়ল, 'এগিয়ে যাও, সুইডি। ফেলে দাও ধাক্কা মেরে। নাকি মেয়েমানুষ বলে ভয় পাচ্ছ?'

দৈত্যকায় সুইডি মাথা ঘোরাল, ম্যানাসকে খুঁজছে। অন্য ডেপুটিরা উসখুস করলেও মাঠে নামতে সাহস পাচ্ছে না।

'এই তামাশা সৃষ্টি করেছ কেন?' বাজখাঁই গলায় মার্শালকে ধমকাল ডিকিনসন। 'চুপ করে ভেতরে ঢুকে খোঁজ করনি কেন?'

'আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল বুড়ি,' মিনমিন করে কৈফিয়ত দিল ম্যানাস।

'তাহলে প্রথমেই ওকে বোকা বানিয়ে আটকে ফেলনি কেন?'

'তুমি বরং কাছে গিয়ে ব্যাপারটা সামলাও বেন,' বলল ম্যানাস। গলায় জোর নেই, উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। কর্তাকে অনুসরণ করার সময়ে এক কদম পিছিয়ে থাকল সে, চোখের ওপর টেনে দিল টুপিটা, হলদে দাঁত গোঁফ কামড়ে ধরেছে।

মাতালটা দেখে ফেলল ওদের, টিটকারি মারল। 'এই যে আসছেন মেয়র সাহেব। উনি একাই কাফি!'

বেড়ালের ডাক শোনা গেল কয়েকটা, সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল জনতা, 'মাদামই ঠিক। তোমাদের কোর্ট অর্ডার কোথায়?'

'খানাতল্লাশি করার কোন অধিকার নেই তোমাদের।'

'ম্যানাসই দুনিয়া না।'

'মাদাম শটগান, জিন্দাবাদ।'

মেক্সিক্যান পাড়ার অনেককে জনতার মাঝে দেখতে পেল ডিকিনসন। গোলমালে অংশ নেয়নি, কিন্তু কৌশলগত স্থানগুলোতে

ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রমিক হোসে আর ছুতোর মানুয়েলিতোকে চিনতে পারল সে। ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুড়েছে ম্যানাস।

দরজার উলটো দিকে এসে থামল সে। গলা মোটামুটি চড়িয়ে বলল, 'এখানে কী হচ্ছে আমি জানি না। তবে মিনিট দুয়েকের মধ্যে সব মীমাংসা হয়ে যাবে। তোমরা সবাই যে যার কাজে গিয়ে আইনকে নিজের পথে চলতে দিচ্ছ না কেন?'

'মেয়র ডিকিনসনের আইন, ম্যানাসের আইন,' স্প্যানিশ টানে বলল একজন।

কানের কাছে মুখ এনে ম্যানাস বলল ফিসফিস করে, 'ভাল করে খেয়াল করে দেখ, বেন।'

ঘুরে সদর দরজার আরেকটু কাছে গেল ডিকিনসন। শীতল দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল মাদাম ভিক্টোরিয়া, তর্জনী শটগানের ট্রিগারে। তার পেছনে শীর্ণদেহী এক জুয়াড়ি রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে। তৃতীয়জনের ওপর চোখ পড়ল বেনের।

ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওর রক্ত, তারপর গরম। মুহূর্তের জন্যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তার, পরক্ষণে ফোঁস ফোঁস করে পড়তে লাগল।

সুসান কার্টার শীতল চাহনি ফিরিয়ে দিল তাকে। ওর ডান হাতে ছোট্ট একটা পিস্তল। বাঁ হাতে কপালের ওপর থেকে একগোছা অবাধ্য চুল সরাল সে।

মাদাম ভিক্টোরিয়া বলল, 'তোমার গানস্লিংগারদের সরিয়ে নাও, মেয়র। বেআইনি খানতল্লাশি সহ্য করবে না মানুষ।'

কথা সরল না ডিকিনসনের মুখে। সুসানের অভিব্যক্তি বদলায়নি। ওর স্থির কালো ইণ্ডিয়ান চোখ দুটো এভাবে দেখছে তাকে যেন সে অচেনা কেউ। বেন জানে বিপজ্জনক মুহূর্ত এটা, বুঝল কী করতে হবে তাকে। তবু ওর ইচ্ছে হল পিস্তল বার করে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে ওদের ওপর, খতম করে দেয় সবকটাকে। বিশেষত সুসান কার্টারকে।

নিজেকে ফিরে পেতে দীর্ঘ একটি মুহূর্ত লাগল তার।

জনতার উদ্দেশে ঘুরল সে। স্পষ্ট, ধীরস্থির, শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক। আমি মেয়র থাকা অবস্থায় কোন বেআইনি কাজকর্ম চলবে না এ শহরে। যাও, তোমরা এবার বাড়ি যাও।'

'তোমার ডেপুটিরা না যাওয়া অবধি আমরা যাচ্ছি না,' মলিন বেশভূষার কঠিন এক মাইনার বলল সতেজে। 'তোমার চালাকি আমরা আগেও দেখেছি।'

ডিকিনসন বলল, 'তোমরা চলে গেলে কারো কোন ক্ষতি করা হবে না, আমি কথা দিচ্ছি।'

ডেপুটিদের নিয়ে ম্যানাস ওর পাশাপাশি হল। চাপা স্বরে ডিকিনসন বলল, 'পেছন দরজায় লোক পাঠাও, বার্ট। একজন একজন করে, তবে জলদি।'

'আগেই বসিয়েছি পাহারা।'

'তা হোক। যা বললাম কর।'

সুইডির সাথে কথা বলল ম্যানাস। মরিয়ার্টি ইশারা করল ক্যাননকে। ধীরে ধীরে চল গেল ওরা, অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে। জনতা টিটকারি মারল ওদের। মাদাম ভিক্টোরিয়ার দিকে ফিরল বেন।

'আমাকে ঢুকতে দাও ভেতরে,' বলল সে। 'জনতা হয়ত তোমার সমর্থক, তবু অনেক ক্ষতির কারণ হতে পারে ওরা।'

মাথা দোলাল মাদাম। 'তবে হাত সামলে, মেয়র। এই শটগানের কিন্তু হেয়ার ট্রিগার।'

একপাশে সরে দাঁড়াল মহিলা। সুসান কার্টারকে একরকম ধাক্কিয়ে ভেতরে ঢুকতে হল বেনকে। মনে হল দুজনেই যেন তেতে আছে, সংঘর্ষের ফলে এক্ষুনি আগুন জ্বলে উঠবে। বন্ধ হয়ে গেল সদর দরজা। ঝাড়লণ্ঠন আর পিয়ানো–শোভিত ছোট্ট একটা বারে উপস্থিত হল ওরা।

রাইফেলধারী সেই টিনের বাঁশি রয়ে গেল পেছনে, প্রয়োজনে মাদাম

ভিক্টোরিয়াকে সাহায্য করতে। ঘরে আর মানুষ বলতে ভীতসন্ত্রস্ত বারটেণ্ডার এবং পিয়ানোবাদক, মদে চুর হয়ে আছে। মাদাম শটগানটা হাতছাড়া করল না।

বেন ডিকিনসন মুখোমুখি হল ওদের, কণ্ঠস্বর সংযত রাখল। 'আমার মনে হয় না আমি কখনো বলেছি, এই খেলা আমার পছন্দ, সুসান?'

'আমি ঠিক করেছি বাড়ি আমার চাই না,' বলল শ্যামাঙ্গিনী। 'মাদামের কোন প্রোতযোগীর দরকার নেই।'

'তুমি ঠিক করেছ?'

'মাদামের সাথে তুমিই কথা বলতে বলেছিলে আমাকে।'

'ও। হ্যাঁ, তাই তো।' পিস্তল থেকে হাত দূরে রাখল বেন। মাদামের সাথে আলাপ করার সময়ে রাগ যথাসম্ভব গোপন করল। 'সুসান এমন এক পল্লীর মেয়ে ছিল, যেখানে তোমার নাক গলাতেও ইচ্ছে হবে না। আফিম খায়। ও হল ঝামেলা। তোমার ওকে প্রয়োজন নেই।'

'তবু আমি ঝুঁকি নেব,' মাদাম বলল। 'কিন্তু আমি জানতে চাই, ওকে ধরে নিয়ে যেতে তোমার ওই বজ্জাত মার্শালকে এখানে কেন পাঠিয়েছ তুমি?'

'ভুল বুঝেছ তুমি।' পরক্ষণে ডিকিনসন উপলব্ধি করল ম্যানাসের আসার হেতু যদি এটাই ভেবে থাকে ওরা সে বরং একপক্ষে ভালই। নিজেকে সংশোধন করল সে। 'সুসান আমার মেয়েমানুষ। এখানে ওকে মানায় না।'

'কিন্তু ওর নিজের একটা বাড়ি থাকলে মানাত?'

'ওটা আলাদা কথা। তুমি তা জান, মাদাম।'

'কোন তফাত নেই যদি মালিক তোমার মত কেউ হয়। ব্যবসা বাঁচাতে ওর সাথে একটা রফা করেছি আমি।'

'কী শুনছি, সুসান?'

শ্যামাঙ্গিনী বলল, 'ঠিকই শুনেছ।' ও জানে বব ওসমানের খোঁজে

এসেছিল ম্যানাস। মাদামও জানে সেটা। কিন্তু বেন যদি এভাবে খেলতে চায়, তার আপত্তি নেই। এর ফলে বাড়তি কিছু সময় হাতে পাবে বব।

বেন ডিকিনসন শ্রাগ করল। 'এটাই যখন তোমার ইচ্ছা, আমি বাধা দিতে পারি না। ভুলে যাও সব। এস, ড্রিংক করা যাক, আমার পয়সায়। তোমার ওই শটগানটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে, মাদাম।'

দোনলা বন্দুকটা বৃত্তাকারে ঘোরালে মাদাম ভিক্টোরিয়া, বলল, 'গ্লাস সাজাও, জেরি। ভয় আমিও পাচ্ছি, মিস্টার ডিকিনসন। এত কাছ থেকে আমার গুলি ফসকাবে না।'

'আমার সাথে তোমার কিসের দুশমনি? আমি কারবারি মানুষ, তুমি ব্যবসা করতে পার আমার সঙ্গে।'

চতুর হাসল মাদাম। মোনা নামের সোনালি-চুল মেয়েটা এসে বলল, 'লোকজন চলে গেছে, মাদাম। দুটো মাতাল ছাড়া।'

'ঠিক আছে। তোমার নাগরকে নিয়ে তুমিও এবার যাও।' ডিকিনসন দেখল রুগ্ন জুয়াড়ি মোনার কোমর জড়িয়ে ধরেছে, ধীর পায়ে এগোচ্ছে সিঁড়ির দিকে।

সুসান কামরার আরেক প্রান্তে। পিস্তলটা হাতে ধরা এখনো। ভয়ে ভয়ে গ্লাসে পানীয় ঢালল বারটেণ্ডার। শটগান হাতছাড়া না করেই নিজের পানপাত্র তুলে নিল মাদাম। বারের ওপর দাম রাখল বেন ডিকিনসন, গ্লাস ধরল ডান হাতে যে পাশে ওর কোল্ট রয়েছে। সুসান ড্রিংক প্রত্যাখ্যান করল।

ঠিক ওই মুহূর্তে সহসা সে জানল, শরীরে ইণ্ডিয়ান রক্ত প্রবাহিত হওয়ার অর্থ কী। চারপাশে মৃত্যুদূতের উপস্থিতি অনুভব করল সে। শুধু এ ঘরে নয়, সারা কাউন্টিতে। মৃত্যুর কালো পাখিটা অবশেষে তার শিকার ছিনিয়ে নিতে আসছে। মিশনের সমস্ত শিক্ষাই এ মুহূর্তে ব্যর্থ হল ওর এই কুসংস্কার, আর অপ্রাকৃতে বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলতে। বেন ডিকিনসনকে গুলি করার জন্যে পিস্তল উঁচু করতে নিল সে, কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মে ওর দীক্ষা

বাদ সাধল।

বব ওসমান, আত্মগোপন করে আছে র‍্যামসে বুচাননের আস্তাবলের একটা স্টলে, বলল, 'মহিলা দুজনকে ওদের কাছে রেখে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

বিশ্বাসী কার্পেন্টার দিয়েগো জবাব দিল, 'সিনর, এরা বাজারে মেয়েছেলে, পুরুষদের মতই বুদ্ধিমান এবং সাহসী।'

'ওরা আমার জীবন বাঁচিয়েছে।'

'অবশ্যই। ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন। ওরা যেন সুপথে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু তোমাকে খনিতে চলে যেতে হবে, সিনর, তোমার লোকদের নেতৃত্ব দিতে হবে। তোমাকে আমাদের দরকার। আমরা ভীষণ গরিব, সিনর ডিকিনসনের সাথে লড়তে ভয় পাই। তুমিই একমাত্র পার আমাদের সাহসী করতে।'

বব বলল, 'এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারলে হয়ত কিছু করতে পারব। তবে এখুনি নিশ্চয় করে বলতে পারছি না।'

'তোমাকে বেরোতেই হবে,' তাড়া দিল দিয়েগো। 'ঘোড়াটা নিয়ে চলে যাও—প্রন্টো।'

র‍্যামসের সেরা ঘোড়া ওটা, সাজ পরানই আছে। ওর নিজের বে-তে চড়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। দিয়েগোর কাপড় পরে আছে বব, একজন মেক্সিক্যানের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। উঁচু সমব্রেরো আর বহুরঙা সেরাপি চড়িয়ে প্রয়াস পেয়েছে নিজের পরিচিত অবয়ব গোপন করার। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, পেছনের পথ ধরে বন্ধুদের কাছে চলে যেতে হবে ওকে। অ্যান, লোনলি, মন্টি—এদের কথা মনে পড়ায় ওর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেল।

ও বলল, 'বেশ। চলি তাহলে।'

সেরাপিটা কাঁধের ওপর তুলে দিল বব, মোচাকৃতি সমব্রেরোটা

জায়গামত বসিয়ে নিল দৃঢ়ভাবে। ঘোড়ার দিকে এগোবার সময় পরীক্ষা করে দেখল হাত দুটো দুই পিস্তলের বাঁটে পৌঁছুছে কিনা। টুপি নেড়ে বিদায় জানাল দিয়েগো, লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় ওর দাঁত দেখা যাচ্ছে।

'বিদায়, বন্ধু,' মৃদু স্বরে বলল ও।

পরমুহূর্তে উঠন থেকে ভেসে এল ম্যানাসের গলা, 'ধর শালাকে!'

সেরাপিটা একপাশে সরিয়ে দিল বব, জোড়া কোল্ট উঠে এসেছে হাতে। পরপর কয়েকটা গুলি হল। চিৎকার করে আস্তাবলের দেয়ালে আছড়ে পড়ল দিয়েগো। হ্যাটের জন্যে ওকে বব বলে ভুল করেছে ওরা।

এর ফলে অতি প্রয়োজনীয় একটা মুহূর্ত পেয়ে গেল বব। প্রতিপক্ষের বারুদের ঝলক লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল ও। এরপর মাদাম ভিক্টোরিয়ার খিড়কি দরজা আচমকা খুলে যাওয়ায় একঝলক আলো এসে পড়ল স্ট্যাবল ইয়ার্ডে। ওই আলোয় ম্যানাসকে দেখতে পেল বব। সামান্য নিচুতে নিশানা স্থির করল ও; বেল্ট বাক্‌লের একটু ওপরে গুলি করল। একই সময়ে জায়গা বদল করেছে সে, ঘোড়া থেকে দূরে থাকছে যেন শত্রুর বুলেটে ওটা জখম না হয়।

ম্যানাসকে পিছু হটতে দেখল বব, এভাবে যেন গলায় ল্যাসোর ফাঁস পরিয়ে হ্যাঁচকা টান মেরেছে কেউ। এরপর কয়েকটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এদেরকেই ওর পেছনে পাঠিয়েছিল বেন ডিকিনসন। নিচু হল বব, জোড়া কোল্টের চেম্বারে খালি করল দুর্বৃত্তদের ওপর, ঘোড়ার দিকে ছুটল। একলাফে চড়ে বসল স্যাডলে, ভয় পেয়ে সামনে পা দুটো শূন্যে তুলল ঘোড়াটা।

রাইফেলটা স্ক্যাবার্ড থেকে বার করতে বেগ পেল সে, তবে সন্ত্রস্ত ঘোড়ার লাফঝাঁপের ফলে শত্রুরাও নিশানা স্থির করতে পারল না। ওর আশপাশ দিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জনে বেরিয়ে গেল ওদের নিক্ষিপ্ত বুলেটগুলো, কিন্তু পাঁজরের পুরোন ব্যথাটা ফিরে এল আবার। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল বব। ও জানে দিয়েগো মারা গেছে। অবশেষে যখন সক্ষম

হল রাইফেলটা বার করতে, নির্বিচারে গুলি ছুড়তে লাগল। তারপর যখন ওটাও খালি হয়ে গেল, স্পার দাবিয়ে স্ট্যাবল ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল মেইন স্ট্রিটে, ছত্রভঙ্গ জনতার মাঝ দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে রেলরাস্তা অতিক্রম করল, ছুটে চলল লস্ট পিকের খনি অঞ্চলের দিকে।

বিস্ফোরণের মুখে আছে শহরটা, ভাবে ও, দিয়েগো মারা যাওয়ায় মেক্সিক্যানরা এখন প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠবে। বন্ধুরা যখন সামনের দরজায় আটকে রেখেছে সবার দৃষ্টি তখন দিয়েগো তার সুযোগ নিয়ে মাদামের বাড়ি থেকে পালাতে সাহায্য করেছে ওকে। একটা বিশ্বাসে নিজের জীবন দিয়েছে দিয়েগো: তার গোত্রের লোকেরা এর মাধ্যমে 'স্বাধীনতা' নামক মহার্ঘ অধিকারটি লাভ করতে পারবে।

যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এখন। ম্যানাসকে হত্যার দায়ে ওর বিরুদ্ধে মৃত্যুপরোয়ানা জারি করবে বেন ডিকিনসন। লিঞ্চিংয়ের উপকরণ মজুতই আছে, ভয় দেখিয়ে বা উৎকোচে বশীভূত করে মেয়রের পক্ষে আদায় করা হবে নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন।

চড়াই বেয়ে নাগাড়ে ছুটে চলে বব; অ্যান, লোনলি এবং অন্যদের সাথে মিলিত হবার জন্যে উতলা হয়ে পড়েছে। চলার পথে অস্ত্রগুলো রিলোড করে নিল সে। জানে না কতজন মারা গেছে ওর গুলিতে, তবে কয়েকটা আদমসন্তানের জীবন কেড়ে নিয়েছে বলে ও অনুশোচনায় ভুগছে না। এ মুহূর্তে বব শুধু জানে, জনস্বার্থেই বেন ডিকনিসন আর তার অনুচরদের ধ্বংস করতে হবে।

প্রথম গুলির আওয়াজটা যখন হল, মানসিক ও শারীরিকভাবে হতাশার মেঘে আচ্ছন্ন হল সুসান কার্টার। দুর্বল কণ্ঠে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল মোনা, 'ববকে ওরা মেরে ফেলেছে।' সুসান বুঝল তার সমস্ত আশাভরসা শেষ হয়ে গেছে। মর্মান্তিক একটা পরিণতির জন্যে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ আগেই সম্পন্ন হয়েছিল ওর, ইণ্ডিয়ান দেবদেবীরা ওকে

সহায়তা করেছেন এক্ষেত্রে। কিন্তু এত আকস্মিকভাবে ঘটল ব্যাপারটা যে পাথর হয়ে গেল সে।

এমনকি মাদামের মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে যখন আক্রমণ শানাল বেন ডিকিনসন, তখনো ছোট্ট পিস্তলটা তুলে লোকটাকে ও গুলি করতে পারল না। রক্তাক্ত দেহে মাদামকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখল সে, শটগান হাতছাড়া হয়েছে, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বারের পেছনে ঝাঁপ দিয়েছে বারটেণ্ডার।

আশৈশব জীবনটা ওর যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে, নেশা আর বেন ডিকিনসনের প্রবঞ্চনায় তা ক্রমশ গভীরতর হয়েছে কেবল। ওর মনে হয় ব্যর্থ হয়ে গেছে সব, কিছুই যোগ হয়নি, বিয়োগও না। পিস্তলটা তুলে ট্রিগার টিপতে পারলে বিদায়ের আগে হয়ত একটা আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে পারত সে। বিশ্বকে নিষ্কৃতি দিতে পারত ডিকিনসন সিটির মেয়রের কবল থেকে।

নিজের সাথে যুদ্ধ করে ও। ডিকিনসনের মুখখানা দেখতে পায়, মাদাম ভিক্টোরিয়ার রক্ত তার পিস্তলের মায্‌লে। সুসান দেখে, ডিকিনসন ওর হাতের পিস্তলটা লক্ষ করেছে, বুঝেছে ওটার ওপর নির্ভর করছে তার বাঁচামরা।

ও জানে কী ঘটতে যাচ্ছে। লোকটার মুখোমুখি হয় সে, পিস্তলের নল মাঝপথে, গুলি ছোড়ার জন্যে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করছে প্রাণপণে। কিন্তু জানে দেবতারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার দিক থেকে, দোআঁশলা এক ইণ্ডিয়ান মেয়ের জন্যে মৃত্যুর ওপারেও নির্বাণ বলে কিছু নেই।

ডিকিনসনের বুলেট যখন বক্ষ ভেদ করল, পরম স্বস্তির সাথে সুসান ভাবল লোকটা অন্তত ওর চেহারা বিকৃত করেনি, যে দেশে যাচ্ছে সেখানে ওকে বিকৃত চেহারা বয়ে বেড়াতে হবে না। বেঁচে থাকতে এই একটি সম্পদই ছিল ওর, সৌন্দর্য, শেষ সময়ে তার হানি ঘটলে দুঃখজনক হত সেটা।

দ্বিতীয় গুলির আঘাত টেরও পেল না সুসান, হৃৎপিণ্ডে বিঁধল ওটা, প্রাণস্পন্দন থামিয়ে দিল চিরতরে, সমস্ত ভবযন্ত্রণা আর হতাশার মেঘ থেকে ওকে মুক্তি দিল। দেয়াল ঘষটে যখন অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে সে এই সময়ে ডিকিনসন উপলব্ধি করল, কী ভুল তার হয়েছে। ওর দিকে দৌড়ে এল লোকটা, বলল, 'না···আমি ভেবেছিলাম তুমি গুলি করতে যাচ্ছ···তোমাকে আমি হত্যা করতে চাইনি!'

অবশ্য অনুশোচনা থেকে কথাটা বলেনি, এর আগেও সুসানের মৃত্যু সে বহুবার কামনা করেছে। একথা বলার কারণ, এ মৃত্যুর যারা সাক্ষী তাদের সবাইকে খুন করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। সে জানে ডিকিনসন সিটির জঘন্যতম লোকটিও একটা নারীহত্যার ঘটনাকে সমর্থন করবে না, বিশেষত সে–অপরাধ যদি একজন মেয়র করে থাকে। কোন টিনের বাঁশি বা মেয়ের দালাল যদি করত কেউ মাথা ঘামাত না হয়ত, কিন্তু বেন ডিকিনসন রেহাই পাবে না।

অর্ধ–অচেতন মাদাম ভিক্টোরিয়ার কথায় তার উপলব্ধির সমর্থন মিলল। বারের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে মহিলা, ডিকিনসনের পিস্তলের বাড়িতে কপাল কেটে রক্ত পড়ছে।

মাদাম বলল, 'সুসান তোমাকে শেষ পর্যন্ত খতম করেছে, মিস্টার মেয়র। নারীহত্যার দায় থেকে তুমি রক্ষা পাবে না।'

এরপর জ্ঞান হারাল মাদাম। বারকিপার সেই যে মাটি কামড়ে ধরেছে আর ওঠেনি। বিড়বিড় করে বাইবেলের শ্লোক আওড়াচ্ছে সে, যা এ সময়ে এ জায়গায় বেমানান শোনাচ্ছে।

দৌড়ে পেছনের পথে রাস্তায় বেরিয়ে এল বেন ডিকিনসন। গোলাগুলি থেমে গেছে এখন। বব ওসমানকে মৃত দেখতে চায় সে। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা একটা দেহের সাথে হোঁচট খেল ও, ঝুঁকে চেহারাটা দেখল ভাল করে।

স্ট্যাবল ইয়ার্ডের আলো–আঁধারি থেকে কাতরানির আওয়াজ ভেসে

আসছে। কিন্তু ডিকিনসনের জরিপের নিচে পড়ে থাকা মানুষটা তার জখমের জন্যে কোন ফরিয়াদ জানাল না। মরে শক্ত হয়ে গেছে সে। তার ভেস্টে আটকান তারার একটা কোণা নিখুঁতভাবে কর্তন করেছে একটা বুলেট। ওর গোঁফ লাল হয়ে আছে, হাঁ করা মুখের ফাঁকে হলুদ দাঁত দেখা যাচ্ছে। পিস্তল হাতে যমের বাড়ি গেছে মার্শাল ম্যানাস।

সোজা হল ডিকিনসন। মরিয়ার্টি চেঁচিয়ে উঠল, 'বার্নে। ওকে খতম করেছি আমরা। কিন্তু কে যেন গুলি করছিল আমাদের লক্ষ করে। আমার একজন ডাক্তার দরকার, বস্।'

স্ট্যাবলে বব ওসমানের টুপি আর মৃত দিয়েগো পড়ে আছে। লম্বা একটা শ্বাস নিল বেন ডিকিনসন।

কোরালে গেল সে। সাজ পরান অবস্থায় কালো স্ট্যালিয়নটা অপেক্ষা করছে ওখানে। সুসান মারা গেছে, মেক্সিক্যান-আমেরিকান মারা গেছে একজন, ম্যানাস মারা গেছে। ডিকিনসন সিটি এখন আর তার শহর নেই, কারণ বব ওসমান মরেনি।

ব্যাংকের দিকে ঘুরল সে, পেছনের পথে এগোল। রাস্তা লোকে লোকারণ্য, আইনশৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই, দায়িত্ব নেবার মত নেই কেউ। মেয়র নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে সায়মন জ্যারেট আজ রাতে মানুষ অথবা ইঁদুরে পরিণত হবে। এ অবস্থায় বেন ডিকিনসনের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে

ব্যাংকে মজুত শেষ পয়সাটাও লুট করল সে, ছোট ছোট চটের থলেয় ভরে স্যাডলব্যাগে রাখল সেগুলো। এবার ও যাবে র‍্যাঞ্চে, শেড ফ্রে আর হ্যালিডেকে সঙ্গে করে পশ্চিমে পালাবে। ডেনভার, স্যান ফ্র্যান্সিসকো, এক জায়গা গেলেই হল। অর্থ এবং লোকবল থাকায় আবার নতুন করে জীবন শুরু করা যাবে।

ডিকিনসন সিটির জন্যে আফসোস তার থাকবে। এ শহরের ইট, পাথর, মানুষ—সবকিছুর মালিক ছিল সে, একটা ভুল করার আগে পর্যন্ত

বিচারে ছোট্ট একটি গলদ, স্ট্যালিয়নের পিঠে উঠতে উঠতে ভাবল মেয়র। বব ওসমানকে র‍্যাঞ্চিংয়ে সহায়তা না করলে সবই তার মুঠোয় থাকত।

সন্ধের ট্রেনের তীক্ষ্ণ, নিঃসঙ্গ হুইসিল শুনতে পেল ডিকিনসন। একবার ভাবল, শেড এবং অন্যদের কথা ভুলে ওই ট্রেনেই উঠে পড়বে কিনা, দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও গিয়ে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের আইন অচল, নাম ভাঁড়িয়ে মিশে যাবে জনারণ্যে।

এরপর সে বুঝল এটা তার পক্ষে করা অসম্ভব, কারণ বব ওসমানের সাথে শেষ বোঝাপড়া হয়নি এখনো। পালাবার আগে, শেড আর অপর দুই বন্দুকবাজের সাহায্যে, ওসমানকে খুঁজে বার করে হত্যা করতে হবে। দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ ডিকিনসন সিটি পিছনে ফেলে, অন্ধকার প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল বেন, ভাবছে বব ওসমানকে রেহাই দেয়া চলে না, ওই লোক তার শহরটা কেড়ে নিয়েছে।

রেলরোড প্ল্যাটফর্মে নেমে একটা কাঠের বেঞ্চের ওপর হলুদ কার্পেট ব্যাগখানা রাখল ও'নীল ওসমান, একটা শটগান স্টক আর কাটা ব্যারেল বার করে পরস্পর জোড়া লাগাতে শুরু করল।

'অ্যাঞ্জেলও আসছে বললে না?' বড় ভাই ওরিনকে জিজ্ঞেস করল সে। 'আমার ছাই অপেক্ষা করতে ভাল লাগে না।' শটগানে বাকশট ভরল ও। 'শহরে ভীষণ হল্লা হচ্ছে মনে হয়।'

টেলিগ্রাফ অপারেটর দৌড়ে বেরিয়ে এসে বলল, 'দাঙ্গা বেধেছে শহরে। মেয়র ডিকিনসনের উচিত ছিল এতক্ষণে দমন করা। ম্যানাস আর ওর ডেপুটিরা কী যে করছে খোদাই জানেন!'

'বার্ট ম্যানাস, এল প্যাসোর লোক?'

'আমাদের টাউন মার্শাল।'

ও'নীল ওসমান বলল, 'আমি যতদূর শুনেছি, টু-পাইস কামানর

সুযোগ না থাকলে কোনকিছুই সে থামাতে পারে না।'

'ম্যানাস ল-অফিসার, যোগ্য লোক,' অপারেটর বলল। 'মেয়র ডিকিনসনের ডান হাত। মেক্সিক্যান বজ্জাতগুলোকে সামলে রাখে। সবাই জমাখরচ দিয়ে চলে ওকে, বুঝেছ, মিস্টার...'

যথেষ্ট সময় নিয়ে লোকটার দিকে ঘুরল ও'নীল, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে শটগানটা হাতে ধরা। 'মিস্টার ও'নীল ওসমান। বব ওসমানের ভাই। ওর ব্যাপারে কিছু জানার আছে তোমার?'

তড়িঘড়ি অফিসে ফিরে গেল অপারেটর, তারপর সাহস সঞ্চয় করে জানালা দিয়ে বলল, 'বব ওসমান হয় মারা গেছে নয়ত লুকিয়ে আছে। জানতে হলে ম্যানাস আর মেয়রের কাছে খোঁজ করতে হবে তোমার, মিস্টার ওসমান।'

'ঠিক আছে তাই করব,' বলল ও'নীল। 'অ্যাঞ্জেলটা এখন তাড়াতাড়ি এসে পড়লে হয়।'

'এসে গেছে,' বলল ওরিন।

অল্প পরেই পরিচিত একটা চেহারা দেখা গেল, ওসমান পরিবারের সবচেয়ে সুদর্শন ছেলেটি ঘোড়ায় চেপে আসছে শহরের দিক থেকে।

'খানিক আগে পৌঁছেছি,' স্যাডল থেকে নামতে নামতে বলল অ্যাঞ্জেল। 'শহরে গেছিলাম খোঁজখবর করতে।'

'কী জানা গেল? ববের খবর কী?' প্রায় একই সাথে প্রশ্নটা করল ও'নীল আর ওরিন।

'বব চোট পেয়েছে তবে পালিয়েছে। ওর গুলিতে পটল তুলেছে মার্শাল ম্যানাস।'

'আফসোস,' জিভ আর টায়রার সাহায্যে চুকচুক শব্দ করল ও'নীল, 'ল-অফিসার নামের ওই কুলাঙ্গারটাকে দেখে নিতে পারলাম না একহাত।'

'ডিকিনসন ব্যাংক লুট করে শহর ছেড়ে পালিয়েছে।'

'ঘোড়ার পিঠে?' জিজ্ঞেস করল ওরিন।

'হ্যাঁ। বব যার কাছে লুকিয়ে ছিল, সেই মাদাম জানাল, লোকটা নিশ্চয় তার সাঙ্গপাঙ্গদের জড় করতে গেছে।'

'কোন দিকে গেছে জিজ্ঞেস করেছিলে?' ও'নীল প্রশ্ন করল।

'করেছি। তবে ওর পিছু নেয়ার আগে আমাদের একবার শহরে ফিরে যাওয়া দরকার। শহরটা ববের। ডিকিনসনের খপ্পর থেকে একে রক্ষা করার চেষ্টাতেই বিপদে পড়েছে ও। সায়মন জ্যারেট নামের লোকটা দাঙ্গা সামলাতে পারছে না।'

'মরুক হতভাগারা,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল ওরিন। 'এতদিন সমর্থন দেয়নি কেন ববকে। ওরা একাট্টা থাকলে নিশ্চয় ডিকিনসন আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের পালাতে হত।'

'না। অ্যাঞ্জেলই ঠিক,' বড়ভাইকে শান্ত করল ও'নীল। 'ববের খাতিরেই শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনা আমাদের কর্তব্য।'

টেইলের ঘটনাটার জন্যে, সত্যেদে ভাবল লোনলি, মূলত সে-ই দায়ী। অবশ্য পরিস্থিতিও ওদের বিপক্ষে ছিল। উপরন্তু মাতাল হয়ে ছিল র‍্যাগ শেড।

পেদ্রো আর্মান্দেজ ভাল লোক, কিন্তু মরুভূমির মানুষ না। তাকে স্কাউটিংয়ে পাঠান ঠিক হয়নি। টিলার মাথায় বসে থাকা শেড এবং দুজনকে লক্ষ করেনি সে, নিচে দিয়ে চলে গেছে। অতর্কিতে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা পেছন থেকে, গুলি করে হত্যা করেছে।

কাজটা সেরে আরেক দফা মদ্যপান করেছে তিন দুর্বৃত্ত। শেড বুঝেছে সামনে যখন ছিল, পেছনেও নিশ্চয় থাকবে পাহারা। সেভাবেই কাজ করেছে সে। ওয়াগন দুটোকে নির্বিঘ্নে যেতে দিয়েছে আগে, তারপর উঁচু একটা পাথরচাঁইয়ের মাথা থেকে লাফিয়ে পড়েছে লোনলির ঘাড়ে, মাথায় বাড়ি মেরে ওকে শুইয়ে দিয়েছে।

এরপর হামলা চালিয়েছে ওয়াগনগুলোর ওপর।

এই পর্যায়ে প্রথমে ওরা বুঝতে পারেনি যে বাহাদুরি দেখানর স্বপ্নে তখন বিভোর হয়ে আছে র‍্যাণ্ডি হোল্ট। ভাবছে এভাবে একদিন তার প্রেমের মানুষটিকে সে জয় করতে পারবে। ওরা শুধু দেখল সিটের পেছনে রাইফেলটা তুলে নিতে ঝাঁপ দিচ্ছে অপরিপক্ক ছোকরা। মুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে গেল ওরা। ইতিমধ্যে র‍্যাণ্ডির চিৎকারে উইনচেস্টার হাতে অ্যাকশনে নেমে পড়েছে র‍্যামসে বুচানন। একে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, তায় বয়সের দোষে চোখের জ্যোতি কমে গেছে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল র‍্যামসে।

শেড গুলি করল হোল্টকে। সিটের ওপাশে গড়িয়ে পড়ল ছেলেটা। ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেল ঘোড়াগুলো, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল এবড়োখেবড়ো ঢালের নিচে। এভাবে চলার উপযোগী রাস্তা নয় ওটা, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ওয়াগনটা সোজা রইল ঠিকই। আর ওদিকে র‍্যাণ্ডি হোল্ট তখন কাতরাচ্ছে, ওর চামড়ার যে অংশ ভেদ করে বেরিয়ে গেছে বুলেট সেই জায়গাটা চেপে ধরে আছে রক্তপাত বন্ধ করতে। ঘটনাটা এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না ও, আবার বাহাদুরির ঘোরও তার কাটেনি পুরোপুরি।

ওয়াগনটা ধরে ফেলতে পারত তিন দুর্বৃত্ত, কিন্তু র‍্যামসে ব্যতিব্যস্ত রাখল ওদের। বেধড়ক গুলি চালিয়ে র‍্যামসেকে শেষ করা কঠিন কিছু ছিল না ওদের জন্যে, কিন্তু ওরা তখন জেনে গেছে অ্যান উইলস রয়েছে ওতে। ওকে হত্যা করতে চাইল না ওরা, কারণ বেন ডিকিনসন তাহলে খুন করবে ওদের। এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে ছুড়তে ইণ্ডিয়ানদের মত ঘুরপথে এগোল ওরা, যাতে অন্ধকারে র‍্যামসে নিশানা স্থির করতে না পারে।

শেষমেষ শেড নাগাল পেল র‍্যামসের, পিস্তলের এক গুলিতে সাবাড় করল ওকে। অন্যদিকে হ্যালিডে আর ফ্রে কবজা করে ফেলল মেয়েটাকে।

এরপর পেছনে এসে যখন দেখল বেঁচে আছে লোনলি, তাকেও বাঁধল ওরা।

শেড বলল, 'ফ্রে, তুমি ওয়াগন চালাও।'

'কোথায় যাব?'

'র‍্যাঞ্চে। বেনের নির্দেশ নিতে।'

'কিন্তু এই বুড়ো আর মেয়েটার কী করব?'

'ওদেরকেও নিয়ে যাব ধরে। দেখি বস্ কী বলে। আর ওই ওয়াগনের লোক যখন মারা গেছে, ওটার পেছনে ছুটে আর কোন লাভ নেই।'

'কী জানি, বাপু, বস্ যে রকম খেপে আছে।'

'দেখা যাক। এ মেয়ের জন্যেই তো হল এতকিছু। ওকে হাতে পেয়ে হয়ত মেজাজ পানিও হয়ে যেতে পারে।'

'কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না,' যুক্তি দেখাল ফ্রে। 'মেয়েলোকের অপমান শহরের ওরা ভাল চোখে দেখবে না। কেউই দেখে না তা।'

'ভালমন্দ বুঝি না,' শেড ধমকে উঠল। 'ম্যানাস নিশ্চয় এতক্ষণে সামলে ফেলেছে সব। ওসমানও মারা গেছে। সুতরাং আর চিন্তা কিসের?'

'আমার পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা, তাই বললাম, র‍্যাগ।'

'তোমার পছন্দে-অপছন্দে কিছু যায় আসে না। বুড়োকে ওয়াগনে তুলে দাও। তারপর র‍্যাঞ্চে ফিরে যাব আমরা।'

লোনলিকে, অজ্ঞানের ভান করে আছে, পাঁজাকোলা করে তুলল ওরা, ওয়াগনের পেছনে অ্যানের পাশে নিয়ে রাখল, দুজনেরই হাত-পা বাঁধা। চালকের আসনে বসল ফ্রে, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বি ও র‍্যাঞ্চ অভিমুখে যাত্রা করল।

অ্যান কাঁদছে না। এটা দেখে মোটেও অবাক হয়নি লোনলি। একেকটা সময় আসে, ও জানে, যখন চোখের পানিও শুকিয়ে যায়।

চোদ্দ

রাতের বেলায় দূরাগত মেঘগর্জনের মত শোনাল শব্দটা। বব ওসমান, রাস্তার কিনার ধরে খনিতে যাচ্ছে, ভূকম্পন থেকে টের পেল ওই শব্দ ক্রমশ নিকটতর হচ্ছে। চকিতে ঘোড়া ঘুরিয়ে আগুয়ান বিপদ অভিমুখে এগোল সে। হাঁপাচ্ছে ঘোড়াগুলো, খুরের ঘায়ে আগুনের ফুলকি ছুটছে পাথুরে জমিতে, বাঁক নিল ওয়াগনটা, ঝাঁকি খেল, শূন্যে ঝুলে রইল এক মুহূর্ত, তারপর উলটে গেল।

লাফিয়ে মাটিতে নামল বব, ছুরি বেরিয়ে এসেছে হাতে, একদৌড়ে ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে ওদের বাঁধন কেটে দিল। পোষ মানা জানোয়ার যা করে, দাঁড়িয়ে রইল ওরা, চোখ বিস্ফারিত, হাঁপাচ্ছে। উজ্জ্বল হতে শুরু করেছে তারার দল, একখণ্ড মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের আভাস মিলছে। কৌতূহলবশে ওয়াগন সিটের কাছে গেল বব, নিচু হল।

ছ ইঞ্চি দূরেও নেই র‍্যাণ্ডি হোল্টের মুখখানা। হাঁ করল ছেলেটা, তারপর ওর চোখ দুটোর মতই বন্ধ করে ফেলল, ফের খুলল। কম্বল বিছান সিটের গায়ে কাত হয়ে পড়ে আছে ও, দুহাতে খামচে ধরেছে বুক, রক্তে শরীর ভেসে যাচ্ছে।

ও বলল, 'বব? বব, তুমি?'

'র‍্যাণ্ডি। কী হয়েছে, র‍্যাণ্ডি?'

'বেন ডিকিনসনের লোকেরা।'

'গুলি করেছে তোমাকে?'

'আহ্···আমাদের।'

'আমাদের মানে? তুমি আর কে, র‍্যাণ্ডি?'

'আমরা সবাই···অ্যান···র‍্যামসে বুচাননের সাথে ছিল ও···আরেকটা ওয়াগনে।'

'দুটো ওয়াগন?'

'দুটো···পেদ্রো···লোনলি···ওরা কোথায়?'

পাইকারি হত্যা, বব ভাবল। গণহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেন ডিকিনসন। সবাইকে খতম কর, প্রশ্নের জবাব দেবে পরে।

বব বলল, 'মন্টি?'

'ও···আমার সাথে ছিল···ওয়াগনে।' ক্ষীণ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর, তারপর সবল হল। 'বব?'

'বল। আমি আছি।'

'আমরা ভয় পেয়েছিলাম তুমি মারা গেছ। এবার···কতজন মারা গেছে?'

'জানি না, র‍্যাণ্ডি।'

ছেলেটা গুঙিয়ে উঠল একটু, তারপর স্পষ্ট গলায় বলল, 'আ···আমি মারা যাচ্ছি, বব।'

আলগা হয়ে গেল মুঠি। মাথা হেলে পড়ল একপাশে, ওলটান ওয়াগনের নিচে খালি বস্তার মত কুঁকড়ে গেল নিষ্প্রাণ দেহখানা।

ঘুরে ওপাশে গেল বব। দুঃখ-বেদনা আর ভয়ের মিশ্রণে বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছে ওর। ঝুঁকে পড়ে প্রাক্তন ব্যাংক কেরানিকে কোলে তুলে নিল সে। ওর বুটের চাপে মচমচ করে উঠল কাঁচা সোনা। বব ভাবল কী কুক্ষণেই না সেদিন ও খনির সন্ধান পেয়েছিল। অনেক ভাল ছিল ডিকিনসনকে র‍্যাঞ্চ বুঝিয়ে দিয়ে অ্যানসহ অন্য কোথাও চলে যাওয়া।

হঠাৎ মন্টির গলা বলে উঠল, 'বব। ছেলেটা কি মারা গেছে, বব?'

আরেকটু হলে র‍্যাণ্ডিকে ফেলে দিচ্ছিল ও, তারার আলোয় ঘুরল পাঁই করে। একটা গাছের গায়ে মন্টি হেলান দিয়ে বসে, সম্পূর্ণ অক্ষত।

'মারা গেছে। তুমি এলে কোত্থেকে?'

'নরক থেকে, বব। মাতালদের নরক থেকে।'

'তুমি না ড্রিংক ছেড়ে দিয়েছ?' আলগোছে দেহটা নামিয়ে রাখল বব।

'খেয়ে চুর হয়ে গেছিলাম কাল। জ্ঞান ফিরল গোলাগুলির আওয়াজে।' আবেগে বুজে এল মন্টির গলা, 'যদি সুস্থ থাকতাম, রাইফেলটা চালাতে পারতাম আমি। কাছেই ছিল। ওটা নিতে গিয়েই খুন হয়েছে র‍্যাণ্ডি, জান।'

বব বলল, 'এখন আর ভেবে কী লাভ, মন্টি। বাদ দাও।'

'মাতাল হয়ে গেছিলাম আমি।'

'তুমি বরং আমাকে সব খুলে বল।' গভীর করে নিশ্বাস নিল বব। 'র‍্যামসে আর পেদ্রোর খোঁজে যেতে হবে আমাদের।'

'ওরা বেঁচে থাকলে এরকম কিছু ঘটত না,' বলল মন্টি। 'লাভ নেই খুঁজে। অ্যানকে র‍্যাঞ্চে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। কারণ ওকে নিয়ে শহরে যাওয়া সম্ভব নয়, তুমি জান।'

'হ্যাঁ। র‍্যাঞ্চে।' তবু জেদি ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বব। 'র‍্যামসে, পেদ্রো, লোনলি···ওদের খোঁজ করতেই হবে। ঘোড়ায় চড়তে পারবে তুমি। আমাদের এখন এগোতে হবে।'

'আমার দোষে,' শুকনো, ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল মন্টি। 'আবার মাতাল হয়ে গেছিলাম আমি। ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য কর।'

'ঘোড়া, মন্টি,' তাড়া দিল বব, 'জলদি।'

হারনেস খুলতে সক্ষম হল ব্রিটন। ঘোড়ার চওড়া পিঠে ওকে তুলে দিল বব। টেইল ধরে এগোল ওরা। চাঁদ উজ্জ্বলতর হচ্ছে এখন, লম্বা গাছপালার ফাঁকে জাফরি কাটছে। আজকের রাতটা চমৎকার,

তারাজ্বলা—কিন্তু ওদের কেউই জানে না তা।

কালো স্ট্যালিয়ন হাঁকিয়ে উঠনে প্রবেশ করল বেন ডিকিনসন। স্পাড নামের র‍্যাংলার ছোকরা ছুটে এল ওটার লাগাম ধরতে। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল শেড। স্যাডলব্যাগগুলো খসিয়ে হাতে নিল ডিকিনসন।

'বাইরে রেখেছ আর কাউকে?' জেরা করল সে।

'এগার্স রাস্তা পাহারা দিচ্ছে।'

ডিকিনসন বলল, 'নরক ভেঙে পড়েছে শহরে। ওসমান পালিয়েছে। ম্যানাস আর সুসান মারা গেছে।'

'ম্যানাস, হাহ্?' নাক দিয়ে বিদঘুটে একটা শব্দ করল শেড। 'তুমি বরং ভেতরে এস, বস্।'

'বুঝতে পারছ না পালাতে হবে আমাদের? একদম সময় নেই। এতে যা আছে অনেক দিন চলে যাবে।' ব্যাগ দুটো ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার।

'আরে, দেখই না ভেতরে এসে। মেহমান আছে।'

শেডের ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠস্বর কৌতূহলী করে তুলল ডিকিনসনকে, গটগট করে বাড়িতে ঢুকল সে, রান্নাঘর হয়ে পারলারের দিকে এগোল। ফ্রে আর হ্যালিডে চোখ মেলাল না তার সাথে। থমকে গেল বেন, ভূত দেখার মত চমকে গেছে।

দেয়ালের ধারে একটা চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে লোনলিকে। অ্যান পড়ে আছে বিছানায়—খোলা দরজাপথে ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ডিকিনসন—হাত পা বাঁধা, স্কার্ট আলুথালু, চুল অবিন্যস্ত। আতঙ্কিত মেয়েটার দিকে এগোল সে, তারপর ওর অসহায় অবস্থা দেখে হঠাৎ পুলক অনুভব করল। অ্যান ওর চাহনি ফিরিয়ে দিল। বেন থমকে দাঁড়াল।

ইণ্ডিয়ান চোখ, নীল চোখ, দুটোতেই তার প্রতি সমান ঘৃণা আর অবজ্ঞা প্রকাশিত। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে রইল বেন

ডিকিনসন, অ্যানের চোখের আগুনে পুড়তে লাগল।

তারপর শেডকে বলল সে, 'বাইরের দুজনের ওপর বিশ্বাস রাখা যায়?'

'ওরা টাকা ভালবাসে।'

রান্নাঘরে ফিরে গেল ডিকিনসন; অ্যান আর লোনলি উইলিসের দৃষ্টির বাইরে। স্যাডলব্যাগ থেকে নোটের তাড়া বার করল সে, বলল, এতটা দেবে যেন লড়াই করতে আগ্রহী হয়, পালিয়ে যেতে নয়।'

শেড বলল, 'তখন না বললে এক্ষুনি পালাতে হবে।'

'তুমি কিছুই বুঝতে পারনি। শিগগিরই পসি নিয়ে আসবে ওরা। একজনকে পাহারায় পাঠাও। অন্যজনকে রাইফেল নিয়ে আস্তাবলে থাকতে বল।'

শেড নীরব ফ্রে আর হ্যালিডের উদ্দেশে ঘুরল, ইতস্তত করল, ওদের তিরস্কার অনুভব করছে তবে এও জানে ওরা শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকবে। টাকাসহ বেরিয়ে গেল সে। দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ ভাবল ডিকিনসন। পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে কপালে কী ঘটবে সে জানে। বব ওসমান তাকে আদালত অবধি যেতে দেবে না।

পক্ষান্তরে ওরা যদি থেকে যায়, আর মিত্র যারাই বেঁচে আছে তাদের নিয়ে ওসমান একা আসে, বিজয়ের একটা সম্ভাবনা রয়েছে।

বেন বলল, 'বাতি নিভিয়ে দাও। বাইরে গিয়ে তোমরা পাহারায় থাক, বাড়ির কাছেপিঠে ওসমান বা ওদের কাউকে দেখামাত্র গুলি করবে।'

বিনা বাক্যে আদেশ পালন করল ফ্রে আর হ্যালিডে। মনিবের কথা পছন্দ হয়নি ওদের কিন্তু আনুগত্য বিসর্জন দেবে না। পারলারে ফিরে গেল ডিকিনসন, একফুঁৎকারে ল্যাম্প নিভিয়ে দিল। শুধু ফায়ারপ্লেসের আগুনটা সামান্য আলো দান করতে লাগল।

বেন বলল, 'তারপর, লোনলি, আমি চেষ্টা করেছিলাম সবকিছু

আপসে মিটিয়ে ফেলতে।'

'নরক গুলজার করেছ তুমি।'

'বব ওসমান। ও ভণ্ডুল করে দিয়েছে।'

'ওর সাহায্যের প্রয়োজন তোমার ছিল না।'

'তোমার ছেলের শহর দখল করে এর উন্নতি ঘটিয়েছি আমি। সব ঠিক হয়ে যেত। আমার চোখ দিয়ে তোমাকে দেখতে হবে ব্যাপারটা।'

লোনলি বলল, 'এমনকি কথাটা তোমার মনের না হলেও।'

অন্ধকারে হাতড়ে একটা বোতল জোগাড় করল ডিকিনসন, ড্রিংক ঢেলে নিল। 'অ্যান নিশ্চয় বুঝেছ এটা, তাই না, অ্যান?'

'বব কি মারা গেছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যান, কণ্ঠস্বর ক্লান্ত, বেসুরো।

'বেঁচে আছে,' বলল ডিকিনসন। 'কাছেপিঠে আছে কোথাও। তোমাকে হয়ত ওর ভবিষ্যৎ কিনতে হতে পারে। তবে এ মুহূর্তে সে বেঁচে আছে।'

অ্যান বলল, 'ও বেঁচে থাকলে তোমাকে মাশুল গুনতে হবে।'

'আমেন,' বলল লোনলি।

ডিকিনসন মদ্যপান করল আবার। অনেকটা স্বগতোক্তির ঢঙে বলল, 'ঘরে আগুন লাগিয়ে আমি চলে যেতে পারি। ওরা কখনই ধরতে পারবে না আমাকে। সেটাই করি না কেন?'

'করছ না কেন,' লোনলি জিজ্ঞেস করল। 'সাহস নেই বুঝি?'

'তোমরা সব উন্মাদ। আমার হাতে বন্দি, তবু বড়াই করছ। তোমাদের খুন করলে কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে?'

'কিচ্ছু না,' হাই তুলল লোনলি। 'দড়ির মাথায় ঝুলবে তুমি—বব বা আইন, যার হাতেই ধরা পড়।'

'তুমি বিশ্বাস কর এটা।' বিদ্রূপের হাসি হাসল ডিকিনসন। 'খোদার কসম, এটা তোমার বিশ্বাস।'

'আমি জানি।'

'যাই ঘটুক, একটা কথা তোমরা দুজনেই শুনে রাখ। আমি পালাচ্ছি এবং যাবার সময় আমার যা যা দরকার সব নিয়ে যাচ্ছি, চিৎকার করল বেন। আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে সে। এ ক্রোধ তার প্রয়োজন, অ্যাকশনে নামতে সুবিধে হবে। 'তোমরা আমার মুঠোয়। ওসমান যখন জানবে কথাটা, আমি নির্বিঘ্নে পালাতে পারব।'

লোনলি বলল, 'দেখাই যাক না কী হয়, ঠিক আছে? আর হ্যাঁ, বেন, একটা কথা জেনে রাখ—আমরা তোমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইব না।'

ঘরের আরেক প্রান্তে গেল ডিকিনসন। ডান হাতটা ঘোরাল সজোরে। চেয়ারসমেত বুড়ো মানুষটাকে ফেলে দিল মেঝেয়।

পলক তুলল লোনলি, বলল, 'এবার নিশ্চয় অ্যানকেও মারবে। তুমি তা পার।'

উ্যইস্কির বোতলটা গলায় উপুড় করল ডিকিনসন, লম্বা একটা ঢোক গিলল। পেছনের দরজায় শেডকে দেখা গেল, ওর উপস্থিতিতে খুশি হল বেন। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল সে, দরজা বন্ধ করে দিল।

অ্যান ডাকল মৃদু কণ্ঠে, 'দাদু, তুমি ঠিক আছ?'

'আরামে নেই,' বলল লোনলি, 'তবে বেঁচে আছি এবং সুযোগ পেলেই লাথি মারব।'

'বব বেঁচে আছে,' অ্যান বলল।

'ওর কথা তুই বিশ্বাস করিস?'

'বব জীবিত। এবং আমরা উদ্ধার পাব।'

'বেশি আশা করিস না। বেনের সব কথার পেছনেই একটা মতলব কাজ করে।'

'বব আমাদের ঠিকই খুঁজে বার করবে। আমি জানি।'

লোনলি চোখ বোজে। দারণ অসুবিধা হচ্ছে, এভাবে কাত হয়ে পড়ে থাকতে, চেয়ারের সাথে বাঁধা অবস্থায়। টানাটানি করে বাঁধনগুলো পরখ করল সে। শেড দক্ষহাতে কাজ সেরেছে।

অস্ত্র ছাড়া মুক্ত হয়েও লাভ হবে না, অবশ্য। আজ রাতে খুনের নেশায় আছে বেন আর তার দলবল। কোন ভুল নেই।

ডিকিনসন সিটি, ভাবে সে, তার একমাত্র পুত্রের স্বপ্ন, বব ওসমানের সহায়তা না পেলে ধ্বংস হয়ে যাবে। সে, লোনলি উইলিস, একটা আগুন উসকে দিয়েছিল কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। বিভীষিকাময় এ কথাটা মনে হতেই শিউরে ওঠে বৃদ্ধ, মাথা নাড়ায় প্রবল বেগে।

বব ওসমান বলল, 'র‍্যামসে, পেদ্রো, র‍্যাণ্ডি হোল্ট, আর কতজন? তুমি আর আমি বেঁচে আছি শুধু, একজন মাতাল আর একজন ভবঘুরে।'

মন্টি বলল, 'শান্ত হও, বাছা।' ববের তিরস্কার থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে সে। 'বাড়ির বেশি কাছে যাওয়া চলবে না, বুঝেছ।'

র‍্যাঞ্চ অভিমুখী পাহাড়ি ঢালে উঠতে শুরু করার আগে ঘোড়া লুকিয়ে এসেছে ওরা। বিষণ্নতার পট জুগিয়েছে পাহাড়। বাড়িতে বাতি নেই কোন, কেবল চিমনি দিয়ে ক্ষীণ ধোঁয়া উড়ছে।

বব বলল, 'ও যদি অ্যান আর লোনলিকে আটকে রেখে থাকে ওখানে, আমরা সরাসরি হামলা চালাতে পারব না।'

'বাইরেও পাহারা রাখবে। বেন হুঁশিয়ার লোক,' মন্টি বলল।

ববের-গুলো বাদ দিলে, ওদের কাছে ভারি অস্ত্র বলতে র‍্যাণ্ডির রাইফেল। মৃত বন্ধুদের মুখগুলো ববের চেতনায় ভাসছে। ওর পাঁজর ব্যথা করছে, পা ভারি হয়ে আসছে সীসার মত।

'রাস্তায় একজন,' মন্টি বলল। 'আস্তাবলে আরেকজন, চমক দেয়ার জন্যে। কী মনে হয়?'

'যথেষ্ট কাছাকাছি যেতে পারলে, আমি ঝুঁকি নেব একটা। অ্যানকে ওর কবলে ফেলে রাখার চেয়ে এটা বরং ভাল তবে মন্টির কথায় যুক্তি আছে, হতচকিত ক্রোধ আর কষ্টের মাঝেও স্বীকার করল বব।

'দড়ি থাকলে আমরা হয়ত পেছনের পাহাড় বেয়ে নিচে নামতে পারতাম, নাকি? আমাদের ওই পথে আশা করবে না ওরা, কী বল?'

'দড়ি। তাহলে দড়ি আনা হয়নি কেন?'

'আমি বোধহয় এনেছি,' অনুচ্চ কণ্ঠে বলল মন্টি। 'ওয়াগন থেকে। নিয়ে আসব?'

গাছপালার দিকে চলে গেল সে যেখানে ওরা ঘোড়া রেখে এসেছে। হামাগুড়ি দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের আরেকটু কাছে গেল বব। ওর মাথা সাফ হয়ে আসছে। রাইফেলটা ব্যবহার করতে পারলে হয়ত একজন পাহারাদার কমান যাবে। কিন্তু গুলির আওয়াজ অ্যান আর লোনলির ভাগ্যে চরম পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এ মুহূর্তে বেন ডিকিনসনের মতিগতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই ওর।

ঠিক তখনই রাস্তার পাড়ে এক পাহারাদারকে দেখা গেল আকাশের পটভূমিতে। চাঁদের আলোয় চমৎকার টার্গেট। ট্রিগারে ছিল ববের আঙুল, ক্রোধ ফুঁসে উঠল ওর ভেতরে। ওটা ওর বাড়ি, নিজের চেষ্টা আর মন্টির সাহায্যে ঢেলে সাজিয়েছে অ্যানের জন্যে। এখন কেড়ে নেয়া হয়েছে ওটা, তার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হচ্ছে বলপূর্বক।

আড়ষ্ট হয়ে গেল সে, আঙুল সরিয়ে নিল ট্রিগারের খাঁজ কাটা ইস্পাত থেকে, তারপর ঢিলে দিল শরীরে, অপেক্ষা করছে মন্টির জন্যে। খুনখারাপিতে হবে না, প্রচুর অর্থহীন রক্তপাত ঘটেছে, এখন বুদ্ধির খেলায় নামতে হবে।

পেছনে আওয়াজ পেল সে, ঘুরল চকিতে। মন্টির গলা শুনল, দেখল আরো লোক আছে তার সঙ্গে, সাপের মত হেঁটে আসছে, রাইফেল উঁচিয়ে ধরে।

একজন বলল, 'বব, কোথায় তুই?'

পরিচিত একটা অবয়ব ভেসে উঠেছে ওর রাইফেলের মাছিতে। অল্পের জন্যে অস্ত্রটা পড়ল না হাত ফসকে। 'অ্যাঞ্জেল!' তারপর ফিসফিস

করে বব বলল, 'চুপ করে থাকতে পার না বুঝি?'

'ওটাই আমাদের বব,' একগাল হাসল ওরিন। 'চিরকাল উঃ মাথা।'

ও'নীলও এসে পড়ল। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ছোট ভাইকে দেখছে ওরা, সবাই নিশ্চুপ, ভাবখানা যেন মাত্র ঘন্টা খানেক আগে ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল।

বব বলল, 'তোমাদের দেখে খুশি লাগছে। আমার প্রেমিকা আর তার দাদুকে ওখানে আটকে রেখেছে ওরা। কমপক্ষে চারজন, ঊর্ধ্বে ছয়।'

'ডিকিনসন ব্যাংক লুট করেছে,' ও'নীল বলল। 'সব জানতে খানিকটা সময় লেগেছে আমাদের। শহর এখন শান্ত।'

'তারমানে ওর হাতে এখন প্রচুর টাকা,' বব বলল। 'আমার কা থেকে আট হাজারেরও বেশি ছিনতাই করেছে।'

'তুই এত টাকা কোথায় পেলি?' জানতে চাইল ওরিন। 'চুরি করছিস নাকি আজকাল?'

'না, সে লম্বা কাহিনী,' বলল বব। 'এখনকার সমস্যা, অ্যান ওখানে বন্দি থাকা অবস্থায় আমরা ডিকিনসনের সাথে লড়তে পারব না।'

মন্টি বলল, 'দড়ি এনেছি।'

'আমি পেছনের পথে যেতে পারব,' ভাইদের কাছে ব্যাখ্যা করল বব। 'মন্টি একজন এঞ্জিনিয়ার। দড়ি সামলাতে পারবে ও। তোমরা এখান থেকেই সামলাও, নাকি?'

'তুই কোথায় থাকবি?'

বাড়ির পেছনের ক্লাফটার কথা ওদের বলল সে, জানাল কীভাবে মন্টির বুদ্ধিতে বাড়িটা ওই পাহাড়-প্রাচীরের কোলে নতুন করে তুলেছে ওরা। সবশেষে যোগ করল, 'এদিককার প্রতি ইঞ্চি জায়গা আমাদের নখদর্পণে। সুতরাং, চিন্তার কিছু নেই।'

'দড়ি বেয়ে নামবি? কোন বিপদ ঘটলে কভারিং ফায়ার দরকার হবে

তোর।'

তোমরা নিশ্চয় তামাশা দেখতে আসনি এখানে?'

'জিভে কী ধার রে বাবা,' পরিহাস-তরল গলায় বলল ও'নীল। 'যাক, এখানকার ভূগোলটা এবার বুঝিয়ে দে আমাদের।'

পাহাড়ের গা থেকে বেরোন একটা পাথরের সাথে পেঁচিয়ে দড়িটা বাঁধল মন্টি। বুট খুলে ফেলেছে বব। রাইফেল পেছনে রেখে যেতে হচ্ছে ওকে, তার পিস্তল দুটো সঙ্গে থাকছে।

মন্টি বলল, 'সাবধান। পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলবে, বুঝেছ?'

'বুঝেছি,' জবাব দিল বব। পেছনের উঠনে পৌঁছাবার জন্যে অধৈর্য হয়ে পড়েছে ও। 'এখন যখন ভাইয়েরা সামনে রয়েছে,' বলল, 'আমরা সংখ্যায় সমান হয়ে গেছি। অ্যান যদি ওর কবজায় থাকেও।'

'তুমি জান তা আছে, মন্টি ভর্ৎসনা করল। 'মনে দ্বিধা রেখ না কোন। অ্যান বন্দি ওখানে এটা মেনে নিয়েই যা করার করবে।'

'ঠিক আছে। চলি।'

কোমরে দড়ি জড়িয়ে নিল বব, নামতে শুরু করল পেছন ফিরে। কাজ থামিয়ে বহুবার চোখ তুলে ওপরে তাকিয়েছে ও, র‍্যাঞ্চের পেছন দিককার দুরারোহ এই পাহাড়টাকে জরিপ করেছে প্রশংসার দৃষ্টিতে। এখন শীতল হয়ে আছে এর রুক্ষ গা, পুরু পশমি মোজা না থাকলে নির্ঘাত ওর পা কেটে ছড়ে যেত। তবু ভয় পায় সে, পাছে ঘষা লেগে দড়ি ছিঁড়ে যায়।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে নামছে ও। হঠাৎ চাঁদ ওকে ধরে ফেলল। বুক কেঁপে উঠল ববের। এখন কেউ ওপরে তাকালেই দেখে ফেলবে ওকে, ভরা জ্যোৎস্নায় চমৎকার নিশানা হবে সে।

অ্যানের জন্যে উদ্বেগ আর ডিকিনসনের প্রতি আক্রোশ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করল ওকে। রুফটপের নিচে নেমে এল সে—এটা ওদের

বার্ন। ওর পা স্পর্শ করল কী যেন—একথাক রেইল এগুলো, বাড়তি একটা কোরাল তৈরির জন্যে রাখা আছে।

দোল খেয়ে সরে গেল বব, যাতে পা লেগে রেইলগুলো পড়ে না যায়। দড়ি ছেড়ে দিল ও, ঝাঁকি দিল একটা, দেখল ক্লিফের গায়ে ওটা দোল খাচ্ছে।

খানিক বাদে ও বুঝল দড়ি ওপরে টেনে তোলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই মন্টির। হাতের ভরে নেমে আসছে সে। বব সাহস পায়নি নিতে, সেই ঝুঁকি ও নিচ্ছে বন্ধু প্রেমিকাকে উদ্ধার করতে।

বার্নের কোনা ঘুরল বব। হাঁটু গেড়ে বসল ছায়ায়, আস্তাবলের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পাহারাদার, স্পাড, হাই তুলছে, রাইফেলটা আলগাভাবে ঝুলছে হাতে। লোকটার পেছনে হাজির হতে অসুবিধে হল না কোন। পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওর মাথায় জোরে বাড়ি মারল সে, আগেই চেপে ধরেছে মুখ। পাহারদারের মুখে রুমাল গুঁজে দিল ও, বার্ন থেকে দড়ি এনে হাত পা বাঁধল।

এর পরে দুহাতের তালু মুখের কাছে এনে দুবার প্যাঁচার ডাক অনুকরণ করল বব। রাস্তার ওপাশ থেকে যখন জবাব মিলল ডাকের, মন্টি তখন পৌঁছে গেছে, রাইফেল হাতে বসে আছে ওর পাশে। বব বুঝে পেল না ওই ভারি অস্ত্রটা নিয়ে মাঝবয়সী লোকটা কীভাবে নামল পাহাড় বেয়ে।

অনুমান করার সময় পাওয়া গেল না, সামনে পিস্তল গর্জে উঠল একটা এবং একটা গলা চেঁচিয়ে বলল, 'ডিকিনসন, আমি আসছি!'

ববের কণ্ঠস্বরের সাথে অনেক মিল ওই গলার। মন্টি বিড়বিড় করে কথাটা বলতে, বব ওকে ইশারা করল চুপ করতে, জানে ওটা ওর মেজো ভাই হরবোলা অ্যাঞ্জেলের কণ্ঠস্বর।

ছুটোছুটির আওয়াজ পাওয়া গেল, তারপর আরেকটা গুলি। দড়াম করে বন্ধ হল একটা দরজা, সামনের দরজা। এরপর ব্যথায় ককিয়ে

পনের

মেয়র সিম জ্যারেট আয়োজিত বিবাহোত্তর ভোজসভায় শহরের গণমান্য প্রায় সবাই উপস্থিত হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু জ্যাকব 'বেন' ডিকিনসন। এখন কারাগারের নিরাপদ আশ্রয়ে আছে সে, ঝগড়া করে সময় কাটাচ্ছে আহত ফ্রে আর হ্যালিডের সাথে। ববের অনুরোধে ভোজসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ক্যান্টিনায়, যার মালিক এখন বিধবা কনসুয়েলা আর্মান্দেজ।

এর আগের কয়েকটা দিন অতিবাহিত হয়েছে চরম ব্যস্ততার মাঝে, বিশেষত ব্যাংকের অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর ফয়সালা করতে। ডিকিনসন, বেঁচে আছে এখনো, মালিক ছিল ব্যাংকের। সে লুট করেছিল ওটা অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং ববের আট হাজার ডলার ছিনতাই করার কথা ফ্রে আর হ্যালিডে স্বীকার করায় বহু ঝামেলা পোহাতে হয়নি সত্যি, তবু খনিতে কীভাবে অর্থ লগ্নি করা হবে এবং বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীরা কোন্ শর্তে ফেরত পাবে তাদের টাকা—এগুলো সবচেয়ে আগে মিটিয়ে ফেলতে হয়েছে ওদের।

এ ব্যাপারে ওদের সহায়তা করতে টেরিটোরিয়াল সিটি থেকে জনাকয়েক ব্যাংকিং এক্সপার্ট এবং ওরিন আর ও'নীলের পরিচিত এক ইউ এস মার্শাল এসেছিল। দেনাপাওনা পরিশোধ নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল কিছু, তখন অ্যাঞ্জেল তার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে টেক্সাসের

ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন থেকে সহজ শর্তে দুলাখ ডলার ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

এরপর আর কোন ঝামেলা হয়নি, ফলে এখন শহর সম্পূর্ণ শান্ত।

ভোজসভায় বরকনের শুভ নবজীবন কামনা করে টোস্টিংয়ের পর মেয়র উঠে বক্তৃতা শুরু করল।

'আমি এ বিষয়ে একেবারেই আনাড়ি···'

একজন টিপ্পনী কাটল, 'কিন্তু, বাওয়া, দাড়ি কামাতে গিয়ে তো কোনদিন এক সেকেণ্ডও মুখ বন্ধ রাখনি।'

'আমি নতুন এই দায়িত্বের কথা বলেছি,' আহত গলায় বলল সিম। 'এবার শোন আমার কথা। একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়।'

'ধরে রাখ ওটা, নতুন কিছু পাবে না জীবনেও,' বলল হেনস্থাকারী, খর্বকায় এক লোক, ঈষৎ মাতাল হয়ে গেছে। থমথমে হয়ে উঠল পরিবেশ। ও'নীল ভদ্রভাবে বাইরে রেখে এল লোকটাকে।

'যে কথা এতক্ষণ বলতে চাইছিলাম, এতদিনে এ শহর আমাদের হয়েছে। জনগণের ভোটে নতুন এবং যথাযথ নামকরণ করা হয়েছে এর। হোপ সিটি।'

করতালি পড়ল, সহসা-ভিজে-ওঠা চোখ দুটো হাতের পিঠ দিয়ে মুছল লোনলি উইলিস।

বলে চলেছে সিম, 'আমার বিশ্বাস আমাদের এ শহরটা ভাল। এই যে আমরা সমবেত হয়েছি এখানে, এর অর্থ সব নাগরিকেরই ভোটাধিকার আছে। আমি জনগণের সাথে থাকতে চাই। কারণ সেটাই উচিত কাজ। কিন্তু এই সঙ্গে আমার একটা জোরাল আবেদনও রয়েছে।'

থামল সে, স্পেশ্যাল আর্মান্দেজ ওয়াইনের গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াল। অ্যানের হাত ধরল বব, চাপ দিল আলতো। দুজনেই উতলা হয়ে আছে মিলিত হবার আশায়। মন্টি বাড়িটা সাজিয়েছে আবার, আগের চেয়েও সুন্দর করে। অ্যানকে সেখানে নিজের করে পাবার জন্যে অধীর হয়ে

উঠেছে বব।

জ্যারেট বলল, 'আমার প্রস্তাব হল: অ্যাঞ্জেলে ওসমান ব্যাংকের দায়িত্ব নেবে। ওরিন ওসমান ফেয়ারওয়েলের চাকরি ছেড়ে এসে এখানকার মার্শাল হবে। ও'নীল ওসমান তার সদর দফতর স্থাপন করবে হোপ সিটিতে, খনি আর গরু ব্যবসায় শহরের স্বার্থ রক্ষা করবে। তোমাদের কী মত, বন্ধুগণ?'

সমস্বরে চেঁচিয়ে প্রস্তাব সমর্থন করল অতিথিরা। বব তাকাল ওর ভাইদের দিকে। ওরা, দেখল সে, অভিভূত হয়ে পড়েছে। কিন্তু ও নিজে শূন্যতা বোধ করল অকস্মাৎ। এরপর ওরিন উঠে দাঁড়াল, নতুন কালো স্যুট পরনে, গায়ে সাদা শার্ট। ওরিন, উপলব্ধি করল বব, নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা রাখে। এরকম ভাই যে কারো জন্যেই গর্বের বিষয়।

'তোমার প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ,' বলল ওরিন। 'আমার নিজের, এবং আমাদের অন্য দু'ভাইয়ের পক্ষ থেকে বলছি, হোপ সিটির জন্যে কিছু করতে পারলে খুশিই হব আমরা। সব সমস্যা যখন দূর হয়ে যাবে তখন আমাদের ছাড়াই চলতে পারবে তোমরা।'

চিৎকার উঠল, 'না···আমরা তোমাদেরকেই চাই···কোন কথা···' হাত তুলে ওদের থামিয়ে দিল ওরিন।

'আমার বলা এখনো শেষ হয়নি। তোমাদের মহানুভব প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি না বলে আমরা দুঃখিত।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বব। দৃষ্টি বিনিময় করল ওরিনের সঙ্গে, ও'নীল আর অ্যাঞ্জেলের উদ্দেশে দুষ্টু হাসল।

সিম জ্যারেট ক্ষুণ্ন স্বরে বলল, 'কিন্তু কেন, তা জানতে পারি, ওরিন?'

'সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম তোমাদের।' প্রভাব সৃষ্টির জন্যে থামল

ওরিন। নীরবতা নামল ঘরে, সবাই কান খাড়া করল ওর বক্তব্য শুনতে। কেশে গলা সাফ করে নিল ওরিন, তারপর বলল, 'কারণ, বন্ধুগণ, আমাদের এই ছোট্ট ভাইটি, বব, ও-ই যথেষ্ট তোমাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে। এ শহরের উন্নতির লক্ষ্যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল সে। এখন আমরা যদি সব দায়িত্ব ভার নিই, ওর যোগ্যতার প্রতি অবিচার করা হবে।'

আরেক দফা করতালিতে ফেটে পড়ল ভোজসভায় আগত সম্মানিত অতিথিরা। বব উঠে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, 'শহরের ভালমন্দের ব্যাপারে অনেক কথা শুনলাম। এবার আমাদের বিদায় দিতে হবে—সবকিছুর জন্যে অজস্র ধন্যবাদ।'

অ্যানের হাত আঁকড়ে ধরল ও, খাবার আর প্রার্থনা—বৃষ্টির মধ্য দিয়ে ছুটল দরজার দিকে। বাইরে এসে অপেক্ষমাণ বাগিতে চাপল ওরা, মন্টি হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

শহরের মাঝ দিয়ে ছুটে চলল ওরা, মাদাম ভিক্টোরিয়ার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে দেখল বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে দীর্ঘাঙ্গী মহিলা, মোনা আর সেই রুগ্ন জুয়াড়িও আছে সেখানে। র‍্যামসে বুচাননের লিভারি আস্তাবল অতিক্রম করার সময়ে ওদের মনে পড়ল এ শহরটা রক্ষা করার জন্যে পেদ্রোর সাথে ওই বৃদ্ধকেও দিতে হয়েছে চরম মূল্য।

এবং তারপর অ্যানের বাবার কথা মনে পড়ল ওদের, একটা স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে যিনি গড়েছিলেন এই শহরটা। অবশেষে সফল হয়েছে তাঁর সেই স্বপ্ন। 'হোপ সিটি' লেখা নতুন তোরণের নিচে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাগি, আরোহী দুজন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের চোখে আগামীদিনের স্বপ্ন।

সেবা প্রকাশনী

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

ওয়েস্টার্ন-৭৯

পশ্চিম যাত্রা

কিশোরদের জন্য ওয়েস্টার্ন রহস্যোপন্যাস

রচনাঃ আদনান শরীফ

প্রকাশের তারিখঃ ৪/৭/৯১

বিষয়ঃ মাইক লরেন্স, উনিশ বছর বয়সের এক গ্রাম্য তরুণ, সৎ পিতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্রত নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ঘর ছেড়ে। লক্ষ্য অজানা পশ্চিম। একমাত্র সম্বল একটি রাইফেল কিছু অর্থ। পদে পদে তার সামনে মরণ-হুমকি। মোকাবেলা করছে মনোবল আর বুদ্ধি দিয়ে—পৌঁছতেই হবে পশ্চিমে। বুনো পশ্চিম যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।